BanglaBook.org

Winner Of The Man Booker Prize 2003

ভারনন গড লিটল

VERNON GOD LITTLE

ডি বি সি পিয়েররে

অনুবাদ: রাফিক হারিরি

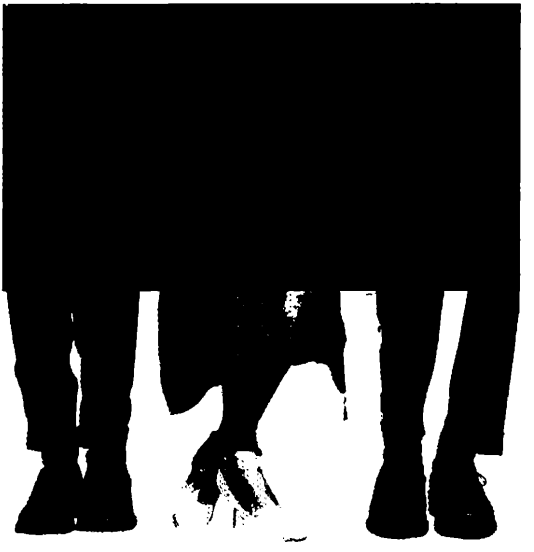

সমসাময়িক আমেরিকান জীবন পদ্ধতির বিরুদ্ধে খুবই তীর্যক আর প্রতিরোধের ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ।

সানডে এক্সপ্রেস।

অভিষেক উপন্যাস হিসেবে খুবই চমৎকার মৌলিক এবং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে হাস্যরস ভরপুর একটি কণ্ঠস্বর পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে।

সিয়ান ওহাগান ঃ অবজার্ভার

ঔপন্যাসিক হিসেবে ডিবিসি পিয়েরের শুরুটা সত্যিকার অর্থেই যাদুময়। যেটা তোমাকে সর্বকালের জন্য বিস্মিত করবে। এটা খুবই ভালো স্বতন্ত্র একটি উপন্যাস।

আইরিস টাইমস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ডিবিসি পিয়েররে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন মেক্সিকোতে। ত্রিশ হওয়ার আগেই তিনি পৃথিবীর নানা দেশ ঘুড়ে বেড়িয়েছেন। ত্রিশ পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন লন্ডন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে। জীবনে রয়েছে নানা অভিজ্ঞতা। কাজ করেছেন বিভিন্ন পেশায়। কখনো ডিজাইনার, কখনো ফটোগ্রাফার, কখনো ফিল্মমেকার এবং কখনো কার্টুনিষ্ট হিসেবে। তার প্রথম উপন্যাস ভারনন গড লিটল প্রকাশিত হয়েছে তার চল্লিশতম জন্মদিনের আগেই। ইতিমধ্যে উপন্যাসটি জিতে নিয়েছে দ্য মান বুকার প্রাইজ ২০০৩, দ্য হোয়াইট ব্রেড বেষ্ট ফার্ষ্ট লেভেল অ্যাওয়ার্ড, এবং এভরিমেন উডহাউস অ্যাওয়ার্ড।

ব্রিটিশ নাগরিক পিয়েররে এখন আয়ারল্যান্ডের ছোট্ট পাহাড়ঘেরা একটা এলাকায় বাস করছেন। সেখানে তিনি আরো বই লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অনুবাদক

রাফিক হারিরির জন্ম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ঢাকার নয়াটোলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন। ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছেন। তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ :

মৌলিক গ্রন্থ :

পান্থজন, কৈলাশপুরের হাটে, একজন বিষণ্ন মানুষ ও কয়েকটি নেড়ি কুক্কুরির গল্প, মোবাইল দৈত্য, ছোটন ও ভূত গাছ

অনূদিত গ্রন্থ : দ্য পার্ল, দ্য ফোর্থ কে, দ্য পিরামিড, দ্য ক্রেওল, দ্য বিগার, এরবিয়ান নাইটস এন্ড ডেইজ।

আমার এই দীর্ঘ জীবনে খুব ভালো একটা ফিকশন পড়লাম। খুব চমকপ্রদ, চমৎকার সুসংগঠন এবং অত্যন্ত গভীর সমবেদনায় ভরপুর একটি গ্রন্থ। সত্যিকার অর্থেই মান বুকার বিজয়ী খুব মূল্যবান একটি গ্রন্থ।
সারাহ ওয়াটারস ঃ বুকস অফ দ্য ইয়ার, ডেইলি টেলিগ্রাফ

এই প্রথম অভিষেক উপন্যাসটা পৃথিবীর প্রতিটি টেলিভিশনেই নাট্যরূপে আসা দরকার।
ক্রেইগ ব্রাউন ঃ মেইল অব সানডে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভারনন গড লিটল

ডি বি সি পিয়েররে

অনুবাদ
রাফিক হারিরি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রোদেলা প্রকাশনী

ভারনন গড লিটল
মূল : ডি বি সি পিয়েররে
অনুবাদ : রাফিক হারিরি

© অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ:
একুশে বইমেলা, ২০১১
রোদেলা ২০১

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ১১০০
যোগাযোগ : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
অনুবাদক

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Vernon God Little by D B C Pierre translated by Rafiq Hariri
First Published Ekushe Boimela 2012 By Riaz Khan
Rodela Prokashani 11/1 Bangla Bazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com

Price 250.00 Only **US $ 8**
ISBN : 978 984 8975 30 5 Code : 201

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদকের উৎসর্গ

অনুবাদ প্রিয় পাঠকদের–

প্রথম পর্ব
বিরক্তিকর ঘটনা

এক

মারটিরিওতে আজ দোযখের মত গরম।

কিন্তু বারান্দায় নানারকমের সংবাদ নিয়ে পড়ে থাকা পত্রিকাটি একেবারেই ঠাণ্ডা ছিল।

তুমি আবার এটা মনে করার চেষ্টা করো না যে পুরো মঙ্গলবার রাতটা এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছিল।

একটু ধরিয়ে দিতে পারি, সুত্রঃ স্নোটি ওলে মিসেস লিচুগা। হয়ত সেই রাতে সে বারবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠছিল, কিংবা বারান্দার আলো উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে তার চামড়ার উপর পড়ায় তার ত্বক দেখাচ্ছিল মৃত মানুষের ত্বকের মত কুঁচকানো। সকালের আলোয় তার দু পায়ের মাঝখানে গর্ত দেখাচ্ছিল। হয়ত সে শহর থেকে ছুটে এসেছিল। এটা হতে পারে।

খোদা-ই জানে মূল ঘটনা কি। আমি এই পৃথিবীটাকে বুঝতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিলাম, এমনকি ছোট্ট একটা আভাস বা পূর্বধারণা, কিন্তু বিষয়টা মোটেই সহজ ছিল না।

আমি বলতে চাই এটা কী ধরনের *চুতিয়া* জীবন?

আজ শুক্রবার। আমি এখন *শেরিফের* অফিসে। মনে হচ্ছে আমি যেন স্কুলে শুক্রবারের কোন একটা দিনে বসে আছি। স্কুল— এই বারোচুদি জিনিসটার কথা আর উল্লেখ করো না।

আমি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারের আন্ডারওয়ার আর জুতা পরে ঘরের দরোজা দিয়ে বেশ কয়েকটি আলোর রেখার মাঝে বসে অপেক্ষা করছি। মনে হচ্ছে আমিই সেই ব্যক্তি যাকে তারা খুঁজছে। আসলে আমি কোন বিপদের মাঝে নেই। আমাকে তোমরা ভুল বোঝো না। মঙ্গলবারের ঘটনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঐদিন আমি কিছুই করিনি। তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না আজকে ঠিক এই জায়গাটাতে থাকতে। গত রাতে সংবাদপত্রের শিরোনাম হওয়া সেই কালো *ক্লারেন্সকে* তোমার হয়ত মনে পড়বে। সে ছিল একজন সাইকো। মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষ হত্যাকারী। সে-ই ঠিক এইভাবে এমন

BanglaBook.org

একটা কাঠের হলরুমে ক্যামেরার সামনে বসে ঝিমাচ্ছিল। পত্রিকাওয়ালারা বলেছে সে তার কাজের ব্যাপারে খুব সতর্ক আর যত্নবান ছিল। যত্নবান বলতে হয়ত বুঝিয়েছে কুড়াল দিয়ে আঘাত করার বিষয়টা। আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। *ওলে ক্লারেন্স* নিরেট একটা পশুর মত শেভ করা ছিল। তারপরনে ছিল ডাক্তারদের মত পোশাক। চিড়িয়াখানার খাঁচার মত একটা খাঁচা বানিয়ে সেখানে তাকে বন্দি করে কোর্টে হাজির করা হয়েছিল। তারপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

আমি পায়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলাম। করিডোরের অন্ধকারে দীর্ঘ একটা ছায়া দেখা গেল। তারপর ছায়ার আসল মালিক বেরিয়ে আসলেন। মহিলাটি যখন উপস্থিত হলো তখন দরোজার আলো তার হাতে রাখা খাবারের বক্স আর একটা ব্যাগের উপর এসে পড়ল। ওটাতে আমার কাপড়-চোপর। তার হাতে একটা ফোন। সে কথা বলার চেষ্টা করছে। সে ছিল খুব ধীরগতি আর ঘর্মাক্ত। একটি নির্দিষ্ট পোশাকে সে ছিল নিরাপত্তা কর্মী এবং তদন্তকারী অফিসার। অন্য একজন অফিসার অবশ্য বারান্দায় তাকে অনুসরণ করছিল। কিন্তু সে হাতের ইশারায় কর্মকর্তাটিকে তাড়িয়ে দিল।

'প্রাথমিক কাজটা আমাকেই করতে দাও। বিবৃতি লেখার জন্য আমি তোমাকে ডাকব।'

সে ফোনটা তার মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে গলাটা পরিষ্কার করল। বেশ তীক্ষ্ণ স্বরে *ঘার-র-র-র* করে গলা পরিষ্কার করল। এত জোরে শব্দ করল যে তার হাতের খাবারের পোটলাটা মেঝের উপর পড়ে গেল।

'লাঞ্চ, তেমন কিছু না। একটু সালাদ, পানীয়...।'

সে আমাকে যখন দেখল তখন তার কথা শেষ হলো।

আমি উঠে বসলাম। ভাবলাম হয়ত আমার মা আমাকে নিতে আসছে আর এই খবর মহিলাটা আমাকে দিবে। কিন্তু আমার মা আসল না। তবে আমি জানতাম আমার মা আসবে না। কারণ আমি যে পরিমাণ ইচড়ে পাকা তাতে তার না আসারই কথা। তারপরেও আমি যত চালাকই হই সেটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

ভারনন ক্ষুদে চালাক।

অফিসার কাপড়গুলো আমার কোলের উপর ফেলে দিল। 'এই দিক দিয়ে চলো।'

আমার মা হয়ত এতক্ষণে শহরটা চষে বেড়াচ্ছে সকলের সমবেদনা জাগানোর জন্য। তো ভারন কি খবর তোমার। অফিসার শুধুমাত্র আমাকে ভারন বলে ডাকছে। হয়ত সে আমাদের কথাবার্তার একটা গুরুত্ব বোঝাতে চাইছে। সবাই জানে আসলে মঙ্গলবারের ঘটনার জন্য শুধুমাত্র আমার বন্ধু

BanglaBook.org

ও সহপাঠি জিসাসকেই দায়ী করা যায়। সেই একমাত্র গালি পাওয়ার যোগ্য।

অফিসার আমাকে একটা ঘর দেখাল যেটার মধ্যে শুধু একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার আছে। কোন জানালা নেই। দরোজাটার পিছনে আমার প্রিয় বন্ধু জিসাসের একটা ছবি আঠা দিয়ে লাগানো।

'ভারনন গ্রিগোরি লিটল?' মহিলাটি আমার দিকে তার খাবারের একটা টুকরা এগিয়ে দিল। তার এই আমন্ত্রণে যদিও কিছুটা অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু আমার কোন সাড়া না পেয়ে সেটা সে ফিরিয়ে নিল। তারপর আরেকটা টুকরা নিজের জন্য উঠালো।

'*ঘার-র-র* ঠিক আছে চলো শুরু করা যাক। তুমি থাকো সতেরো নং বিউলাতে। ঠিক?'

'জ্বি ম্যাম।'

'তোমার সাথে আর কে থাকে?'

'শুধু আমার মা।'

'তোমার বয়স পনেরো। খুবই বাজে একটা বয়স।'

এই *খানকি মাগি* কি আমার সাথে মসকরা করছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

'ম্যাডাম এটা কি অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে।'

মহিলাটির চোখ বেশ প্রসারিত হয়ে গেল আমার কথায়। তারপর আবার সেটাকে সংকুচিত করল।

'ভারনন- আমরা একটা হত্যার বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলছি। যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই এটা চলতে থাকবে।'

'কিন্তু ম্যাডাম...'

'তুমি মেছকিনের অন্তরঙ্গ ছিলে কি না কিংবা তার একমাত্র বন্ধু ছিলে কি না এটা আমাকে বলার কোন প্রয়োজন নেই।'

'ম্যাম আমি বলতে চাইছিলাম যে সেখানে তখন অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ছিল যারা আমি যা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি কিছু দেখেছে।'

'আসলেই কি তাই।' মহিলা অফিসারটি পুরো ঘরটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'যাই হোক আমি কিন্তু এই ঘরে এখন অন্য কাউকে দেখছি না। তুমি কি কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

আমি একটা বোকাচোদার মত পুরো ঘরটায় চোখ বুলালাম। ভেট, শালী বারোমাগী।

সে আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তারপর আবার বলল, 'শোন বালক তুমি কি বুঝতে পারছ কেন তুমি এখানে?'

BanglaBook.org

'জ্বি। আমার মনে হয়...'

'উহুহ। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। আমার কাজই হচ্ছে সত্যকে বের করে নিয়ে আসা। তুমি একটা কঠিন কিছু করার আগেই আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পৃথিবীটাকে পরিচালিত করছে। ঐ দুটো ক্ষমতার কথা কি তুমি বলতে পারবে?'

'ইমম— সম্পদ এবং দারিদ্র্যতা।'

'না সম্পদ এবং দারিদ্র্যতা নয়।'

'তাহলে ভালো এবং মন্দ।'

'না সেটাও নয়। আসলে মূল বিষয় হলো *কারণ* এবং *ঘটনা*। শুরু করার আগে আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে দু ধরনের বাসিন্দাদের কথা বলতে পারি। তুমি কি বলতে পারবে সেই দুই ধরনের লোক কারা?'

'*যে কারণের পিছনে আছে এবং যে ঘটনার মূল হোতা।*'

'না। তারা হলো সাধারণ নাগরিক এবং মিথ্যাবাদি। ক্ষুদে বালক তুমি কি আমার সাথে এখানে আছ?

আমার খুব বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, 'আমি এখন তোমার খানকি মেয়েটার সাথে লেকের পারে মজা করছি।' কিন্তু আমি সেটা বললাম না। কারণ আমি তো জানিই না এই বদখত মহিলাটার কোন মেয়ে আছে কি না। এখন পুরো দিন কাটিয়ে দিব এটা ভেবে যে আমার কি বলা উচিত। এটা সত্যিকার অর্থেই *চুতিয়া* একটা সময়।

সহকারী নিরাপত্তা অফিসার এই মহিলাটি তার খাবার থেকে এক টুকরা মাংস ছিঁড়ে মুখে দিল। আমার মনে হচ্ছিল সে গু খাচ্ছে।

'তুমি কি জানো মিথ্যা কি? এটা হলো এক ধরনের *কাল্পনিক মনোরেখা*— যেমন ধরো কেউ একজন সাদা আর কালো রেখার মাঝে একটা বাদামি রেখা টেনে দিল। এই বাদামি রেখাটাই হলো সমস্যা। আমার কর্তব্য হলো তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে এখানে কোন বাদামি রেখার অস্তিত্ব নেই। সত্য, সেটা সত্যই। অথবা সেটা হবে মিথ্যা। এখন বলো তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'জ্বি ম্যাম।'

'সত্যিকার অর্থে আমিও এমনটাই আশা করছি। তুমি কি মঙ্গলবারের সকাল সোয়া দশটার সময়কার বিষয়ে কোন কৈফিয়ত দিতে চাও?'

'আমি তখন স্কুলে ছিলাম।'

'আমি জানতে চাই কোন পিরিয়ডে?'

'আম-ম-ম, অংক।'

মহিলাটি একটু নিচু হয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল।

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে এইমাত্র সাদা আর কালো রেখার বিষয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বোঝালাম।'

'ম্যাম আমি কিন্তু বলিনি যে আমি ক্লাসে ছিলাম।'

দরোজায় ঠক ঠক শব্দ হওয়াতে আমি এই বিব্রতকর অবস্থা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বেঁচে গেলাম। অদ্ভুত বন্য চুলের স্টাইলের এক মহিলা ঘরের ভেতর উঁকি মারল।

'*ভারনন লিটল* কি এখানে? তার মা ফোনে অপেক্ষা করছে।'

'ঠিক আছে এলিনা।' তারপর তদন্তকারী মহিলাটি আমার দিকে তড়িৎ তাকাল যেন চোখ দিয়ে সে গুলি করছে। 'তোমার আস্বস্ত হওয়ার কিছু হয়নি।'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বন্য স্টাইলের মহিলাটির পিছু পিছু অভ্যর্থনার দিকে যেতে থাকলাম।

ফোনটা দেখার পর আমার কাঁধটা একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। আমি জানি এখন ফোনে কি কথা হবে। আমি জানি মা এখন বলবে, 'ভারনন তুমি কি ঠিক আছো?' আমি বাজি ধরতে পারি।

'ভারনন তুমি ঠিক আছো তো?' আমার খুব বিরক্ত লাগছে মার কথা শুনে।

'মা আমি ভালো আছি।' আমার গলার স্বরটা এখন খুব নির্বোধ আর বোকা বোকা নিরীহ শোনাচ্ছিল।

'তুমি কি আজ বাথরুম সেরেছ ঠিক মত?'

'মা তুমি কি সব আজেবাজে কথা বলছ?'

'শোন ভারনন আমার ধারণা তুমি সকালে খুব একটা সময় পাওনি। ফলে আমি তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তিত।'

'মা সত্যি করে বলছি আমি ভালো আছি।' আমি বেশ শান্তভাবেই বললাম।

'কি করছ তুমি এখন।'

'সহকারী অফিসারের কথা শুনছি।'

'*লিওডেল?* ঠিক আছে তাকে বলো যে আমি তার বোন রাইনাকে অনেক ছোটবেলা থেকেই চিনি।'

'মা উনি লিওডেল নন।'

'ও যদি বেরি হয় তাহলে তুমি তো জানো পেম প্রায় প্রতি শুক্রবারেই তার সাথে দেখা করে।'

'এটা বেরিও না। মা আমাকে এখন যেতে হবে।'

'ঠিক আছে। গাড়ি এখনো প্রস্তুত হয় নাই। পেম গাড়ি নিয়ে এসে

BanglaBook.org

তোমাকে নিয়ে যাবে। আর ভারনেন আরেকটা কথা শুনো...'

'কি বলো।'

'গাড়িতে সোজা হয়ে বসে থেক। পুরো শহর জুড়ে ক্যামেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

আমি ধুপধাপ করে হেঁটে এসে আগের রুমটিতে আমার পূর্ববর্তী চেয়ারটায় বসলাম।

'মিস্টার লিটল।' তদন্ত অফিসার মহিলাটি বলল। 'আমি আবার শুরু করছি। ইয়াংম্যান আমার মনে হয় কিছু সত্য আমি মিস করেছি। শেরিফ পোরকোরনি মঙ্গলবারের বিষয়ে একটা ধারণা দিয়েছে। তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ যে তোমাকে শুধু আমার সাথেই কথা বলতে হচ্ছে।'

কথা শেষ করে সে তার বন্দুকটায় হাত দিল।

'ম্যাম ব্যায়ামাগারের পাশেই আমি ছিলাম। কি ঘটেছে আমি তার কিছুই দেখিনি।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে যে তুমি অংক ক্লাসে ছিলে।'

'আমি বলেছিলাম এটা আমাদের অংক ক্লাস ছিল।'

সে আড়চোখে আমাকে একটু দেখল।

'তুমি তাহলে জিমের পাশে অংক করছিলে।'

'না।'

'তাহলে কেন তুমি ক্লাসে ছিলে না।'

'আমি মি. নাকলেসের জন্য একটা বার্তা নিয়ে ছুটছিলাম।'

'মি. নাকলেস?'

'আমাদের ফিজিক্সের শিক্ষক।'

'সে তোমাদের অংখ শেখায়?'

'না।'

'ঘার-র-র-র- এই অংশটা সাদা আর কালোর মাঝে সত্যিকার অর্থেই বাদামি মনে হচ্ছে। বেশ ঘাপলা আছে এখানে।'

'কিন্তু ম্যাম আমি শুধু প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম।'

'ঠিক আছে।'

'মি. নাকলেস আমাকে দেখেছে।'

'আর কে দেখেছে?'

BanglaBook.org

'এক দল লোক।'

'ঠিক আছে। তো সেই লোকগুলো এখন কোথায়?'

আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম সেই লোকগুলো কোথায় আছে। কিন্তু আমার মাথায় কিছুতেই তাদের কথা মনে পড়ছিল না। আমি অনড় হয়ে বসে থাকলাম।

'ঠিক এই বিষয়টাই।' অফিসার বলল। 'সেখানে আসলে কেউই ছিল না। ঠিক আছে ভারনন আমি তোমাকে এখন খুব সহজ দুটি প্রশ্ন করব। এক: তুমি কি নেশা করো?'

'উহ্-না।'

সে আমার দিকে তাকাল। মনে হলো তার চোখের দৃষ্টি আমার চোখকে ভেদ করে পিছনের দেয়ালের সাথে ঠুকে সেটা আবার তার চোখের উপর এসে পড়েছে।

'দ্বিতীয় প্রশ্ন: তোমার কাছে কি কোন বন্দুক আছে যেটা তুমি ব্যবহার করো।'

'না।'

আমার উত্তরে তার ঠোঁট দুটি শক্ত হয়ে গেল। সে তার বেল্টের ভেতর থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার পকেট থেকে চাবিটা তুলল। বিষয়টা আমার কাছে মনে হচ্ছিল *মিশন ইমপসিবল* এর থিমের মত।

'শেরিফ?' সে শক্ত গলায় বলল। 'তুমি এখন জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষে আসতে পারো।'

মহিলাটির খাবারের বাক্সে আরো খাওয়ার মাংস থাকলে এইটা কখনো ঘটত না। ভুনা মাংস না থাকার কারণে সে এখন অন্য কিছু দিয়ে আরাম খুঁজছে। আমার কাছে মনে হলো এই মুহূর্তে আমিই হলাম তার চোদা খাওয়া মাংস।

এক মিনিট পর দরোজাটা খুলে গেল। ডোরাকাটা একটা মহিষের চামড়ার জ্যাকেট পরে শেরিফ পরকোরনি ঘরে ঢুকল।

'এই সেই ছেলে যে সহোযোগিতা করতে চায়।'

'এমনটা আর বলবেন না।'

'ছেলেটার সাথে আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে দিন।' শেরিফ তার পিছনের দরোজাটা ভেজিয়ে দিল।

BanglaBook.org

মহিলা অফিসারটি তার আটোসাটো শরীরটা নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসল। শেরিফ আমার মুখের উপর বেশ গরম একটা শ্বাস ফেলল।

'ছেলে বাইরে তোমাকে নিয়ে বেশ আজাইরা গল্প হচ্ছে। আজেবাজে কাহিনীর মাঝ থেকেই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।'

'আমি তো স্যার শুধুমাত্র একজন দর্শক ছিলাম।'

শেরিফ তার একটা ভ্রু উঁচিয়ে মহিলা অফিসার ভেন গিউরির দিকে তাকাল।

'শেরিফ আমরা এই বিষয়টা নিয়েই এগুচ্ছিলাম।'

শেরিফ খাবারের বক্স থেকে একটা পরিষ্কার হার নিয়ে জিসাসের ছবিটার উপর একটা লাইন টানার মত দাগ দিল। তারপর সে আবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

'ঐ লোক কি তোমার সাথে কথা বলেনি?'

'না স্যার। বিষয়টা এমন ছিল না।'

'তুমি তো তার কাছাকাছি ছিলে।'

'আমি তো জানতামই না যে সে কাউকে খুন করতে যাচ্ছে।'

শেরিফ গিউরির দিকে ফিরে বলল, 'এই পিচ্চিটার কাপড়গুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন?'

'আমার সহকারী সেটা পরীক্ষা করেছে।' সে বলল।

পরকোরনি একটা মুহূর্ত থেমে তার ঠোঁটটা একটু চেটে নিল। তারপর বলল, 'ওর পাছাটা একটু পরীক্ষা করে দেখেন। কখনো কখনো এগুলোর বাজে স্বভাব অনেক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে থাকে।'

'শেরিফ ওদেরকে বেশ পরিষ্কার মনে হয়েছে।'

আমি বুঝতে পারছি তারা কি বলছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে কেউই এমনটা বলতে পারত না।

'স্যার আমি কিন্তু সমকামী না। যেমনটা আপনি বলছেন। আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। আমি জানি না জিসাস কীভাবে বিপদগ্রস্থ হয়েছে।'

শেরিফের ঠোঁটের নিচে বেশ দুর্বোধ্য একটা হাসি ফুটল।

'বাছা তুমি খুব চালাক। তুমি কি তোমার গাড়ি, তোমার বন্ধুকে পছন্দ করো না? এবং তোমার বান্ধবীদেরকে।'

'অবশ্যই।'

BanglaBook.org

'কতজন মেয়ের কাছে তুমি তোমার আঙুলের ছাপ রেখে এসেছ বলতে পারো?'

আমি ভাবতে লাগলাম শুধুমাত্র একটা মেয়ের গর্তেই আমি আঙুলের ছাপ রেখে এসেছিলাম। সে মেয়েটা অন্য কারো মত ছিল না। সে অন্যদের মত না। তার নাম টেইলর ফিগারিও।

শেরিফ পরকোরনি হাতের হারটাকে বাক্সের ভিতর রেখে গিউরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তার রেকর্ডটা নিয়ে নিন।' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ভেইন?'

গিউরি ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি তো শেরিফের কথা শুনলে। আমি তোমার বিবৃতি নেওয়ার জন্য আরেকজন অফিসারকে সাথে করে নিয়ে আসছি।'

সে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যাওয়ার পর আমি ঘাড় বাঁকিয়ে নাক দিয়ে একটু প্রশান্তির শ্বাস নিলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই

মার সবচেয়ে কাছের বান্ধবীর নাম হচ্ছে পালমিরা। সবাই তাকে পেম বলে ডাকে। সে মার চেয়ে অনেক বেশি মোটা। যার ফলে মা তার আশেপাশে থাকলে বেশ আরামবোধ করে।

মার অন্যান্য বান্ধবীরা তার চেয়ে অনেক পাতলা। কিন্তু তারা মার ভালো বন্ধু না।

পেম আজ এখানে। শেরিফের অফিসের লোকজন তার চিৎকার করে কথাবার্তা শুনছিল।

'হায় খোদা। সে কোথায়। এলিনা তুমি কি ভারননকে দেখো নাই?'

'এত উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই।' এলিনা কিচিরমিচির করে বলল।

পালমিরার নড়নচরণ, কথাবার্তায় তাকে তোমার পছন্দ করতে হবে।

'তুমি কি ভারননকে খেতে দিয়েছ?'

'আমার ধারণা ভেইন কিছু খাবার কিনেছিল।'

'ভেইনগুরি! সেই তদন্তকারি অফিসার? হায় ইশ্বর।'

'পেম, ভারনন আছে ঐখানে।' এলিনা বলল। 'বাইরে যাওয়াটাই তোমার জন্য ভালো হবে।'

দরোজাটা খুলে গেলে পেম দ্বিধার সাথে মাথাটা বাঁকিয়ে যেন তার মাথার উপর বইয়ের স্তুপ বাইরে গেল।

'ভারনন তুমি কি *রেবস* খেয়েছ? কি খেয়েছ আজ?'

'সকালের নাস্তা।'

'ও গড। আমাদের *'বার্নে'* যাওয়া উচিৎ। তুমি ভারননকে কী বলেছ তাতে কিছু যায় আসে না। বিশ্বাস করো সে এখন *বার বি কিউ বার্নে* গিয়েছে।'

'কিন্তু পেম আমি তো যেতে পারব না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'মালারকি এখনি চলো।' সে খুব জোরে আমার কনুই ধরে টান দিল। মনে হচ্ছে আমাকে ফ্লোরের সাথে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

'এলিনা আমি ভারননকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভেইনগুরিকে বলবে যে ছেলেটা কিছুই খায়নি।'

'পেম ওকে রেখে যাও।'

'আমি কোন হ্যাঁন্ডকাফ দেখতে পাচ্ছি না। আর বাচ্চা একটা ছেলের খাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।' পেমের ভারি গলার স্বরে ঘরের আসবাব পত্রগুলো যেন কাঁপছে।

'কিন্তু তুমি তো জানো আমি নিয়ম তৈরি করিনি।' এলিনা বলল। 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছি...'

'ভেইন এই ছেলেটাকে আটকে রাখতে পারে না। তুমি সেটা জানো। তো আমরা যাচ্ছি তাহলে।' পেম বলল। 'তুমি চুলের প্রতি যত্ন নিও।'

আমাদের পিছু পিছু এলিনার দীর্ঘশ্বাস ছুটে বেড়াতে লাগল। ভেইনগুরি কিংবা শেরিফের কোন চিহ্ন আশেপাশে আছে কি না কিংবা তাদের কোন কথাবার্তা সেটা শোনার জন্য আমার কান সর্তক হয়ে রইল। কিন্তু শেরিফের অফিস তখন ছিল একেবারে শূন্য।

পরবর্তী যে বিষয়টা তুমি ভাবতে পারো সেটা হলো আমি পেমের তীব্র আকর্ষণে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছি। আমি তোমাকে বলে রাখলাম তুমি কোন বিষয়েই এই অতিআধুনিক মহিলাটির সাথে তর্ক করে পারবে না।

বাইরে সূর্যকে ঘিরে মেঘের জঙ্গল। ঝড়ের একটা পূর্বাভাস মনে হচ্ছে। খুব ভারি মেঘ। আটোসাটো চিপা কোমড়ের মত গজিয়ে ওঠা অট্টালিকাসহ মারটিরিও শহরটা আসলেই বড় অদ্ভুত। লুলিংএর পরেই এই শহরটা ছিল সবচেয়ে জটিল আর কঠিন শহর। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। আমি কিন্তু এটা বলছি না যে প্রচুর শহর আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। তবে আমি খুব কাছ থেকে এই শহরগুলোকে দেখেছি। এগুলো প্রায় সবগুলোই এক। রাস্তাগুলোতে উগ্র স্বাস্থ্যবতী মেয়েগুলো সাদার চেয়েও সাদা প্যান্টি পরে ঘুরে বেড়ায়। আরো কত বিচিত্র কিছু।

পেম সব সময় খেতে ভালোবাসে। তাই তার মাথায় খাওয়ার বিষয়টাই থাকে অধিকাংশ সময়।

'হায় ঈশ্বর আমি তো কমপক্ষে একটা চিকেন মিক্স টেস্ট করে দেখতে পারি।' পেম আক্ষেপের সাথে বলল।

আমি চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। এখানে অনেক দোকান আছে। চিকেন মিক্সটা যদিও শীতের সময় খুব ভালো চলে তারপরেও এই গরমেও এটার চাহিদা একেবারে কম নয়। দূরেই সেই হেরিসের দোকান দেখা যাচ্ছে। তার দোকানে লেখা *'হেরিসের দোকান, অনেক অনেক অনেক বেশি করে নাও।'*

BanglaBook.org

'দেখো ঐদিকে দেখো।' পেম বলল। 'আমরা তো হেরিসের দোকান থেকে খাবার কিনে বেশ কিছু টাকা বাঁচাতে পারি।'

একটা এম্বুলেন্সের সাইরেন শুনতে পেলাম। সেটা চলে গেল গ্রিপার স্ট্রিটের কোণার দিকে। গাড়িটা হয়ত কোন বাচ্চার মৃতদেহ উদ্ধার করতে যাচ্ছে। পেম অবশ্য এই সব লক্ষ্য করল না। পুরো শহর জুড়ে সাংবাদিক, ক্যামেরামেন, রিপোর্টারদের দিয়ে ছেয়ে গেছে। আমি সাংবাদিকদের দেখে মাথাটা নিচু করে ফেললাম। তারপর রাস্তার উপর এক সারি পিঁপড়াকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম।

বার্ন কর্নারে আজকে সবাই কালো পোশাক পরেছে। তবে তাদের পায়ের জুতোগুলো অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রকম। শহরটাকে আজ মনে হচ্ছে কোন ক্লাব। বিচিত্র সব লোকজনের হৈচৈ।

পেমের রেকর্ড প্লেয়ার থেকে গ্লিন কেম্পবলের গান বাজছে। পেমের কাছে শুধুমাত্র একটা রেকর্ডই আছে। সেটা হলো *দ্য বেস্ট অফ গ্লেন কেম্পবল।* গেলভেসটন শিরোনামের গানটা চলছে। প্রথমবার যখন গানটাকে পেম অন করেছিল তখন গানটা শুরুর দিকেই জ্যামে আটকা পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার কি হয় কে জানে।

'ভারনন নিচের দিকটা আগে খাওয়া শুরু করো ঐগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই।' পেম বলল।

'তাহলে তো উপরের অংশটাও এক সময় নিচের অংশে চলে আসবে।'

'ওহ তোমার সাথে কথায় পারা যাবে না।'

দেখো দেখো ঐ দিকে স্কুলের মেয়েগুলো কান্নাকাটি করছে।

'গালভেস্টন, ও গালভেস্টন...' গান চলছে।

ফুলের ঝাঁপি নিয়ে আরেকটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে আরো অনেক মেয়ে ফুল নিয়ে নামল। সাংবাদিকরা, ক্যামেরামেনরা এই দিকে এগিয়ে আসল। শোকের জন্য এই সব ফুল নিয়ে সবাই নামছে।

'আমি এখনো শুনছি তোমার ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।'

ফুলগুলোর পাশে মেয়েগুলো। তাদের পাশে মায়েরা, তাদের পাশে কাউন্সিলররা। সব কিছুই কেমন একটা অদ্ভুত চিড়িয়াখানার মত লাগছে।

'হায় ঈশ্বর এই সব কি দেখছি।' পেম একটু শব্দ করে বলে উঠল। আমি লক্ষ্য করলাম পেম হাত দিয়ে আমার কাঁধটা চেপে ধরেছে। আমি তাকিয়ে দেখি শেরিফের অফিসের দরোজায় জিসাসের যে ছবিটা ছিল সেই ছবিটা নিয়ে

BanglaBook.org

লোকজন মঙ্গলবার যে জায়গাটায় মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। আমি তাকে সর্বশেষ ভিন্ন একটা কোণ থেকে দেখেছিলাম। যেটা আমার অন্তরে কখনোই ছিল না। মঙ্গলবারের ঘটনা আমার অন্তরে একটা রক্তক্ষরণের ধারা বইয়ে দিয়েছে।

'আমার বন্দুকটা পরিষ্কার করে আমি গিলভাসটনের স্বপ্ন দেখছিলাম।'
একই গানের লাইনগুলো তখনো চলছিল।

আমার বন্ধু জিসাস নাভাররো জন্ম থেকেই তার হাতে ছয়টা আঙুল নিয়ে জন্মেছিল। এটা তার জন্য ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। তবে ব্যতিক্রম হলো সে কিছুতেই আশা করেনি যে সে মঙ্গলবার দিন মারা যাবে। তার মৃতদেহটা যখন পাওয়া গিয়েছিল তখন তার পরনে একটা পেন্টি ছিল। তদন্তের মূল বিষয়টা এখন পেন্টিটাকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ একটা ছেলে কেন মেয়েদের পেন্টি পরে থাকবে। জিসাসের আত্মীয়-স্বজন অবশ্য বলছে যে পুলিশই তাকে এটা পড়িয়ে দিয়েছে। আমি অবশ্য সেরকমটা মনে করি না।

ঘটনার দিন সকালে আমি তার সাথেই ছিলাম। আমার মনে পড়ছে ঐ দিন সকালে আমি জিসাসের পেছনে বাইকে চড়ে চিৎকার করে বলছি, 'হেই জোসে আস্তে চালাও।'

একটা তীব্র তাড়না নিয়ে আমরা বাইকে চড়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিলাম। কারণ সামার ভেকেশনের আগে মঙ্গলবারের সর্বশেষ ক্লাসটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে ফিজিক্স, তারপর ম্যাথ, তারপর আবার ফিজিক্স, এরপর রয়েছে ল্যাবে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আহ পৃথিবীটাকে এত চাপের মধ্যে দোযখের মত লাগছিল। জিসাসের মধ্যে একটা কিছু অস্থিরতা কাজ করছিল। সেই মঙ্গলবারে সে তার বাবার রাইফেলটা ব্যবহার করেছিল। আমি বলব আমার বাবা নিশ্চয়ই জিসাসের বাবা মি. নাভাররোর চেয়ে ভালো ছিল। কারণ আমার বাবা তার রাইফেলটা আমাকে ব্যবহার করতে দেয়নি। আমি ঐদিনটাকে ঘৃণা করি। আমার ধারণা জিসাসও নিশ্চয়ই ঐদিনটাকে ঘৃণা করে। আমাদের শিক্ষক মি. নাকলেস অধিকাংশ সময় কাটাতো জিসাসের সাথে। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে মি. নাকলেস তার সাথেই থাকত। তার সাথে গাড়ি চালাতো, টিভি দেখত, খুব নরম স্বরে জিসাসের সাথে কথা বলত। এরপর থেকেই জিসাসকে আরো বেশি খারাপ আর অস্থির দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তার চিন্তা-চেতনায় নতুন কিছু একটা ভর করছে।

আমি আর জিসাস মিলে তার বাবার বন্দুকটা নিয়ে শহরের বাইরে গিয়ে

BanglaBook.org

নানারকম ছোট ছোট প্রাণী শিকার করে বেড়াতাম। আমাদের জীবনটা অনেক বেশি অদ্ভুত লাগছিল আমাদের কাছে। মনে হচ্ছিল জিসাসের ভেতর আরো কিছু একটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে একদিন বলল, 'শোন তোমার কি ঐ বিখ্যাত চিন্তাবিদের কথা মনে আছে সর্বশেষ ক্লাসে যার কথা আমরা শুনেছিলাম?'

'ঐ যে যার নাম ছিল মেনুয়াল কান্ট বা এরকম কিছু?'

'হ্যাঁ। সে বলেছিল জগতে কোন কিছুই ঘটে না যতক্ষণ না তুমি সেই ঘটনাগুলোকে ঘটতে দেখো।'

'তুমি তাহলে কি বলতে চাচ্ছ?'

'ভারনি প্লিজ আমি সত্যি করে বলছি। এটা ফাজলামোর কোন বিষয় না। এটা জীবনের একটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক প্রশ্ন। দেখো তুমি এই বাক্সে একটা বিড়াল ছানা আছে। কিছুক্ষণ পরই এটা মারা যাবে। মেনুয়াল কান্ট বলছে এই বিড়ালটা আসলে মারা যাওয়ার আগেই মৃত যতক্ষণ না কেউ এটাকে খুঁজতে আসে বা একে জীবিত খুঁজে পায়।'

'এত ঝামেলায় না গিয়ে এটাকে নিয়ে নাচানাচি করাটা আরো বেশি সহজ।'

'ভারন আমি তোমাকে এই বিড়ালছানাটা মেরে ফেলার কথা বলছি না।'

'তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ?'

জিসাস তার ভ্রুটা কুঁচকে প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে বলল, 'যতক্ষণ না তুমি কিছু ঘটতে দেখো ততক্ষণ পৃথিবীতে কোন কিছুই ঘটে না।'

তার শব্দগুলো যখন আমার কানে পৌঁছাচ্ছিল তখন আমার চোখের সামনে মারটিরিও হাইস্কুলের ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধি ছবি ভেসে উঠছিল। একটা ঠাণ্ডা শীতল স্রোত আমার পিঠের উপর দিয়ে একটা পোকার মত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছিল।

BanglaBook.org

তিন

অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল। শালা চুতিয়া।

তুমি যখন কোন খরগোশের পিছু ধাওয়া করবে তখন এটা তোমাকে এমনিতেই পেছনে ফেলে দিবে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তুমি যদি বিষয়টা নাও জানো তবুও।

প্রায় একই ব্যাপার ঘটল ভেইনগুরির বিষয়ে, যাকে আমি দূর থেকে দেখলাম আমার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তার দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার উপর ঝড়ো মেঘগুলো জমা হয়েছে।

'পেম, থামো! আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও...'

'একটু ধৈর্য ধরো। আমরা বাড়ির কাছেই চলে এসেছি।' পেম যখন ছুটে বেড়ায় তখন সে খুব সহজে থামতে পারে না।

আমার বাড়িটি খোসা ছাড়ানো কাঠ দিয়ে তৈরি। তুমি উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালেই দেখতে পাবে বাড়ির পাশের দরোজায় একটা ভারোত্তোলনের *পাম্পিং* যন্ত্র। তোমার শহরে কি ধরনের রীতিনীতি আছে আমি সেটা ঠিক জানি না, কিন্তু আমাদের শহরে *পাম্পিং যন্ত্রটার* আমরা বেশ যত্ন করি।

পেম যখন গাড়ির ইঞ্জিনটা থামিয়ে পেছনে রাখল তখন আমি দেখতে পেলাম মিডিয়ার রিপোর্টাররা বাড়ির পাশের ফুটপাতে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অদ্ভুত দর্শনের লোক *মিসেস লিচুগার* বাড়ির পাশের উইলো গাছের ছায়ায় একটা ভ্যানের মধ্যে বসে আছে। সে আমাদেরকে ভালোভাবে দেখার জন্য উইলো গাছের একটা শাখা সরিয়ে দিল। একটু মুচকি হাসল। তুমি আবার আমাকে এই হাসির রহস্যের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

'ঐ লোকটা সকাল থেকে এখানে আছে।' পেম উইলো গাছের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বাঁকা চোখে সেদিকে তাকিয়ে বলল।

'সেকি অপরিচিত কেউ নাকি মিডিয়ার লোক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই লোকটা এখানকার কেউ নয়। যদিও...'

BanglaBook.org

বিশ নং বাড়ি থেকে মিসেস পোরটার একদৃষ্টিতে তার বাড়ির জানালার পাশ থেকে তাকিয়ে ছিল। তার সাথে ছিল মাঝারি আকৃতির সাদা আর কালো রঙের কুকুরটি। ওর নাম কার্ট। কার্ট তার *আচোদা* টাইপের ঘেউ ঘেউ-এর জন্য ইতোমধ্যে বেশ সুনাম করে ফেলেছে, যদিও সে মঙ্গলবার একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। কুকুররা কীভাবে জানি সব কিছু আগে থেকে বুঝতে পারে।

পরবর্তী যে বিষয়টা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হলো আমাদের গাড়ির উপর একটা মানুষের ছায়া পড়বে। সে হলো ভেইনগুরি।

'আমরা কার জন্য এখানে এসেছি?'

সে আমার গাড়ির দরোজা খুলতে খুলতে বলল। তার স্বরটা গলার অনেক গভীর থেকে টিয়া পাখির স্বরের মত *কেরকেরিয়ে* বের হয়ে আসল। তুমি ইচ্ছে করলে ওর গলাটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

মা বাড়ির বারান্দা দিয়ে নানারকমের কেকের একটা ট্রে নিয়ে বেশ দ্রুতবেগে ছুটে আসল। তাকে খুব আমুদে মনে হচ্ছিল। আমার বাবা যখন জীবিত ছিল তখন সর্বশেষ তাকে আমি এই ধরনের আনন্দিত দেখেছিলাম। তিনি উইলো গাছের একটা শাখার নিচ দিয়ে মাথাটা নুইয়ে আমাদের কাছে আসলেন।

'কিরে ব্যাটা কি খবর?' মা আমাকে দেখে বললেন।

'ঘের-র-র-র-ও' ভেইনগুরি হেঁটে আমাদের মাঝে আসলেন। 'আমি ভয় পাচ্ছি এই বিষয়টা ভেবে যে আপনার ছেলে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাঝ থেকে পালিয়ে এসেছে। আমি আপনাকে পুরো বিষয়টা ব্যখ্যা করে বলতে পারি।'

'ঠিক আছে আমরা সেটা দেখছি। কিন্তু তার আগে এই কেকগুলোর স্বাদটা একটু পরখ করে দেখুন।'

'ম্যাডাম আমি সত্যিকার অর্থেই শঙ্কিত। কারণ আমি কোন নিয়ম তৈরি করিনি...'

'কিন্তু আপনি অন্তত আমার ঘরে একটু আসতে পারেন। আমরা সরাসরি কথা বলতে পারি।'

মার কথা শুনে আমি একটু শক্ত হয়ে গেলাম। কারণ আমি চাই না কেউ আমার ঘরে ঢুকুক আর আমার *বানচোত* মার্কা জীবনের গোপন অংশটা দেখে ফেলুক।

'আমি শঙ্কিত। কারণ ভারননকে আমার সাথে যেতে হবে।' ভেইনগুরি বলল। 'তারপরে না হয় আমরা প্রয়োজনে ওর ঘরটা আবার দেখব।'

'কিন্তু ভেইন দোহাই আপনি তো জানেন সে কোন অন্যায় করেনি। সে সর্বদা যা বলে তাই করে।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। তবে আপনি হয়ত জানেন না যে ভারনন মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলে না। ফলে যখনই আমি তাকে বিশ্বাস করলাম তখনই সে পালালো। আমরা আসলে এই মুহূর্তে তার জন্য ঐ মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে কিছু করতে পারছি না।'

'কিন্তু ভারনন তো সেই মুহূর্তে ঐখানে ছিল না।'

'অথচ দেখেন সে আমাদের কি বলেছে? সে বলেছে যে ঐ সময় নাকি সে ম্যাথ ক্লাসে ছিল।'

'ঐটা ম্যাথ পিরিয়ড ছিল।' আমি তার কথাটাকে সংকোঁধন করে দিলাম।

'তুমি যদি কোন কিছু না লুকাও তাহলে তো ভয়ের কিছু নেই।' ভেইনগুরি বলল।

'ঠিক আছে ভেইন। কিন্তু আপনি তো জানেন সংবাদ মাধ্যমগুলো সব কিছুই পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছে। সবাই ঐ ঘটনার মূল কারণটা জানে।'

ভেইনগুরির চোখের পাপড়িগুলো কয়েকবার পিট পিট করে উঠল।

'মিসেস লিটেল সবাই শুধু ফলাফলের বিষয়টাই জানে। কিন্তু আমরাই শুধু কারণটার প্রতি নজর দিচ্ছি। আমরা জানতে চাই ফলাফলের পিছনে মূল হেতুটা কি?'

'কিন্তু সংবাদ মাধ্যমগুলো তো বলেছে...'

'ম্যাডাম মিডিয়া অনেক কিছুই বলে। তবে আসল কথা হলো আমরা ছুটছি বিশেষ করে আমি একজন বন্দুকধারীর পিছনে যে ঐ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।'

ম্যাডাম ভেইনগুরির কথা শুনে একটু টালমাটাল হয়ে তার হাতের কেকটা পাশে রেখে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ল।

'আমি জানি না কেন সব কিছু আমাকেই কেন্দ্র করে ঘটে। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম, ভেইন, প্রত্যক্ষদর্শী!'

ভেইনগুরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ম্যাডাম প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যেও অনেক ফাঁক ফোঁক থাকে। আপনার ছেলে হয়ত সেটা জানে। আবার নাও জানতে পারে। তবে আসল কথা হলো সে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার আগেই অনুমতি ছাড়া চলে এসেছে। বলা যায় পালিয়ে এসেছে। যেটা করা কখনোই উচিত না।'

মার প্রিয় বান্ধবি অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে চুপচাপ এই সব কথা শুনছিল। এইবার সে কথা বলল।

'ভেইনগুরি তুমি হয়তো জানো না আমিই এই ছেলেটাকে নিয়ে এসেছি। সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রায় মারা যাচ্ছিল।'

ভেইনগুরি তার হাতটাকে ভাঁজ করল। 'তাকে খাবারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তোমার শরীর নিয়ন্ত্রণের এই খাদ্য তালিকা উঠতি বয়সের একটা ছেলের জন্য যথেষ্ট ছিল না।'

'ও ঠিক আছে।'

চোখের নিচে ভাঁজ খাওয়া অদ্ভুত দর্শনের একটা লোক বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওলে লিচুগার বাসার উইলো গাছটার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখছিল। বিষয়টা আমি লক্ষ্য করলাম। তারপর লোকটা ভেনগুরির মুখের দিকে তাকাল। লোকটার মুখে নিষ্প্রাণ একটা মুচকি হাসি ছিল।

ভেইনগুরি অবশ্য তাকে তেমন গুরুত্ব দিল না। তবে ডান চোখের কিনারা দিয়ে আড়চোখে একবার ভালো করে দেখে লোকটাকে চিনে রাখল। তার পরনে ছিল রিকার্ডো মেল টোম্বের মত নৈশ খাবারের সাদা জ্যাকেট আর ট্রাউজার। তার কাঁধে একটা ক্যামেরা ঝুলানো। সে পেইঙ্গুইনের মত গুটি গুটি পায়ে রাস্তা পার হয়ে এসে একটা তেপাওয়ালা স্টেনের উপর তার ক্যামেরাটা রাখল। এটা দেখে লোকটাকে তুমি একজন ট্যুরিস্ট মনে করবে অথবা স্থানীয় সাংবাদিক, রিপোর্টার মনে করবে।

ভেইনগুরি ঐ লোকটাকে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'তাহলে এই ছেলেটাকে এখন শহরে নিয়ে যাই।'

ভেইনগুরির কথা শুনে মা বলল, 'প্লিজ একটু দাঁড়ান। আমার ছেলেটার বিষয়ে আপনাকে আরো কিছু জানতে হবে। ভারনন বেশ কিছু দিন ধরে খুব ভয়ানক একটা অসুখে ভুগছে।'

মা এমনভাবে কথাটা বলল যেন আমার কোন ভয়ানক ক্যান্সার হয়েছে।

'ভারনন গ্রিগরি তুমি ভালো একটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছ। ঠিক আছে ওর যত্ন নিবেন ভালো করে।' ভেইনগুরি তার একটা হাত পায়ে মুছতে মুছতে বলল।

ঠিক সেই সময় ভাগ্য একটা খেলা খেলল।

ফুটপাতে লিওনা ডান্টস এর কথার হিসহিসানি প্রতিধ্বনিত হলো। তার সাথে আছে মার আরো দুই বান্ধবী জরজেট এবং বেটি। তারা সবসময় একসাথেই থাকে। মঙ্গলবার পর্যন্ত তাদের এই দলে নেতৃত্ব দিয়েছিল মিসেস লিচুগা। যদিও তার বিষয়টা এখন রহস্যপূর্ণ।

লিওনা সবসময় পরিপাটি। তার স্বামী মারা গিয়েছিল অবশ্য সেটা তার প্রথম স্বামী নয়। আর সে কখনো যেটা চলে গেছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কথা বলে না।

এই গ্রুপের মধ্যে জরজেট পরকোরনি হলো সবচেয়ে মুরুব্বী। আমরা তাকে জর্জ বলে ডাকি। সে ইদানিং একজন শেরিফকে বিয়ে করেছে।

BanglaBook.org

তার পিছনেই রয়েছে বেট্টি। বেট্টির চেহারাটা খুব বিমর্ষ লাগছে। তার দশ বছরের একটা ছেলে আছে। ব্রেড। একদম *আচোদা* ছেলেটা। আমি দু চোখে দেখতে পারি না। সে আমার একটা খেলার স্টেশন ভেঙে ফেলেছিল। এই *মোউন্নার পোলা*কে তুমি বলতে পারো যে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মনে হয় সর্বকাজ করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটা কার্ড তার কাছে আছে যা দিয়ে সে যা ইচ্ছা তা করে। *মাদারচোত।* আমি নিজেও তার সাথে খুব বাজে একটা অবস্থায় পড়েছিলাম।

সুতরাং ভাগ্য খেলাটা খেলল যখন লিওনা পেট্রোল কারের পাশেই দাঁড়াল। তখন ঐ সেই রিপোর্টার রিকার্ডো মলটেম্বোর মত দেখতে সে কয়েক পা নোংরা ময়লা একটা ড্রেন পার হয়ে এগিয়ে আসল।

'হাই ভেইন!' লিওনা ডাকল। সেই দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ তার বয়স কম। খুব সম্ভবত চল্লিশ হবে।

'ভেইন কি হয়েছে?' জর্জেট পরকোরনি জিজ্ঞেস করল। 'আমার বান্ধবি তোমাকে এখানে দেখে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।'

মাম পরিস্থিতি সামলে নিল।

'না এটা তেমন কিছু না। ভেইন শুধুমাত্র রুটিনমাফিক একটা অনুসন্ধান করছে।'

'এছাড়া আর কোন সমস্যা আছে নাকি?' লিওনা জিজ্ঞেস করল।

ভেইনগুরি কিছু বলার জন্য গলা খাকারি দিল।

ঠিক সেই সময় রিকার্ডো মলটেম্বোর মত দেখতে সেই রিপোর্টার তার ক্যামেরা আর স্টেনসহ ভেইনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখে কৌশলী হাসিটুকু রয়ে গেছে।

'ক্যাপ্টেইন ক্যামেরার উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলুন।'

পেম, জর্জেট, লিওনা এবং বাটিসহ তাকে ঘিরে আরো কয়েকজন লোকের ভিড় জমে গেল। জর্জের হাতে সিগারেট। সে বসে পড়ল। বেটির বিমর্ষ মুখটা একটু একটু পরিবর্তন হতে শুরু করছে।

'টিভির সামনে তুমি সিগারেট খেতে পারো না। পারো কি জর্জ?'

'চুপ থাকো। টিভির সামনে আমি নই ঐ মহিলাটা আছে। আমার পিছনে লাগার চেষ্টা করো না।'

ভেইনগুরির ঠোঁট দুটি একটু কুঞ্চিত হয়ে পড়ল। সে লম্বা একটা শ্বাস নিল। তার রিপোর্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথমত আমি হলাম সহকারি, আর দ্বিতীয়ত এ কাজের জন্য আরো তথ্য জানতে হলে আপনাকে মিডিয়ারুমে যোগাযোগ করতে হবে।'

'আসলে আমি তেমন কিছু করছি না। শুধু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কাহিনী তৈরি করছি।' মলটেম্বো বলল।

BanglaBook.org

গুরি তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল।

'আসলেই কি? আচ্ছা বলুন তো কোত্থেকে আপনি এসেছেন?'

'সি এন এন ম্যাডাম। আমার নাম ইউলো লেডেছমা।' সূর্যের দীপ্তিময় আলো লোকটার চেহারায় ফুটে উঠেছে।

'ম্যাডাম সারা পৃথিবী অপেক্ষা করছে। যদি আপনি কিছু বলতেন।'

ভেইনগুরি তার মাথাটা একটু ঝাঁকি দিল।

'মি. লেডিছমা মারটিরিও থেকে বাকি পৃথিবীটা অনেক দূরে।'

'কিন্তু ম্যাডাম পুরো জগৎটাই আজকে মারটিরিও।'

ভেইনগুরি বেশ তাচ্ছিল্যের সাথে পেমের দিকে তাকাল।

পেম তার মুখটাকে একটু বাঁকিয়ে বলল, 'তোমার মেয়ে বেরি খুব খুশি হবে।'

ভেইনগুরি পেমকে আবারো আপাদমস্তক দেখে নিল।

'কিন্তু আমি তো এখন এটার সামনে যেতে পারি না।'

'তবে তোমাকে এখন দাঁড়াতেই হবে।' পেম বলল।

'আসলেই কি। তাহলে অল্প কথায় এই মুহূর্তে আমি কি বলতে পারি।' ভেইনগুরি একটু অস্থির হয়ে বলল।

'ভয়ের কিছু নেই। ধৈর্য্য ধরুন। আমি আপনাকে এখনই সব কিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।' মি. লেডেছমা বলল। তারপর সে তার ক্যামেরার স্ট্যান্ডটাকে দাঁড় করিয়ে সেটাকে ভেইনগুরির দিকে তাক করে একটু সামনে চলে এল। তারপর ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে কথা বলা শুরু করল।

'আমরা আবারো ভান করা শোকের বস্ত্র পরিধান করলাম। পরিবর্তিত পৃথিবীতে যে শোকের বস্ত্রটার ছিন্নাবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। আজকে মারটিরিওর কিছু সুনাগরিককে যারা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তাদের কে আমি জিজ্ঞেস করব কীভাবে আমেরিকাকে আমরা মুক্ত করতে পারি?'

ভেইনগুরি এই *চুতিয়ামার্কা* প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার জন্য তার মুখটা খুলে একটু শব্দ করল। কিন্তু সে কিছু বলার সুযোগ পেল না। রিপোর্টার আবার কথা বলা শুরু করল।

'আমরা প্রথম সারি থেকেই শুরু করছি। বর্তমান এই সমাজ ব্যবস্থার সাথে নিরাপত্তাসংঘের চুক্তিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের বিষয়টি কতটুকু সার্থক আছে। ভেইন আপনি কি বলতে পারবেন?'

'আসলে বিষয়টা হলো সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা আমাদের জন্য প্রথম।' ভেইন একটা চুতিয়া মাগির মত অস্বস্তি নিয়ে উত্তর দিল।

'কিন্তু আমরা আপনাদের দয়িত্ব পালনে এবং আপনাদের জনশক্তির

BanglaBook.org

বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন। অপরাধ বেড়ে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ বলে আমরা মনে করছি।'

'দেখেন আমাদের ম্যানপাওয়ার বেশ ভালোই আছে। আমরা লুলিং থেকে বেশ কিছু জনশক্তি বৃদ্ধি করেছি। *স্মিথ* প্রদেশ থেকে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর নিয়ে আসা হয়েছে।'

'কিন্তু তারপরেও কিছু লোক ভয়াবহ অন্যায় করে আবার মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। নিজেকে রক্ষা করে নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে।' রিপোর্টার লেডেছমা কথাগুলি বলে আমার দিকে তাকাল।

তবে গুরি এই সময় উত্তর দিতে গিয়ে একটু ভুল করে ফেলল। সে বলল, 'দেখুন জনাব যারা রক্ষা পাওয়ার তারা রক্ষা পেয়েই যাবে। আমার কাজ হলো কারণটা খুঁজে বের করা। যে সমস্ত সমস্যাগুলো এই শহরটার মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে আমরা যদি তার কারণটা বের করতে না পারি আর সংকোঁধন করতে না পারি তাহলে এই শহরের অবস্থা পরিবর্তন হবে না।'

'কিন্তু তারপরেও সব কিছু আগের মতই ঘটছে আর তদন্ত চলছে।'

'জনাব কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটছে না।'

'তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন সমাজকেই তার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করতে হবে? হয়ত এর ভেতরেই কেউ আছে যে সাম্প্রতিক সময়ের এই মর্মান্তুদ ঘটনার পেছনে আছে।'

ভেইনগুরি বলল, 'আমি শুধু বলতে চাচ্ছি আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এই ঘটনাটা কে ঘটিয়েছে?'

লেডেছমার চোখ দুটি কয়েক পলক পিটপিট করে উঠল। সে তার ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে আমাকে ফ্রেম বন্দি করল। তারপর বলল, 'এই তরুণটি কি তাহলে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে?'

ভেইনগুরিকে খুব বিব্রতকর মনে হলো।

'ঘর-র-র-র-, আমি আসলে সেটা বলিনি।'

'তাহলে আপনারা কেন এই ছেলেটাকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তার জীবনটাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন।'

এই প্রশ্ন শুনে অন্যান্য রিপোর্টাররা ফুটপাতের ওপার থেকে তাদের ক্যামেরাগুলো নিয়ে আমাদের সামনে জড়ো হলো। ভেইনগুরির চেহারায় ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল।

'ঠিক আছে মি. লেডেছমা আজ এই পর্যন্তই।'

'মিস ভেইনগুরি এটা সাধারণ জনগণের দাবি। ঠিক এই মুহূর্তে ঈশ্বর নিজেও ক্যামেরাগুলো বন্ধ করতে পারবে না।'

BanglaBook.org

'আসলে এত সব নিয়ম তো আমি তৈরি করিনি।'

'তাহলে এই বাচ্চা ছেলেটা কি নিয়ম ভঙ্গ করেছে?'

'সত্যি কথা বলতে কি আমি সেটা জানি না।'

'তাহলে একে শুধু শুধু বন্দি করেছেন কেন?'

ভেইনগুরির মুখে কোন কথা ফুটল না। সে শুধু গলা দিয়ে ঘর-র-র-র করে একটা শব্দ করল। তারপর চেষ্টা করল ক্যামেরার সামনে থেকে চলে যেতে। কিন্তু লেডেছমা বন্দুকের নলের মত দ্রুত ক্যামেরাটাকে তার দিকে ঘুরিয়ে ফেলে ভেইনগুরিকে ক্যামেরাবন্দি করে ফেলল।

তারপর বলল, 'আপনি শুধু অন্তত এতটুকু বলেন যে কোন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার পুরো বিষয়টা আপনার কাছে এভাবে ভুলভাবে বর্ণনা করেছে?'

এর কয়েক সেকেন্ড পরেই ভেইনগুরির ব্যাগের ভেতর তার ফোনটা বেজে উঠল।

'শেরিফ? জ্বি স্যার। ঈশ্বরের দোহাই। বান্দ্রা রোড? এখান থেকে দুই ব্লক পর? ঠিক আছে স্যার এখনই আসছি।'

সাংবাদিক লেডেছমা তার ক্যামেরাটাকে ভাঁজ করে রাখল।

সে দেখল কীভাবে ভেইনগুরি পরাজিত হয়ে তার গাড়ি দিয়ে পালিয়ে গেল।

লেডেছমা খুব ধীরে আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে না হাসার চেষ্টা করলাম।

'তুমি আমাকে পুরো কাহিনীটা বলবে।' সে খুব শান্ত আর নিচু স্বরে কথাগুলো বলল।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমার মা তার বান্ধবি লিওনা, জর্জ, বেটিসহ আমাদের সবাইকে নিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে অভ্যার্থনা কক্ষে সবাইকে বসাল।

আমাদের ঘটে যাওয়া এই নাটকের সর্বশেষ দৃশ্যটুকু হলো এই যে মার প্রিয় বান্ধবি পেলমেয়ার আমরা যাকে পেম বলে ডাকি সে একটা গাড়ি নিয়ে ভেইনগুরির পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় খুব তাচ্ছিল্য করে বলল, 'ভেইনগুরি কি হলো তোমার। আহ! ভেইন বারবিকিউ এগ সসটা খুব ভালো ছিল।'

সাদা কালোর এই জটিল পৃথিবীতে তুমি যদি আমার ঘরে ঢুকো তাহলে দেখতে পাবে ঘরের ভেতরে সব কিছুই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

BanglaBook.org

এক জোড়া নোংরা মোজা, আন্ডারওয়ার পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার কম্পিউটারটা খোলা। এর ভেতরে হার্ডড্রাইভটা নেই। এই সব কিছুই আমি একে একে আমার ভেতরে আবার সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি বাকি ঘরগুলোর দিকে চোখ বুলালাম। ঘরের ভেতরে নোংরা কতগুলো বক্স পড়ে আছে। সেগুলোর ভেতর কিছু নেশা জাতীয় দ্রব্য, তার মধ্যে এল এসডিও আছে। তুমি আবার আমাকে ভুল বুঝো না। এগুলো আমার জন্য নয়।

আমি এগুলো রেখেছি টেইলর ফিগোরার জন্য।

মেদমেদে একটা আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকেছে।

আমি একটা টি-শার্ট নিয়ে আমার চোখের সামনে ধরলাম। নোংরা হয়ে গেছে। আমার নিজেকেও খুব নোংরা আর অকিঞ্চিৎকর লাগছিল।

ঠিক সেই সময় আমার মাথার ভেতরে একটা ধারণা ঝলক করে উঁকি দিয়ে বসল। সেটা হলো তুমি যদি কোন কিছু করার পরিকল্পনা করো আর এর রূপরেখা তৈরি করে ফেল তাহলে পরবর্তী বিষয়টা আসার আগেই ভাগ্য এর পরের ধাপটা তোমার জন্য প্রস্তুত করে দিবে।

'ভার্ন?' আহ! মা রান্নাঘর থেকে চেচাচ্ছে। 'ভারনন!'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চার

'ভারনন?'

'কি হইছে?' আমি চিৎকার করে বললাম।

মা কোন উত্তর দিল না। খুব অদ্ভুত রকমের একটা মানুষ আমার মা। শুধু কথার শব্দই শোনে। কি কথা হলো সেটার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তুমি যদি তাকে কিছু বলে পরে জিজ্ঞেস করো কি বলেছিলে তুমি তাহলে দেখবে সে এর কোন কিছুই মনে রাখেনি। তার মাথার ভেতরে শুধু শব্দগুলোই আছে।

'ভারনন?'

আমি আমার কাছের দরোজাটা বন্ধ করে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। সেখানে সকালের নাস্তা তৈরি নিয়ে খুবই একটা পারিবারিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

মার বান্ধবি লিওনা তার সাথেই রান্নাঘরে কাজ করছে।

ব্রেড পিচারস শোবার ঘরে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে তার পাছা চুলকাচ্ছে আর এমন ভাব করছে যে কেউ তাকে দেখছে না। পাশাপাশি সবাই ব্রেডের পাছা চুলকানি দেখে না দেখার ভান করে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। তাদের ভেতরে যদিও এই কথাগুলো বলার জন্য দাপাদাপি করছিল যে, 'ব্রেড *তুমি এই নোংরাভাবে তোমার পুটকি চুলকানো বন্ধ করো। আঙুলগুলো ঐ জায়াগা থেকে সরিয়ে নিয়ে আস।*' কিন্তু কেউ সেটা না বলে উল্টো সবাই এমন ভাব করে বুঝিয়ে দিল যে তারা সেখানে ছিলই না।

আমি রান্নাঘরের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে লিওনা বসে মার সাথে চুটিয়ে গল্প করছে।

যাওয়ার পথে দেখলাম জর্জ খুব চিকন একটা সিগারেট ধরিয়ে মিহি ধোঁয়া ছাড়ছে বেট্টির উপর। তারা টিভির দিকে তাকিয়ে টিভি দেখার ভান করছে।

মাম ওভেনের উপর ঝুঁকে কিছু একটা করছে। তার কপাল বেয়ে ঘাম নাকের উপর এসে জড়ো হয়েছে।

লিওনা আর জর্জ হড়বড়িয়ে কথা বলছিল।

BanglaBook.org

লিওনা বলল, 'তুমি জানো আমি যখন আরো যুবতী ছিলাম তখন টড আমার সাথে অনেক ভালো আর রোমান্টিক আচরণ করতে চাইত।'

'সেটা হতে পারে। তবে এখনকার এই সময়ে আমি সেটা মোটেই বিশ্বাস করি না।'

'আমি জানি, আমি জানি।' বেট্টি বলল।

'তুমি কি মনে করো স্মৃতিগুলো দূর থেকে দূরে যত দূর ইচ্ছা চলে যেতে পারে। তারপর এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়।'

'ওহ নির্বোধ আমি তো জানি বিষয়টা।'

ওদের কথার মাঝখানে তোমরা একটু আমার মার দিকে লক্ষ্য করো। ঘামে তার মুখটা চেটচটে হয়ে গেছে। তার শরীরের ভেতরের শিরা উপশিরাগুলো খুব দ্রুত কাজ করছে।

আমি মাকে কাপড় ধোয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য ডাকলাম, 'মা?'

মা আমার দিকে ফিরে না তাকিয়েই বলল, 'ভালো হয়েছে তুমি এসেছ। ঐ টিভির লোকটাকে একটু জিজ্ঞেস করে আসো যে সে কোন কোক খাবে কি না। সে বাইরের ঘরেই আছে।'

আমি বললাম, 'রিকার্ডো মলটেম্বোর মত কাপড় পরা ঐ লোকটা?'

'হ্যাঁ, তবে সে রিকার্ডো মলটেম্বোর চেয়ে আরো অনেক তরুণ এবং দেখতে সুন্দর, কি বলো তোমরা?'

'হিম।' পেম বলল।

জর্জ তার চেয়ারে একটু ঝুঁকে এসে মার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বলল, 'তাহলে তুমি ঐ লোকটার মত একজন বাইরের লোককে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতে চাচ্ছ?'

'কিন্তু তুমি তো জানো জর্জ আমরা মারটিরিয়ানরা আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত।'

আমি টিভির ঐ রিপোর্টার লেডেছমার খোঁজে বাইরে বের হয়ে আসলাম। দেখলাম মিসেস লিচুগার উইলো গাছ তলায় একটা লাল রং এর ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানালার কাচে নাক ঘেষে চোখ রেখে দেখলাম ভেতরে একটা লাঞ্চবক্স পড়ে আছে। পাশেই আধা খাওয়া একটা আপেল। সিটের উপর দুমড়ানো মোচড়ানো একটা বই, নাম হলো *মেক ইট ইন মিডিয়া* পড়ে আছে। আর এগুলোর পাশেই আমি মি. লেডেছমাকে দেখতে পেলাম চোখ বুজে শুয়ে আছে। তার হাতের পেশিগুলো বেশ শক্তিশালী।

আমি পাশে দাঁড়াতেই সে চোখ খুলে আমাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'শিট! সে কনুইয়ে ভর করে চোখ বুলাতে লাগল, তারপর বলল, 'আরেব্বাস বিখ্যাত বালক আমার দরোজার পাশে।'

BanglaBook.org

সে দরোজা খুলতেই আমি ভেতর থেকে বেশ গরম ঘামের একটা ভাপ দেওয়া গন্ধ টের পেলাম। লেডেছমার মুখ ভিজে চিটচিটে হয়ে আছে। তার বয়স ত্রিশের বেশি হবে।

'তুমি এই গাড়িতেই থাকো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কি করবো মোটেলগুলো বুকড হয়ে গেছে।'

'মাম বললো তুমি যেন আমাদের সাথে এসে কোক খাও।'

'আগে তোমার বাথরুমটা ব্যবহার করতে হবে। তারপর কিছু ইচ্ছে করলে খাওয়া যাবে।'

'আমাদের কাছে খাওয়ার ভালো পিঠা আছে।'

'তাই নাকি!'

লেডেছমা গাড়ির মেঝে থেকে ছোট্ট একটা বোতল তুলে নিয়ে সেটা তার প্যান্টের পকেটে ঢোকালো। তার কালো চোখ দিয়ে দ্রুত আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'তোমার মা কি আজ খুব চাপের মধ্যে আছে নাকি?'

'আজকের দিনটা মার সবচেয়ে সেরা দিনগুলোর একটি।'

সে একটু হেসে আমার কাঁধে মৃদু একটা চাপড় দিল। আমার বাবাও আমাকে বন্ধুত্বসুলভভাবে এভাবে আমার কাঁধ চাপড়াতো। কিছুক্ষণ পর লেডেছমা তার মাথাটাকে একটু ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'ভার্ন তুমি আসলে নিষ্পাপ ঠিক আছে। তোমার কোনো দোষ নেই।'

'উহ! হু।'

'হ্যাঁ। তবে আমি বুঝতে পারছি না কেন সব আজেবাজে জিনিসগুলো তোমার উপরেই পড়ছে। আমি ভাবতে পারছি না এটা কি ধরনের *আচোদা* জীবন।'

'আমাকে আপনি এই বিষয়ে বলেন।'

সে তার আরেকটা হাত আমার কাঁধে রেখে বলল, 'তোমাকে সাহায্যের জন্য আমাকে আরো প্রস্তুতি নিতে হবে।'

আমার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা নতুন এই গাধাটার দিকে আমি এক পলকে তাকিয়ে থাকলাম।

টিভি মিডিয়ার লোকদের প্রতি সকলেরই একটা শিহরিত অনুভূতি থাকে।

লেডেছমা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ছোট্ট বিখ্যাত তারকা তোমার উচিত আমাকে তোমার পুরো কাহিনীটা বর্ণনা করা। তোমার মামটা পরিষ্কার করে বলো। তুমি হয়তো জানো না এই পৃথিবী অসহায় লোকদের ভালোবাসে।'

'আচ্ছা তদন্ত কর্মকর্তা ভেইনগুরির কি খবর? আমরা তার সাথে যে ব্যবহার করলাম সেটার প্রতিক্রিয়া কি?'

'মজার ব্যাপার হলো আমাদের ক্যামেরা তখন বন্ধ ছিল। সে শুধুশুধুই ভয় পেয়েছে। যাই হোক ভেইনগুরির বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু বলো।'

BanglaBook.org

'ওর ব্যাপারে আমি আসলে তেমন কিছু জানি না।' আমি বারান্দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম।

কিন্তু লেডেছমা আমাকে ছাড়ল না। সে বলল, 'শোন ভারনন তুমি কখনোই সাধারণ লোকদের ছোট মনে করবে না। তারা সবসময় যা ঘটেছে সেখানে ন্যায় বিচারটাই দেখতে চায়। আমি তোমাকে বলি তারা যেটা চায় তুমি তাদেরকে সেটাই দাও।'

'কিন্তু দেখেন আমি তো কিছু করিনি।'

'কে জানে সেটা। তুমি যদি কিছুই না বলো তাহলে লোকেরা তাদের মত করে সত্যের সাথে একটা উদ্ভট ধারণা মিশিয়ে তোমার দিকে কাঁদা ছুঁড়ে মারবে।'

'আমাকে! কেন?'

'শোনো তোমাকে একটা কথা বলি। টিভি ক্যামেরার সামনে হয়তোবা মূল সত্যকে সাদা কিংবা কালো দেখাবে। কিন্তু সত্যিকারের বুদ্ধিমানরা এর ভেতর থেকেই ছেঁকে সত্যকে বের করে নিয়ে আসবে। পণ্যের বাজারজাতের মত তোমাকেও একটা অবস্থান তৈরি করতে হবে। কারাগারের অধিকাংশ লোকজনই জানে না কীভাবে তাদের অবস্থান তৈরি করতে হয়।'

কথা বলতে বলতে আমরা রান্নাঘরের কাছে চলে আসলাম।

লেডেছমা মামকে রান্নাঘরে দেখতে পেয়ে বলল, 'হ্যাঁলো লেডিস। কি খবর? আমাকে আর কতক্ষণ অসহায়ের মত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন?'

'ও মি. সেমডমা আপনি এসেছেন।' মাম বলল।

'মাননীয়া আমার নাম ইউলেলিও লেডেছমা। শিক্ষিত লোকেরা আমাকে লেল্লি বলে ডাকে।'

'ও ঠিক আছে। আমি কি আপনার জন্য একটু কোক নিয়ে আসতে পারি? ডায়েট অথবা ডায়েট ছাড়া আপনি যেটা পছন্দ করেন।'

মাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোকদের মুখোমুখি হয় তখনই এভাবে কথা বলে। তার তোষামোদির ধরণটা খুব হাল্কা আর অপটু।

আমাদের অতিথি লেডেছমা শিক্ষিত লোকেরা যাকে লেল্লি বলে ডাকে সে তার পাছাটাকে রান্নাঘরের বেঞ্চের উপর রেখে একটু আরাম করে বসল। তারপর বলল, 'ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে শুধু একটু পানি দিন। আর এই কেক থেকে কয়েক টুকরো। আপনারা যদি আগ্রহী হোন তাহলে মাননীয় মহিলারা আপনাদের সাথে আমি বেশ চমৎকার কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।'

লেল্লি একটা বোতল থেকে কিছু পানীয় নিয়ে গলায় ঢালল।

'তো মি. লেল্লি আপনি তাহলে ঐ ভ্যানটার ভেতরেই ঘুমান?' মা বলল।

'এই মুহূর্তে সেখানেই ঘুমাচ্ছি। কারণ থাকার জন্য তেমন কোন হোটেল

BanglaBook.org

খুঁজে পাচ্ছি না। সবগুলোই পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি শুনেছি কিছু উদার লোক অতিথিদের নিজ বাড়িতে রাখছেন। অবশ্য আমি সেদিকে পা বাড়াইনি।'

মাম মেঝের দিকে চোখে রেখে বলল, 'আ-আ- আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছিলাম আপনি ইচ্ছে করলে...'

মার কথার মাঝখানেই জর্জ বলল, 'ডরিস তুমি আবার ভারনকে ঐ পানীয়টা খেতে দিয়েছ? তুমি জানো এটা ওর জন্য খারাপ।'

আমি অবাক হয়ে জর্জের দিকে তাকালাম। এটা জর্জের কথা ঘোরানোর অনেক পুরাতন একটা টেকনিক। আমার ভালো লাগছে এটা ভেবে যে সে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মাকে বোঝাতে চাইছে তিনি যেন লেডেছমাকে অতিথি হিসেবে বাড়িতে নিমন্ত্রণ না করে।

'ওহ! এই পানীয়টা। এতে তেমন ক্ষতিকর কিছু নেই ম্যাডাম।' লেডেছমা বলল।

জর্জ আমার দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'ভার্ন তুমি সত্যিকার অর্থেই খারাপ অবস্থায় আছো। এই সামারের জন্য তুমি কি কোন নতুন কাজ যোগাড় করেছ?'

'নাহ!' আমি হাতের পানীয়টা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম।

কথা শেষ করে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। লেডেছমা আমার চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, '*শোন বিগ ম্যান* তোমাকে আমি সাহায্য করতে চাই। তোমার ঘরটা কাজ করার জন্য বেশ উপযুক্ত। আমি আশা করি ভারন আমার জন্য কিছু স্থানীয় সংবাদ যোগাড় করে দিতে পারবে। এবং এতে তার তেমন কোন সমস্যা হবে না।'

'নাহ! কি বলেন। এটা কোন সমস্যাই না। ভারন পারবে।' মাম বলল।

আমি বিরক্ত হয়ে সবার কথা শুনছিলাম। তারপর সজোরে আমার ঘরের দরোজাটা বন্ধ করে বসে থাকলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম সবাই আমাকে ভুল বুঝছে। কিন্তু আমার কিছুই করার ছিল না। আমি দরোজার ওপাশ থেকে বাকি সবার বিরক্তিকর অযৌক্তিক কথা শুনছিলাম।

তারপর এক সময় উঠে বসে আমার জুতোর বাক্সের ভেতর থেকে ড্রাগের প্যাকেটটা নিয়ে আমার পকেটে ভরলাম। বাইরে আমার প্রতিবেশীর কুকুর *কার্ট* ঘেউ ঘেউ করে ডাকাডাকি করছিল।

BanglaBook.org

পাঁচ

বিশ্বাস করেন মি. ডাচমেনকে নিয়ে যে গুজবটা ছড়িয়েছে তা থেকে এটা বলা যায় না যে তিনি কোন স্কুলবালিকার সাথে খারাপ কোন কাজ করেছেন। হতে পারে তিনি তাদেরকে একটু হাত দিয়ে আদর করেছেন। আর তিনি খুব সম্ভবত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বপালন করছেন কিংবা অন্য কিছু। হতে পারে বেশ অদ্ভুত একটা চুলের ছাট দেওয়ার অভ্যেস তার আছে।

এখন তিনি *এবাটোয়ের* এর পাশে একটা নাপিতের দোকানে আছেন।

আজকের এই সকালে মি. ডাচমেনের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি। আমার সাথে আছেন মা। মার মাথার স্কার্ফ তাকে একজন অদৃশ্য মেয়েমানুষ বানিয়ে দিয়েছে। আর আমি পড়েছি ছয় বছরের বালকদের মত লাল রং এর একটা টি-শার্ট যেটা তুমি আগে কখনো কাউকেই পড়তে দেখোনি। আমি যদিও এটা পড়তে চাইনি। এই সব কিছুই আমার মা নিয়ন্ত্রণ করে লন্ড্রিতে কাপড় পাঠানোর মাধ্যমে।

'ঠিক আছে ভারননের কথা শুনে কোন লাভ নেই। আপনি ওর কথায় কান দিবেন না।' মা বলল।

'আচ্ছা আপনি এগিয়ে যান।'

'মা কি হচ্ছে এসব।' আমি বললাম।

'ভারনন আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছি।'

আমার পাছার খাঁজে ঘাম জমতে শুরু করেছে। ঘরের ভেতর বাতি নেভানো ছিল। শুধু দরোজার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো ঘরের সবুজ মেঝের উপর এসে পড়ছে। বাতাসে ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ঘরের ভেতরে ঐতিহাসিক বার্বার চেয়ার। চেয়ারের সাদা চামড়াগুলো পুরাতন হয়ে বাদামী হয়ে গেছে। এই রকম একটা চেয়ারে আমি বসে আছি আর অন্যটায় মি. ডাচমেন। তাকে বেশ সুখীই মনে হচ্ছে।

সেলুনের দোকানের একজন নাপিত তখন মি. ডাচমেনকে বলল যে 'বেরি এখানে ছিল। সে বলেছে এই কাজের সাথে কোনো *ড্রাগের* সম্পর্ক আছে।'

BanglaBook.org

'ড্রাগের সম্পর্ক হতে পারে।' মি. ডাচমেন বলল।

আমি ভাবছিলাম আজকের দিনটা খুব চুতিয়া। প্রশাসনের লোকজন যদি এখানে কোন ড্রাগ খুঁজে পায় তাহলে তুমি ঠিক এই জায়গাটাতে থাকার সাহস করবে না। কিন্তু দেখো আমার প্যান্টের পকেটে করে এলএসডির মত ভয়াবহ ড্রাগ নিয়ে আমি এখানে আছি। আমি অবশ্য রাস্তায় ফেলে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কুখাস্তা ভাগ্য আজ আমার বিরুদ্ধে। আখাস্তা ভাগ্য অবশ্য সব সময় আমার বিরুদ্ধেই থাকে।

বার্বার শপের নাপিত বলল, 'ভেইনগুরি তার কুকুরগুলো নিয়ে এখানে আসছে।'

আমি একটু নড়ে বসলাম।

মা বলল, 'ভেইন চুপচাপ বসে থাকো।'

'আমাকে কিছু করতে হবে।' আমি বললাম।

'ঠিক আছে হ্যাঁরিসের দোকানে তোমার একটা কিছু কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কি?'

'এই একটা চাকরি। তুমি হয়তো জানো না যে হ্যাঁরিস নিজেই একটা পিকআপ লরি কিনেছে।'

'আমি এই বিষয়ে কথা বলছি না। হ্যাঁরিসের বাবা পুরো দোকানটারই দখল নিয়েছে।'

'আমি তোমার জন্য যেটা ভালো হয় সেটাই করব। আমার জানামতে তোমার বয়সি সবাই কোন না কোনো কাজে ঢুকে পড়েছে।'

'মা তুমি কি তাদের নামটা একটু বলবে?'

'ও! তারা হলো রেন্ড্রি এবং এরিক।'

'এই দুইজন তাহলে মরেছে।'

'ভারনন গ্রেগরি আমি শুধু দেখতে চাই তুমি বড় হয়েছ কি না। তুমি যদি প্রমাণ করতে চাও যে তুমি এখন পরিপূর্ণ একজন সক্ষম ছেলে তাহলে এই পৃথিবীতে তোমাকে কাজ করে দেখাতে হবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আর সবার সামনে অতিরিক্ত চতুর হওয়ার চেষ্টা করো না।'

'ধেৎ মা, ভাল্লাগে না এসব। অসহ্য।'

'তুমি তোমার মাকে গালি দিচ্ছ।'

BanglaBook.org

'আমি তোমাকে গালি দিচ্ছি না।'

'হা ঈশ্বর। তোমার বাবা যদি আজ এখানে থাকত...'

এই সময় নাপিত বলল যে শেরিফ ভেইনগুরি তার দলবল নিয়ে এখানে আসছে। তার কথা শুনে আমি বসার চেয়ারটা ঘুরিয়ে কাপড় দিয়ে আমার মাথাটা ঢেকে নিলাম। তারপর বের হয়ে আসলাম নিচে।

বাগানের ঘাসগুলো আমার শরীর ঘেষে বেশ উত্তাপ তৈরি করছিল। মাকে আমি ঐ দোকানেই রেখে এসেছি। তিনি সেখানেই থাকবেন।

বাইরে বের হয়ে একটু হাঁটার পর দেখলাম একটা লাল গাড়ি আমার পাশে এসে থেমেছে। থামতেই আমি বুঝতে পারলাম ভেতরে বসে আছে টিভি রিপোর্টোর লেডেছমা, ভদ্রলোকেরা যাকে লেলি বলে ডাকে। তাকে দেখেই আমার বুকের ভেতর রক্ত ছলাৎ করে উঠল। আমার পকেটের ড্রাগগুলো এই মুহূর্তে রাস্তায় ফেলে দেওয়া উচিৎ, কিন্তু আমার পিছনে কতগুলো কুকুর লেগে রয়েছে বলে আমি সেগুলো ফেললাম না।

লেলি আমাকে দেখেই বলল, 'হেই বিখ্যাত ছেলে কি খবর? ঐ পুলিশগুলোকে দেখেছ? তারা তো তোমার পেছনেই আসছে বলে মনে হয়। গাড়িতে উঠে বসো।'

আমরা যখন বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিলাম তখন গাড়ির মেঝেতে কিছু পানীয়ের ঠুংঠাং শব্দ আমি শুনতে পেলাম।

'তোমার সাথের বাকিরা কোথায়?' লেলি গাড়ির আয়নার দিকে তাকিয়ে তার ভ্রুজোড়াটা নাচিয়ে বলল।'

'তাদের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করো না।' আমি বললাম।

'তুমি কি কোথাও যাচ্ছ না কি?'

'সুরিনাম।'

সে হাসল তারপর বলল, 'এখানে তোমরা কীভাবে এসেছ? রাস্তায় আজ সকালে আমি তো কোন গাড়ি দেখিনি।'

'আমরা হেঁটে এসেছি।' মার গাড়িটা যে দোকানে এই বিষয়টাও আমি বলতে চাইছিলাম।

'তোমার কি ধারণা এই পুলিশগুলো আসলে কি চাইছে?'

'তারা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'আহা এত সহজেই কি আর সব কিছু ধরা যায়।' লেলি বলল। 'আমার একটা পরামর্শ শোনো। আমি সন্ধ্যায় এক রিপোর্ট টিভিতে জমা দিব। এটা আজ রাতেই প্রচারিত হবে। ভার্ন আমার মনে হয় এটাই মোক্ষম সময় তোমাকে নিয়ে যা যা ঘটেছে তার পরিপূর্ণ ইতিহাসটা বলার। তোমার

BanglaBook.org

সত্যিকারের ইতিহাসটা খুলে বলো।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।' আমি গাড়ির সিটে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম। আমি বুঝতে পারছি লেলি আমাকে আয়না দিয়ে দেখছে।

'তোমাকে ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি দরকারি তথ্যগুলো তোমার পরিবারের সদস্য বন্ধুবান্ধব এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিব। তুমি শুধু তোমার কথাগুলো বলে যাও। ক্যামেরা প্রস্তুত আছে।'

আমি লেলির প্রস্তাবটা শুনলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করব। কাউকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আমি পায়ের দিকে তাকিয়ে শক্তিশালী পানীয় *জিনসেংকে* গাড়ির মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে দেখলাম।

'এখান থেকে একটা নাও।' লেলি বলল।

'বুঝলাম না আবার বলেন।'

'এখান থেকে একটা জিংসেন খাও। এটা তোমার মানসিক শক্তি জোগাবে।'

আমি মাথা নুইয়ে একটা বোতল যখন নিতে যাব তখন লেলি মিস লিচুগার বাড়ির সামনে এসে ব্রেক করল। আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলাম না। আমার হাত থেকে গাঁজা খাওয়ার সিগারেটের পেকেটটা পড়ে গেল।

লেলি গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি আমার সাথে কোন কিছুই শেয়ার করতে চাও না?'

আমি কিছু না বলে আমাদের আশেপাশে নিরাপত্তা রক্ষিদের গাড়িগুলো দেখছিলাম।

লেলি বলল, 'ওদের নিয়ে আমাকে ভাবতে দাও।'

আমি কিছু না বলে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলাম।

'আমি এখনই আসছি।' বলে দ্রুত আমাদের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আমার ঘরে চলে আসলাম। পকেট থেকে জিংসেনের বোতলটা বের করে সেখানে এল এসডির কিছুটা মিশিয়ে ঘরের গোপন একটা বাক্সে রেখে দিলাম। বেশ একটা প্রশান্ত ভাব নিয়ে আমি যখন গাড়ির বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম তখন দেখলাম মা, সহকারি তদন্তকারী কর্মকর্তা ভেইনগুরি আর স্মিথ কাউন্টির কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা গাড়িতে করে আসছে। লেলি বেশ শান্তভাবেই মিসেস লিচুগার বাড়ির সামনের উইলো গাছের ছায়ার নিচে বসে আছে। মি. লেলি, শালা একটা খাসা মাল। ভড়কাবার চিজ এ না।

BanglaBook.org

এই সময় ভাগ্য আমার সাথে আবারো একটা খেলা খেলল। আমি দেখলাম লিওনাছ এলাডারডো বের হয়ে এসেছে। সে ভেইনগুরিকে দেখে বলল, 'কি খবর ভেইন?'

কিন্তু ভেইনগুরি তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে খুব দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে এসে বলল, 'ভারনন লিটল তুমি কি দয়া করে একটু এখানে আসবে?'

'ওকে কি আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে?' লিওনা বলল।

'এটা তেমন কিছু না। এই একটু হাল্কা কথাবার্তা হবে।' মা আশ্বস্তের সুরে লিওনাকে বলল।

'মা?' আমি মাকে ডাকলাম। কিন্তু তিনি তার উত্তর দিলেন না। আমার কথায় কর্ণপাতও করলেন না।

নিরাপত্তা তদন্ত কর্মকর্তা তার লোকজন নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন আমার বিষয়ে খোঁজ খবর করতে। আমার ঘরের ভেতর সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

কিছুক্ষণ পর তারা বের হয়ে আসলেন।

'ভারনন।' ভেইনগুরি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন। 'চলো তাহলে আরেকবার ঘুরে আসি।'

আমি তার চেহারার দিকে তাকিয়ে বের করার চেষ্টা করলাম কোন গোপন সত্য সে উদ্ঘাটন করেছে কি না সেটা বুঝতে। কিন্তু তার মুখ দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি শুধু বললাম, 'ম্যাডাম আমি কিন্তু ঐ ঘটনা ঘটার সময় সেখানে ছিলাম না।'

'সেটা অবশ্য ঠিক আছে। কিন্তু সেখানে কিছু আঙুলের ছাপ পাওয়ার কারণে বিষয়টা একটু জটিল হয়ে গেছে।'

আমি স্মিথ কাউন্টির শেরিফের ভ্যানে বসে আছি। গাল্টা গাড়ির জানালার কাঁচে লাগানো। কিছুই ভাবছিলাম না আমি। কিছুক্ষণ পর পুলিশের ভ্যানটা চলতে শুরু করল। আমি দেখতে পেলাম মা ঘর থেকে বের হয়ে দ্রুত ছুটে আসছে।

'ভারনন আমি তোমাকে ভালোবাসি। ইতোপূর্বে যা ঘটে গেছে ভুলে যাও। তুমি হয়তো জানো না একজন খুনীকেও তার পরিবার অনেক পছন্দ করে।'

'ধেৎ মা। কি সব আজেবাজে কথা বলো। আমি কোন খুনী না।'

BanglaBook.org

'আমি জানি সেটা। এটা একটা কথার কথা, উদাহরণ।'

টিভি রিপোর্টার লেলি দূর থেকে তার ক্যামেরার মত আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিল।

'তুমি শুধু আমাকে বলো যে আসল ঘটনাটা তুমি বলবে।' সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি দেখলাম মা অসহায়ের মত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কান্না শুরু করার আগে তার ঠোঁটটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। লেলি দ্রুত দৌড়ে গিয়ে মার কাঁধে হাত রাখল। মা কাঁদতে শুরু করলেন। লেলি মার কাঁধটা চেপে ধরে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গাড়িটা এসেছিল সেটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

দৃশ্যটা আমার কাছে কষ্টকর লাগছিল। আমি ভেইনগুরির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'লেলি তুমি এটা করো। সবাইকে সত্যটা জানিয়ে দাও।'

BanglaBook.org

ছয়

'তুমি ব্যাগ স্পর্শ করেছ? সেখানে আঙুলের ছাপ রেখে এসেছ?'

মি. আবডিনি আমাকে এই প্রশ্নটাই করল। তুমি আবডিনির নামের বাকি অংশটা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করো না।

'আঙুলের ছাপ? হতে পারে।' কথা বলতে আজ আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

আবডিনি দেখতে বেশ মোটা। সে হলো আমার এটর্নি। বিচারক তাকে আমার জন্য নিয়োগ করেছেন। আবডিনি খুব চটপটে আর কথাবার্তা লেনদেনে দক্ষ। এই রবিবারেও তুমি শুধু তাকেই কাজ করতে দেখবে। সে কিউবান রাষ্ট্রদূতদের মত সাদা পোশাক পরেছে। এই হলো রিকোকেট আবডিনি। লোকটা এত দ্রুত কথা বলে যে তাকে আমার মোটেই পছন্দ হয়নি।

এই যে *কুখ্যাতা চুতিয়া* আবডিনি এখন আমার কারাগারের সেলরুমে কতগুলো ফাইল নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। সেলের ভেতর তার ঘামের গন্ধ। বোঝাই যাচ্ছে তার হাতের ফাইলগুলো আমাকেই নিয়ে। সে শুকরছানার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'কি ঘটেছে আমাকে বলো?'

'দুঃখিত আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারিনি।'

'আমাকে বলো তোমার স্কুলে কি ঘটেছিল।'

'ঠিক আছে। শোনেন, আমি ছিলাম ক্লাসের বাইরে। তারপর আমি যখন ফিরে আসি...'

আবডিনি তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'তুমি কি বাথরুমে গিয়েছিলে?'

'আহ! হ্যাঁ। তবে সেটা...

'খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।' সে ফাইলের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে হিসহিস করে বলল।

'না আপনি বুঝতে পারেন নি। আপনি আমার কথা শোনেন'

ঠিক ঐ সময় গার্ড দরোজাটা খুলে আবডিনির দিকে তাকাল। আবডিনি

BanglaBook.org

যাওয়ার সময় আমার বাহুটা চেপে ধরে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি জামিনের ব্যবস্থা করছি।'

একদল নিরাপত্তা রক্ষী আমাদেরকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আবডিনি আমাকে বলল যে কোর্টে আজ বিচারের সময় কোন মিডিয়ার লোকজন থাকবে না। কারণ আমি খুবই অল্পবয়স্ক। হয়ত মিডিয়ার আচরণ আমাকে বিব্রত কিংবা ভয় পাইয়ে দিতে পারে।

কোর্টহাউসের আশেপাশের পরিবেশ অট্টালিকাগুলো বেশ আকর্ষণীয় ছিল। আমরা বাইরে বের হয়ে দেখি কোর্টহাউসের পাশেই ভেইনগুরি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বেশ হাসিখুশি লাগছিল। তার চোখের ভ্রু বেশ উপরে ওঠানো। একটা প্রায় খালি কোর্টরুমে আমাকে নিয়ে সবাই ঢুকল। সেখানে গার্ড আমাকে ছোট্ট একটা কাঠের খাঁচার মত বেষ্টনিতে দাঁড় করিয়ে দিল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলাটা সত্যিকার অর্থেই খুব সাহসের ব্যাপার।

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম সবাই তাদের নিজ নিজ কাগজপত্র নিয়ে বেশ ব্যাস্ত আছে। সবার মাঝে আমার মাকেও দেখতে পেলাম।

আমার কাঠের বেষ্ঠনির পাশেই দেখলাম টাইপরাইটার মেয়েটা খটাখট লিখেই চলছে। মাঝে মাঝে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্তব্যরত গার্ডের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। সবার চোখে-মুখে কেমন একটা পুতুল পুতুল ভাব। খুব হাস্যকর একটা পরিবেশ।

হঠাৎ করে সবাই নড়েচড়ে বসল।

একজন অফিসার বললেন, 'সাবধান, সবাই উঠে দাঁড়ান।'

কথা শেষ হওয়ার পর একজন উজ্জ্বল চোখের মহিলা মাথার বাদামি চুলগুলো বেশ খাটো কোর্টরুমে প্রবেশ করল। সবচেয়ে উঁচু টেবিলটার একটা কাঁচের উপর লেখা *জাজ হেলেন ই গুরি* মহিলাটা সেখানে গিয়ে বসলেন। সে বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তার চেয়ারটায় বসল। তার ভাবসাব দেখে চেয়ারটাকে তখন মনে হচ্ছিল ঈশ্বরের চেয়ার।

মহিলাটা বেশ গম্ভীরভাবেই বলল, 'ভেইনগুরি এটাও তোমার অনেকগুলি কেসের মধ্যে একটি তাই না?'

'*ঘর-র-র*, ম্যাম এই মামলাটা বেশ সন্দেহপূর্ণ।'

আবডিনি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইওর অনার, আমরা একটা প্রাথমিক শুনানির জন্য আবেদন করেছি।'

জাজ তার চোখের গ্লাসটা একটু নামিয়ে বলল, 'প্রাথমিক শুনানি? এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের দুজনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি টেক্সাস ফ্যামিলির নিরাপত্তা কোডের বিষয়ে। কারণ এই মামলাটা একজন অল্পবয়স্ক কিশোর বিষয়ে। আমি আশা করতে পারি মিস ভেইন আপনি

BanglaBook.org

প্রদেশগুলোর সেবার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোডগুলো অনুসরণ করেছেন?'

'জ্বি, ঘর-র-র।'

'তাহলে এই অভিযোগের সাথে কোন ইন্টারভিউ রেকর্ড কেন সংযোজন করা হলো না।'

আমি তখন দেখলাম ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে মূল দরোজাটা খুলে গেল। শেরিফ পোরকোরনি রুমের ভেতর ঢুকল তারপর মাথার হ্যাটটা খুলে ফেলল।

ভেইনগুরিকে এই সময় বেশ শক্ত মনে হলো।

'ম্যাডাম আমরা আশা করছি খুব শিগগির আরো কিছু বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণ চলে আসছে।' ভেইন বলল।

'আপনি আশা করছেন আরো বিশেষ স্বাক্ষ্যপ্রমাণ আসবে? এগুলো উড়ে উড়ে আসবে বলে আপনি আশা করছেন? তাহলে সেই পর্যন্ত এই বাচ্চা ছেলেটা কতদিন কারাগারে থাকবে?'

'আ-আ-'। ভেইনের চোখ শেরিফের দিকে একপলক ঘুরে আসল। শেরিফ দরোজার পাশেই তার হাত দুটো ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সত্যিকার অর্থেই বেশ শান্ত দেখাচ্ছিল।

'আপনাদের কাছে অভিযোগপত্র এবং আঙুলের ছাপ সব কিছুই আছে?' জাজ তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে একদৃষ্টিতে ভেইনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন।

'ম্যাম আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। আসলে বিষয়টা হলো...'

'ডেপুটি আমি সন্দেহ করছি আপনি কোন কিছুই বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি। কাগজগুলোর আরেকটা কপি দরকার।'

'ইওর অনার, এখানে একাধিক কপি আছে।'

'আপনার হাতে কতগুলো কপি আছে সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নেই।'

'ম্যাম গতকাল রাতে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে উদ্ধার করা কিছু তথ্য আমার কাছে আছে। আমি মনে করি...'

'আপনি কি ভাবছেন বা মনে করছেন তাতে কোর্টের কোন কৌতুহল নেই মিস ভেইন। আপনি যখনই এই কাজটা শুরু করেছেন তখনই আমরা চাচ্ছি যে আপনি এই বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আসুন।'

'ঠিক আছে। কিন্তু ম্যাম আপনি হয়ত জানেন না যে এই পুচকে ছেলেটাও আমাদের সাথে প্রচুর মিথ্যা কথা বলেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সে ওখান থেকে পালিয়ে চলে এসেছিল।'

এই কথা শুনে জাজ একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মত তার হাত দিয়ে ডেস্কে চাপর মেরে বললেন, 'ভেইন মিলিসেন্ট গুরি আমি আপনাকে আবারো

BanglaBook.org

মনে করিয়ে দিচ্ছি এই ছেলে এখানে কোন বন্দি বিচারে আসেনি। আমার কাছে মূল তথ্যপূর্ণ বিষয়গুলো আগে উপস্থাপন করুন। এখন আমি আপনার সন্দেহপূর্ণ এই বিষয়টাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছি, আর আপনারা যে পদ্ধতিতে এই মামলার বেঞ্চের বিষয়ে এগিয়েছেন তা কতটুকু যৌক্তিক সে বিষয়ে শেরিফের সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছি।'

জাজের কথা শেষ হওয়ার পর সমস্ত কোর্টরুমের পরিবেশটা বেশ অন্যরকম হয়ে গেল। দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শেরিফ ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে দরোজাটা খুলে বের হয়ে গেল। আমি তোমাকে বলছি তুমি যদি আজ এখানে থাকতে তাহলে জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখতে পারতে।

'অবজেকশন ইউর অনার।' আবডিনি দাঁড়িয়ে বলল।

'মি. আবডিনি শান্ত হন। আমি অন্যান্য এটর্নিদেরও আসতে বলেছি।'

গুরি তার ভ্রুটাকে একটু কুঁচকে বলল, 'ইওর অনার, আপনি হয়তো জানেন না এখানে আরো কিছু নতুন তথ্য... ।'

'হ্যাঁ আমি অনেক কিছুই জানি না। সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

পাশেই বসে থাকা টাইপরাইটার আর ভেইনের মাঝে একটু চোখাচোখি হলো।

'ইওর অনার, আমরা আরো বিশেষ কিছু প্রমাণাদির দিকে ঝুঁকতে চাচ্ছি।'

আদালতে এই সমস্ত সংশয়পূর্ণ কথাবার্তা শুনে আমি মনে মনে বেশ আহ্লাদিত হয়ে উঠছিলাম।

টাইপরাইটার উঠে দাঁড়িয়ে জাজের কানের কাছে কিছু একটা বলল। মাননীয় জাজ সেটা শুনে চোখে চশমাটা দিয়ে আবার আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর টাইপিস্টের দিকে তাকালেন।

'বাকি রিপোর্টটা কখন আসবে? লাঞ্চ টাইমে?'

টাইপিস্ট মাথা নাড়ল।

জাজ তার হাতুড়িটা নিয়ে টেবিলে বাড়ি দিয়ে বলল, 'কোর্ট দুপুর দুটা পর্যন্ত মূলতবি করা হলো।'

'সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন।' গার্ড বলল।

BanglaBook.org

লাঞ্চের আগপর্যন্ত বাকি সময়টা কি করা যেতে পারে। বসে বসে প্রফেশনালদের মত ধূমপান করা নাকি অন্য কিছু। আমার বান্ধবি *বেরি* বিশ্রাম রুমের সামনে এসে জানালার ফোনে মুখ রেখে বলল, 'ভারনন তুমি আমাকে একটা কথা বলো। তারা কি তোমাকে অন্যান্য বন্দিদের সাথেই রেখেছে নাকি আলাদা রেখেছে। অন্য বন্দি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে ঐ সমস্ত অপরাধিরা...'

বেরি যখন কথা বলছিল তার চোখ দুটো তখন ছাগলের মত লাগছিল।

আমি দেখলাম ঘরের এক কর্ণারে একটা টিভি রয়েছে। টিভিতে তখন দুপুরের সংবাদ চলছিল। টিভিতে শোনা যাচ্ছে ড্রামের শব্দ, তালে তালে মার্চের শব্দ। তারপর দেখা গেল শেরিফের ট্রাক।

'ভারনন অমি তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।'

'মা তুমি যাও তো আমি এখন চলে যাব।'

'ঠিক আছে।'

আমার চোখ টিভির পর্দায় আটকে গেল। আমি দেখতে পেলাম মিসেস লিচুগার উইলো গাছের নিচে রিপোর্টার লেলিকে। বাতাসে তার মাথার চুল উড়ছে। মাইক্রোফোন হাতে সে কথা বলছে।

'সুপ্রিয় দর্শক এই গর্বিত সমাজ মঙ্গলবারের ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য একটা প্রতারণামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। তারই প্রতিবেশি ভারনন গ্রিগোরি লিটল, দেখতে খুব স্বাভাবিক অপটু অল্পবয়স্ক কিশোর একটা ছেলে, যার হাঁটা চলা কারো দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। অথচ সেই ছেলেটাকেই দোষি সাব্যস্ত করে পাঠানো হয়েছে কারাগারে।'

এই সময় নানা ধরনের ছবি টিভি স্ক্রিনে ভেসে উঠল। ঘটনার স্থান, রাতের আকাশ, রাস্তায় পড়ে থাকা চিহ্নিত রক্তের দাগ। তারপর আমার হাসিখুশি মার্কা একটা স্কুলের ছবি।

লেলির ক্যামেরা আমাদের বাড়ির সব পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে আমার ঘরের ভেতর এসে স্থির হলো। রিপোর্টার লেলি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার মুখোমুখি হলো।

'ভারনন লিটল আমাকে তার একাকীত্বের কথা বলছিল। তার খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু ছিল। কিন্তু সে তার অধিকাংশ সময়ই কাটাত কম্পিউটারে গেম খেলে আর বই পড়ে। আমরা যদিও ভারননের ব্যক্তিগত পাঠাগারে স্টেইবেক কিংবা হেমিংওয়ের কোন বই পাইনি। অবশ্য কিছু যৌন উদ্দিপক বই আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই সংশয়পূর্ণ যৌনউদ্দিপক কৌতুহল কি তাহলে মঙ্গলবারের সংঘটিত অপরাধের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত করছে।'

রিপোর্টারের ক্যামেরাটা হঠাৎ করে ঘুরে আমার কম্পিউটারের মনিটরের উপর স্থির হলো। তারপর কম্পিউটারের হোমওয়ার্ক নামের একটা ফোল্ডারে ক্লিক করে সেটাকে খোলা হলো। এ সব কিছুই টিভি স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছিল। ফোল্ডারটির মধ্যে আমি সিলাছবেলের কিছু উত্তেজনাপূর্ণ *ন্যাকেড* ছবি যত্ন করে রেখেছিলাম। ক্যামেরায় আমার মাকেও দেখা গেল।

লেলি আমার বিছানার পাশেই মার পাশে বসল।

মা বলল, 'আসলে এই ব্যাপারটায় আমার পূর্ব কোন ধারণা ছিল না।'

লেলি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'অন্যান্য অনেকের

BanglaBook.org

মতই এই মর্মন্তুদ ঘটনার সাথে ভারননের মাও কি কোন পরিস্থিতির শিকার?'

'হ্যাঁ আমিও তাই মনে করি। আমিও পরিস্থিতির শিকার।'

'ভারননের নিরাপরাধের বিষয়ে আপনি কতটুকু নিশ্চিত?'

'হা ঈশ্বর। একটা শিশু ছেলে সব সময়ই তার মার কাছে নিষ্পাপ। এমনকি আপনি হয়ত জানেন একজন খুনীকেও তার পরিবার কি পরিমাণ ভালোবাসে? ঠিক তুমি দেখ এই যে ছোট্ট ছেলেটা সে তো শুধু একটা বাচ্চা ছেলে।'

সেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেরি আমার দিকে তাকিয়ে একবার দরোজার দিকে তাকাল।

তারপর বলল, 'যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'সকলে দাঁড়ান।' কোর্টরুমের ভেতর একজন কর্মকর্তা বেশ চিৎকার করে শব্দগুলো বলল।

কোর্টরুমের মেঝেতে আমার কম্পিউটার, আনুষাঙ্গিক আরো অন্যান্য অনেক কিছু জমা করে রাখা হয়েছে। এমনকি আমার ফিঙ্গার প্রিন্টটাও রাখা হয়েছে। তবে মজার বিষয় হলো আমার *নিক বক্সটা* যেখানে আমার অনেক গোপন কিছু থাকে সেটা এখানে দেখা গেল না আর সেটা নিয়ে কাউকে চিন্তিতও মনে হলো না।

বিচারক কথা বলা শুরু করলেন।

'মি. আবডিনি আমি বিশ্বাস করি আপনার মক্কেল এটা বুঝতে সক্ষম হবে যে তাকে এখানে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছে। আমি আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'

আবডিনি তার মাথাটাকে একটু ঝাঁকালো।

'জ্বি ইওর অনার।'

'বিষয়টা আরো অনেক সামনে এগুবে।'

'মেম।' আমি বললাম। 'এই পুরো বিষয়টাই আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি আপনারা একটু ডাকেন আমার প্রত্যক্ষদর্শীকে, আমার শিক্ষককে এবং ঐ সমস্ত...'

'শিক্ষক। চুপ।' আবডিনি হিসহিসিয়ে উঠল।

'মাননীয় এটর্নি জেনারেল আপনার মক্কেলকে বলুন এখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না। ডেপুটি ভেইনগুর্ড আপনি কি অপরাধির অজুহাতের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিষয়টা তদারক করে দেখেছেন?'

'আমি সর্বশেষ স্বাক্ষীর বিষয়ে একটু শঙ্কিত। মিস. লোরি বেতেলহাম ডোনার। তিনি আজ সকালে কোথায় যেন চলে গেছেন মাননীয়।'

'বলেন কি। এই বালকের শিক্ষকদের খবর কি?'

BanglaBook.org

'তার শিক্ষক মেরিওন নাকলেস এই মর্মন্তুদ ঘটনার সাথে বালকটির সন্দেহের বিষয়ে কিছু বলেন নি।'

'সে বলে নি না কি আপনি জিজ্ঞেস করেন নি?'

'আহত এই শিক্ষকের চিকিৎসক বলেছেন যে তিনি আগামী বছরের মার্চ মাসের আগে ভালোভাবে আর কোন কথা বলতে পারবেন না। তবে তিনি শুধু কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছেন।'

'ঠিক আছে ভেইন। সেই শব্দগুলোই বলেন।'

'আরেকটা আগুনের হল্কা। গুলির শব্দ।'

'ওহ্ ঈশ্বর।'

ভেইনগুরি মাথাটা একটু নাড়ল। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার ভিজিয়ে নিল। সে আমার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে পারছিল না।

'ইওর অনার, আমরা জামিনের আবেদন করেছি।' আবডিনি বলল।

'ঠিক আছে।' ভেইনগুরি বলল। তারপর জাজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জাজ এই ছেলের পালিয়ে থাকার ইতিহাস আছে। সেই থেকেই এই ছেলে সব সময় কোন না কোন জটিলতায় পড়ছেই।'

আবডিনি তার হাতটাকে এইবার একটু বিস্তৃত করে দিয়ে বলল, 'এই ছোট্ট ছেলেটা একটা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তার ঘরে অবস্থান করার মত পর্যাপ্ত জিনিস না থাকলে কি করে সে ঘরে অবস্থান করবে?'

'মাননীয় জাজ, এটা মাত্র দুজন সদস্যের পরিবার। এই ছেলে আর তার মা।'

জাজ বলল, 'এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রতিটি শিশু সন্তানেরই একজন পুরুষ মানুষ দরকার। যাই হোক ওর বাবার সাথে দেখা করার কোন পথ আছে কি?'

'আ- তার বাবা মারা গেছেন।'

'উফ! আচ্ছা ওর মা আজকের এই দিনে কোর্টে আসতে পারত না?'

'না। কারণ তার গাড়িটা সরাইখানায়। ওটাকে ঠিক করতে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে।' মাননীয় জাজ বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'ভারনন গ্রিগোরি লিটল আমি তোমার জামিনের আবেদনটি নাকচ করে দিচ্ছি না তবে তোমাকে মুক্ত করেও দিচ্ছি না। তবে তোমাকে কারাগারে আরো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ এবং মনোস্তাত্ত্বিক রিপোর্টের জন্য আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাই জামিনের জন্য তোমাকে পরবর্তী দিন পর্যন্ত বিবেচনা করা গেল।'

ধুস শালী চুতিয়া।

BanglaBook.org

'সকলে উঠে দাঁড়ান।' কোর্টের অফিসার বলল।

জাজ কোর্ট ত্যাগ করল।

সেলের ভেতর আজ রাতে গান বাজানো হচ্ছে। খুবই বাজে সুর

আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থী

যদিও তোমার জন্য কখনো আমি কোন গোলাপ বাগানের প্রতিজ্ঞা করিনি।

আবহাওয়াটা খুব ভ্যাপসা গরম। এইরকম ভ্যাপসা গরমে এই আচোদা সুরের গানটা বেজেই চলেছে। হায়রে ভাগ্য!

আমি বিছানায় শুয়ে গানটা শুনতে শুনতে খুব মজার কোন একটা কিছু কল্পনা করতে লাগলাম। আমার জীবনের ভবিষ্যৎ ছায়াছবি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। একটা কাল্পনিক ভাবনা। মধুর এবং রোমান্টিক। যদিও তা অলিক এবং অকল্পনীয়। কিন্তু এক সময় আমার ভাবনাটা শেষ হলো। জাজের নির্দেশনানুযায়ী আমাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে দেখা করতে হবে। আমি ভাবছিলাম সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আমার কেমন ব্যবহার করা উচিৎ। খুব বেশি পাগলামী করব না কি সাধারণ থাকব। কোন বিষয়টা আমার জন্য কল্যাণকর হবে সেটা আমি কিছুতেই ভেবে বের করতে পারছিলাম না।

আজ হলো মঙ্গলবার রাত। এক সপ্তাহ আগে ঠিক এই রাতে আমার জীবনে একটা গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছিল। আমার জীবনটা একটা বানচোত মার্কা চিপসের মত চুপসে গেল।

আমি শুনতে পেলাম করিডোরের উপর দিয়ে বেরি হেঁটে হেঁটে আসছে। তার পায়ের টুন টুন শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। সে জানে আমি একটা ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু বেরি হাঁটতে হাঁটতে আমার ঘরটা পার হয়ে গেল। সে দাঁড়াল না। তবে সাথে সাথেই আবার কি মনে করে ফিরে এল।

'ভারনন লিটল?' অবশেষে সে আমার দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

'হ্যাঁ বেরি।'

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

কীভাবে আমি গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়েছি

সাত

মনোচিকিৎসকের দরোজার নেমপ্লেটে লেখা ডা. গোছেনস।

কি একটা আজব নাম *গোছেনস*। এই ডাক্তারের কাছে আসার সময় আমার মাথায় ট্রাকভর্তি নানারকম পরিকল্পনা ঘোট পাকছিল। কীভাবে ডাক্তারের সাথে পাগলামির আচরণ করা যায়, কিংবা পাগলা কুত্তার মত ঘেউ ঘেউ অথবা বান্দরের মত নাচানাচি করা যায়। একবার ভেবেছিলাম প্যান্টের ভেতর হেগে দেই। শেষবার যেটা করে নিজেকে রক্ষা করেছিলাম।

মনোচিকিৎসকের অফিসটা ছিল শহরের বাইরে। চারদিকে মেডিকেলের গন্ধ বুদবুদের মত উড়ে বেড়াচ্ছে। অপেক্ষমান কক্ষে তীক্ষ্ণ দাঁতের একটা সুন্দরী ডেস্কের পাশে বসে ছিল। মেয়েটাকে দেখে তার নাম জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু আমি ইচ্ছেটা দমন করলাম।

মেয়েটার ডেস্কের পাশেই ইন্টারকমে কিছু নির্দেশনা ভেসে এল।

'তুমি কি আমার ইমেইল পাওনি?' একজন ভদ্রলোক ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বি না ডাক্তার।' রিসিপসোনিস্ট মেয়েটি বলল।

'দয়া করে তুমি কম্পিউটারটা আবার চেক করো। তুমি যদি কম্পিউটারই না চেক করো তাহলে প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে লাভ কি। আমি তিন মিনিট আগে তোমাকে একটা মেইল করেছি যেন তুমি পরবর্তী রোগীকে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বি স্যার ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাক্তার আপনাকে ডাকছে।'

ঘরে ঢোকার আগে খুব একটা আলো ছিল না কিন্তু দরোজা দিয়ে ঘরে ঢোকার পর সুপার মার্কেটের আলোর মত আলোয় আমার চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে গেল। একটা জানালার পাশে দুটা চেয়ার রাজানো। পাশেই একটা নোটবুক কম্পিউটার। ঘরের পেছনে চাকা বিশিষ্ট একটা বিছানা। তার উপর একটা তাওয়াল। পাশেই ডাক্তার গোছেনস বসে আছে। বিশাল পাছা বিশিষ্ট একজন

BanglaBook.org

চিকিৎসক। তাকে দেখতে ডিজনি ল্যান্ডের ইঁদুরের মত মনে হচ্ছে। সে আমার দিকে একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিল।

তারপর বলল, 'কিন্ডি তুমি দয়া করে এই ছেলেটার ফাইলগুলো নিয়ে এসো।'

আমি মনে মনে বললাম, 'কিন্ডি মাগি আমার মুখটা ভালো করে দেখে নাও সোনা।' আমি বসে বসে অপেক্ষা করছিলাম কিন্ডিকে খুব জুতসই একটা পচা কথা বলার জন্য।

কিন্ডি একটা ফাইল হাতে নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসল। ডাক্তার ফাইলটা হাতে নিয়ে কিন্ডির চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'ভারনন গ্রিগরি লিটল। কেমন আছো তুমি আজ?'

'কি জানি বুঝতে পারছি না। মনে হয় ভালই আছি।'

'ঠিক আছে। তুমি কি আমাকে বলতে পারবে কেন তুমি আজ এখানে এসেছ?'

'জাজ চিন্তা করেছে আমি হয়ত পাগল হয়ে গেছি কিংবা ঐরকম কিছু।'

'আর তোমার কি মনে হয়?'

কথাটা বলে ডাক্তার মুখটিপে হাসতে লাগল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল ডাক্তারকে বলতে আমার আসলেই কি অনুভূতি হচ্ছিল।

আমি বললাম, 'এটা বলা আমার দায়িত্ব না যে আমার অবস্থা এখন কেমন।'

আমার কথা শুনে ডাক্তার আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর হাতটাকে একটু উপরে তুলে খুব মৃদু একটা হাসি দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে চলো আমরা দুজনে মিলে দেখি কি আবিষ্কার করা যায় এই বিষয়ে। তার আগে তোমাকে অকপটে সব খুলে বলতে হবে। তুমি যদি পরিষ্কারভাবে তোমার নিজেকে বলতে পারো তাহলে আমি মনে করি আমাদের কোন সমস্যাই থাকবে না। এখন তুমি আমাকে বলো যা ঘটেছে এই নিয়ে তোমার অনুভূতি কেমন। আমি তোমার প্রতিক্রিয়াটা শুনতে চাই

'এটা একটা উদ্ভট পরিস্থিতি। কয়েকটা ফালতু মৃত্যু। আর এখন সবাই আমাকে বলছে আমি একজন *সাইকো*, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। অথচ আমি জানি মানুষগুলোই সাইকো আমি না।'

'লোকেরা এমনটা করছে এটা তুমি কেন মনে করছ।'

'তাদের বলি দেয়ার জন্য একটা ছাগল দরকার। কাউকে খুব উঁচুতে ঝোলানো দরকার। তাই তারা এমনটা করছে।'

'তুমি তাহলে নিজেকে বলির পাঠা মনে করছ? তুমি কি মনে করছ যে

BanglaBook.org

দুর্বোধ্য কেউ এই মর্মন্তিক ঘটনাটা ঘটিয়েছে?'

'আমি আসলে সেটাও বলতে চাচ্ছি না। আমার বন্ধু জিসাস এখন সমস্ত দায় দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য এখানে নেই। সবগুলো ফায়ার সে-ই করেছে। আমি শুধু একজন দর্শক ছিলাম। এই ঘটনার সাথে মোটেও জড়িত ছিলাম না।'

ডা. গোছেনস খুব মনোযোগ দিয়ে আমার চেহারায় কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছিল। তারপর ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা লিখল।

ফাইল থেকে মাথা তুলে বলল, 'ঠিক আছে ভারনন। তুমি আমাকে তোমার পারিবারিক জীবনের বিষয়ে কিছু বলবে?'

'এটা তেমন কিছু না।'

'ফাইলের তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি তোমার মা-র সাথে থাকো। তোমাদের মা ছেলের সম্পর্কটা কেমন?'

'আহ! আমি তো বললাম এটা তেমন কিছু না।'

ডাক্তার আমার কথা শুনে খুব ঠাণ্ডাভাবে আমার কাছে এগিয়ে আসল। তারপর বেশ আস্বস্তের সুরে বলল, 'কোন ভাই কিংবা কোন চাচা অথবা কোন পুরুষ লোকের কোন ধরনের সম্পর্ক কি তোমাদের পরিবারের সাথে ছিল?'

'না তেমন কেউ ছিল না।'

'কিন্তু তোমার তো অনেক বন্ধু ছিল...?' ডাক্তারের কথা শুনে আমি চোখ দুটো মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থেকে আমার উরুর উপর তার একটা হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। প্লিজ। জিসাসের প্রতিও আমার সমবেদনা আছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি আমাকে বলো তো সেদিন আসলেই কি ঘটেছিল।'

আমি কৌশলে নিজেকে এড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কারণ আমি বুঝতে পারছি আমাকে খাদের কিনারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'আমি যখন ফিরে আসলাম তখনই সব ঘটতে শুরু করল।'

'তুমি কোথায় ছিলে?' গোছেনস জিজ্ঞেস করল।

'আমি তখন অন্যান্য সময়ের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

'ভারনন এখানে তোমার কোন বিচার হচ্ছে না। দয়া করে একটু নির্দিষ্ট করে সব কিছু খুলে বলো।'

'আমি যখন ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসছিলাম তখন আমার বাথরুম পেয়েছিল। মি. নাকলেস আমাকে বাথরুমে পাঠিয়েছিলেন।'

'কোথায় স্কুলের বাথরুমে?'

'না।'

BanglaBook.org

'তুমি কি চুরি করে স্কুলের বাইরে গিয়েছিলে?'

'আহ! বিষয়টা আসলে সেরকম কিছু ছিল না।'

'স্কুলের বাইরে গিয়ে তোমার হাগা করার দরকার পড়ল? ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার সময়?'

'কখনো কখনো আমি খুব অনিশ্চিত হয়ে পড়ি।'

গোছেনসের চোখেমুখে আমার কথা শুনে বাড়তি একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল। সে বলল, 'তুমি কি কোর্টকে এই সব বলেছ?'

'জাহান্নামে যাক। কিছুই বলিনি।'

'যদিও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার জায়গার আশেপাশে তুমি যা দাবি করছ তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি।'

'আমার তো মনে হয় এটাই ঠিক আছে। আপনি কি বলেন?'

আমি ঠিক বুঝতে পারছি গোছেনস শুধুমাত্র আমার কাছ থেকে তথ্য বের করতে চাচ্ছে। এর বেশি কিছু তার উদ্দেশ্য না। সে একবার জিভ দিয়ে তার ঠোঁটটাকে ভিজিয়ে নিল।

তারপর বলল, 'তুমি একটু আগে বললে যে কখনো কখনো তুমি অনিশ্চিত আর নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ো।'

'এটা তেমন কাজের কথা না।' আমি পায়ের জুতাটা দিয়ে মেঝেতে একটা বৃত্ত আঁকতে আঁকতে কথাগুলো বললাম।

'এটাকি কোন মেডিকেল সমস্যা? এর কি চিকিৎসার প্রয়োজন?'

'নাহ। এটা আসলে তেমন কিছু না। আর এটা দু একবারের বেশি হয়নি।'

গোছেনস আবারো তার উপরের ঠোঁটটা একবার ভিজিয়ে নিল।

'ঠিক আছে ভারনন এবার তুমি আমাকে বলো কোন মেয়েকে কি তুমি পছন্দ করো?'

'অবশ্যই।'

'তুমি কি ঐ মেয়েটার নামটা বলতে পারবে?'

'টেইলর ফিগোরো।'

'ওর সাথে কি তোমার শারীরিক কোন সম্পর্ক হয়েছিল।'

'কিছুটা সেরকম।'

'তার সাথে যতবার তোমার দেখা হয়েছে তার কোন বিষয়টা তোমার এখনো মনে আছে।'

'আমার মনে হয় ওর শরীরের গন্ধ।'

BanglaBook.org

গোছেনস ফাইলের উপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর একটা কাগজ বের করে চেয়ারের সিটে হেলান দিয়ে বলল, 'ভারনন তুমি কি অন্য কোন ছেলে কিংবা মানুষের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করেছিলে কখনো?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'ঠিক আছে চলো এবার দেখা যাক আমরা কি আবিষ্কার করেছি।'

সে উঠে একটা বাজনা যন্ত্রের সামনে গিয়ে সেটা চালু করে দিল। মিলিটারি মার্চের ড্রাম বিটের মত মিউজিক শুরু হলো। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর খুব দ্রুত।

ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন তোমাকে সমস্ত জামা কাপড় খুলে এই বিছানার উপর শুতে হবে।'

'পুরো ন্যাংটো হয়ে?'

'হ্যাঁ। কারণ আমাকে পুরো পরীক্ষাটা শেষ করতে হবে। শোন আমরা সাইকিয়াট্রিস্টরা একজন মেডিকেল চিকিৎসকও বটে। সাইকোলোজিস্টদের সাথে আমাদের গুলিয়ে ফেলো না।'

আমি সব কাপড় খুলে বিছানায় যখন উঠলাম তখন ডাক্তার আমার আন্ডারওয়েরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল এটাকেও খুলতে হবে।

তখন আমার নিজেকে উলঙ্গ একটা পশু মনে হলো। সাথে সাথে মনে হলো এই উলঙ্গ পশুটার জামিনের দরকার।

'তোমার পা দুটি বিছিয়ে দাও।' ডাক্তার বলল।

'টাট— টা-টা-টা-টাট-টা-টা।' এক সুরে মিউজিক বেজে যাচ্ছে। আর মিউজিকের তালে তালে আমি টের পাচ্ছি ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলো আমার শরীরে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক সময় আমার পাছার উপর এসে থামল। আমি কিছুটা কুঞ্চিত হয়ে গেলাম।

'রিলেক্স।' ডাক্তার বলল। 'তোমার বান্ধবি টেইলর ফিগোরের কথা কি তোমার মনে হয় না।'

'টাট— টা-টা-টা-টাট-টা-টা।'

'অথবা অন্য কারো।'

গানের তালে তালে ডাক্তারের আঙুলগুলো আমার শরীরের নানা আজায়গায় কুজায়গায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছিল। আমার বেশ অস্বস্তি লাগছিল।

'ডাক্তার আপনি যেরকম ভাবছেন বিষয়টা আসলে সেরকম না।' আমি বললাম।

আমার প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ লাগছিল। বাঁধা শুকরছানার মত আমি ঘোৎ ঘোৎ করছিলাম।

BanglaBook.org

ডাক্তার বলল, 'ঠিক আছে তুমি এখন শান্ত হয়ে বসতে পারো। পরবর্তী কার্যক্রমগুলো খুব একটা বিরক্তিকর হবে না।'

'আমিও সেরকম মনে করছি।'

ডাক্তার উঠে বসে একটা তাওয়েল হাতে নিয়ে তার হাতের আঙুলগুলো মুছে নিল।

ডাক্তার বললেন, 'ভারনন তুমি তোমার জামিনের আগে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো। তোমার অবস্থানে দু ধরনের মানুষ আছে। এক প্রকার হলো খুব শক্তিশালী বালকেরা আর দ্বিতীয় প্রকার হলো বন্দি। আমি যখন ডাক্তারের রুম থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখন শুনতে পাচ্ছিলাম ডাক্তারের ঘরের ভেতর ঐ মিউজিকটা আবার বাজতে শুরু করছে। কি এক *আখাম্ভা* ডাক্তার।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে এসে আমি প্রিজন ভ্যানের পেছনে একটা সিটে বসলাম। মানসিক চিকিৎসক এই *কুখাম্ভা* ডাক্তারের সাথে বাজে স্মৃতিটুকু কিছুতেই আমার মাথা থেকে যাচ্ছিল না। ডাক্তারের রিপোর্টে কি বলবে আমি সেটা নিয়ে মোটেও ভাবছি না। গাড়ির জানালা দিয়ে যে সমস্ত দৃশ্যগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল আমি শুধু বসে বসে সেগুলো দেখছিলাম।

রাস্তার পাশে কত বিচিত্র দোকান, ভাঙা আসবাবপত্র, গাছের নিচে পড়ে আছে একটা নষ্ট টিভি, সব কিছুই কেমন তুলিতে আঁকা কোন দৃশ্যের মত লাগছিল।

আমাদের গাড়ি এই সব কিছু অতিক্রম করে চলছিল। এমনকি মাথার উপর ঐ আকাশটাকেও আমরা প্রায় অতিক্রম করে ফেলছিলাম। আমরা পার হয়ে যাচ্ছিলাম মেক্সিকোর সীমানা নির্দিষ্ট করে যে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে রাস্তার পাশে সেটাকেও।

'এই ছেলে।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন গার্ড বলল।

আমি গার্ডের দিকে তাকালাম। খুব বিরক্তিকর লাগছিল ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আমার মনে হলো পৃথিবীতে অধিকাংশ বোবা লোকগুলোই অনেক ভালো আছে। তাদেরকে কোন খারাপ কিছু শুনতে হয় না। আমি উত্তর না দিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলাম।

সেলের ভেতর আমাকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন সেখানে শুধু বসে থাকা, হাঁটাচলা করা, আর পরবর্তী কোর্টের দিনে হাজির হওয়ার অপেক্ষা ছাড়া আমার আর করার কিছুই ছিল না।

আমি শুধু বসে বসে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কোর্টে পরবর্তী যেদিন আমি উপস্থিত হচ্ছিলাম সেদিনটা ছিল খুবই প্যাচ প্যাচে গরম।

BanglaBook.org

আমি উপলব্ধি করছিলাম সেদিন সারা শহরজুড়ে কুকুরের আনাগোনা। কুকুরগুলো কতগুলো বেড়ালকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, আর বেড়ালগুলো কতগুলো ইঁদুরকে তাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আর তারা সবাই আমার মত চুতিয়াকে কোর্টের বারান্দা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি মাথা নিচু করে আমার ক্লাসরুম মানে আমার কোর্টরুমে হাজির হলাম।

'সকলে উঠে দাঁড়ান।' গার্ড বেশ জোরে শব্দ করে বলল।

সকলে উঠে দাঁড়াল। প্রধান বিচারক কোর্টে প্রবেশ করল। আজ শুক্রবারে সমস্ত কোর্ট রুম গরম শ্বাস-প্রশ্বাস আর ভারি মোটা উষ্ণ কাপড়ের গরম ভাপ বেরুচ্ছে। সবাই আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। মা-র কাছের বান্ধবী পেম আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর! সে সম্ভবত কোর্টে এসে আমার সাথে দেখা করতে দেরি করে ফেলেছে। আমাকে দেখার পর সকলের চেহারায় কেমন একটা অশুভ আতংক মনে হয় ভেসে বেড়াচ্ছে। মি. লেচুগা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে অবশ্য মেক্সাসের আসল বাপ না। লোরনার মাও এখানে আছে।

এই সব বিধ্বস্ত লোকগুলোকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। এক ধরনের দুঃখবোধ আমার বুকের ভেতর চেপে বসল।

ভেইনগুরি চলে গেছে। তার চেয়ারটায় সাদা এবং কালো রং-এর চকচকে কাপড় পরে একজন ভদ্রলোক বসে আছে।

বিচারক তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'মি. গ্রিগছন আপনি কি আপনার প্রদেশের পক্ষ থেকে এসেছেন?'

'শতভাগ সত্যি কথা ম্যাডাম। আমি জেলাকোর্ট হয়েই এখানে এসেছি।'

জাজ মনোচিকিৎসক ডা. গোছেনসের ফাইলটা তার ডেস্কের উপর নিয়ে সেটার উপর একবার চোখ বুলালো।

'আমার কাছে একটা মনোগবেষণার রিপোর্ট আছে।'

'আমরা বলিষ্ঠভাবেই অপরাধির জামিনের বিরোধিতা করছি মাননীয় আদালত।'

'কোন যুক্তিতে?' বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

কোর্ট সঞ্চালক বলল, 'আমরা এই ছেলের বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি। আমাদের ধারণা এই ছেলে একবার জামিন পেলে আমরা তাকে আর খুঁজে পাবো না।'

তার কথা শেষ হলে বিচারক আবার মনোবিশ্লেষণ ফাইলটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তিনি আমার এটর্নি আবডিনির দিকে তাকালেন।

বললেন, 'আপনাদের জামিনের আবেদনের ব্যাপারে আর কোন দায়ের

BanglaBook.org

করা যুক্তি আছে?'

আবডিনি এতক্ষণ অস্থিরভাবে তার সামনের টেবিলের উপর হাতের আঙুলগুলো নাচাচ্ছিল। জাজের কথা শুনে সে মাথা তুলে তাকিয়ে বলল, 'মাননীয় ও একটা বাচ্চা ছেলে, গৃহপালিত পারিবারিক বালক। এই ছেলের নানা বিষয়ে কৌতুহল আছে। অবুঝ ছেলে।'

'আমি জানি সেগুলো। এই রিপোর্টে অবশ্য এই ছেলের বিষয়ে আরো বাড়তি কিছু কথা বলা আছে।' জাজ তার হাতটা দিয়ে মশা তাড়াবার মত করে কথাগুলো বলল।

কিন্তু বাদি পক্ষের উকিল গ্রিগছন তখন আবার বলল যে, 'মাননীয় আদালত আমাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের একটা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।'

গ্রিগছনের কথা শুনে বিচারকের চোখের ভ্রু দুটি প্রায় কপালের উপর উঠে গেল।

তিনি বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে পরবর্তী বছরের মার্চ মাসের আগে যেন কোন ধরনের বিবৃতি, রিপোর্ট, সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা না হয়।'

মাননীয় বিচারক তার হাত দিয়ে চোখের চশমার কাঁচ পরিষ্কার করতে করতে হাতের কাছে চিকিৎসকের রিপোর্টগুলোর উপর আবার চোখ বুলালেন। তারপর বললেন, 'কাউন্সিল যে বন্দুক দিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে সেটা ঘটনার স্থল থেকে অনেক দূরে পাওয়া গেছে। আপনি কি এই অপরাধের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় কোন বন্দুকের সন্ধান পেয়েছেন?'

'খুব সম্ভবত পেয়েছি।'

'আপনার কাছে কি সেটা আছে?'

'এখন নেই। তবে অফিসাররা সেটার বিষয়ে তদন্ত করছে।'

তার কথা শুনে জাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে আপনারা হয়ত এখনো আমার হাতে সাইকিয়াট্রিস্টের যে রিপোর্ট আছে সেটার বিষয়ে কিছুই জানেন না। আমি এখন এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি।'

সমস্ত কোর্টরুমে একটা বাজে ধরনের নিরবতা নেমে আসল। উপস্থিত সবাই দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের মনোযোগ আমার উপর এবং বিচারকদের উপর নিবদ্ধ করল।

মাননীয় বিচারক কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে সমস্ত কোর্টরুমের উপর একবার চোখ বুলালেন। কবরের নিরবতা নেমে এসেছে এখানে।

'সম্মানিত ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ। আমি মনে করি এই মুহূর্তে এটা বলা ঠিক হবে যে এই বিষয় নিয়ে অনেক কপচাকপচি করা হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে। আমরা এখন বিরক্ত।'

BanglaBook.org

জাজ হাত দিয়ে তার কলারটা একটু ঠিক করলেন।

'যারা এই মর্মান্তিক ঘটনার শিকার তাদের প্রতি সহমর্মিতা এবং সমবেদনা রেখেই এবং ঐ কমিউনিটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, অভিযুক্ত এই ছেলেটা সে এখন বিচারের অপেক্ষায় দিন গুণছে। ভারনন গ্রিগরি লিটল, মানসিক চিকিৎসকের রিপোর্ট অনুযায়ী সে একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ, অস্থির এবং নিয়ন্ত্রণহীন ছেলে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী আমি তাকে মুক্ত করে দিচ্ছি...'

'আমার ছেলে-মেয়েরা, আহ! আমার অসহায় বাচ্চাগুলো কেন মরল...?' কোর্টরুমে কেউ একজন চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'চুপ করুন। আমাকে শেষ করতে দিন।' জাজ বললেন। 'আমি তোমাকে মুক্ত করে মনোচিকিৎসক ডা. অলিভার গোছেনসের তত্ত্বাবধানে আগামী সোমবার থেকে থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। এর ব্যতিক্রম হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন প্রতিদান। তোমাকে আবার বন্দি করা হবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি ম্যাডাম।'

জাজের প্রতি আমার ভেতর থেকে একরকম কৃতজ্ঞতার ঢেউ ঠেলে বের হয়ে আসতে চাইছে। আমি বলতে চাই জাজকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বিচারকটা খুব ভালো। যদিও সে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে কিছু খারাপ কথা বলেছে। আমি মোটেও সেরকম নই।

'ম্যাম আপনাকে ধন্যবাদ।'

আমরা বাড়িতে ফিরে আসলাম।

আবডিনি বলল, 'আমরা খুব সুখী যে বাড়িতে ফিরে আসার অনুমতি আমরা পেয়েছি।'

আবডিনির কথা শুনে মনে হচ্ছে যে বাড়িতে আসলে সে-ই ফিরে এসেছে। আমি নই। অথবা মনে হচ্ছে যে সে আমারই একজন চুতিয়া ভাই।

'এখন থেকে আবার নতুন করে সেই ভয়ংকর দিনটা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করব।' আবডিনি বলল।

কোর্টে গিয়ে আমি শেখার মত অনেক কিছু পেয়েছি, সেটা আমাকে বলতেই হবে।

কোর্ট একটা আজব জায়গা। এর ভেতরটা মনে হয় লোকজন কোন টিভি নাটক বা মঞ্চ নাটকে অভিনয় করছে। একদল দোষি আর একদল নির্দোষ। কতগুলো নির্বোধ পুলিশ কতগুলো লোকের সাথে চোর পুলিশ খেলা করছে। কি হাস্যকর ব্যবস্থা। আমার নিজেকেও সেই খেলার অংশ বলে মনে হয়েছিল।

আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মা-র বান্ধবী পেম

BanglaBook.org

গাড়ি নিয়ে আসল। এসেই হড়বড়িয়ে কথা বলা শুরু করল।

'তোমাকে ঠিকমত খাবার দিয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ ঠিক মতই দিয়েছিল।'

'কেমন খাবার দিয়েছিল। কোন আজেবাজে খাবার নয়তো?'

'না তেমন কিছু নয়। মোটামুটি ভালই।'

'বলো কি? খুব কষ্ট হয়েছে না?'

'মা কি বাড়িতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অপেক্ষা করো। তিনি একটা গিফট আনার জন্য গিয়েছেন।'

'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে ঠাট্টা করছ।'

'না ঠাট্টা করছি না। একটু অপেক্ষা করলে তেমন ক্ষতি হবে না।'

'কিন্তু দীর্ঘ সময় আমার অপেক্ষা করতে ভালো লাগে না।'

পেম একটু শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি ষোল বছরে পড়বে। আমরা তোমার জন্মদিন নিয়ে একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাই না।'

পারিবারিক এই পরিবেশে আমার হঠাৎ করে খুব ভালো লাগতে শুরু করল। আমি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বাইরে ছিলাম। কিন্তু পারিবারিক এই প্রাত্যহিক রুটিন ধরে আমার মনে হলো এগুলো কত দীর্ঘ সময় ধরে আমার থেকে দূরে রয়েছে। আমি টিভি রিপোর্টার লেলির গাড়িটা খুঁজছিলাম।

আমার প্রতিবেশী লিচুগার বাড়ির আশেপাশে অনেক রিপোর্টার এখনো ভিড় করছে। ছবি তুলছে। কিন্তু লেলি যে জায়াগাটায় তার গাড়িটা রেখেছিল সে জায়গাটা এখন শূন্য।

'এই শুকনো ভাজা খাবারগুলো তোমার মাকে দিও।' পেম বলল।

'তুমি কি ভেতরে আসবে না?'

'আমি এখন পিন বল খেলতে যাব।' পেমের কাছে পিন বল খেলা খুব স্বাস্থ্যসম্মত একটা কাজ।

সমস্ত রিপোর্টাররা আমাকে দেখছিল। আমি ঘরের ভেতর ঢুকেই দরোজা লাগিয়ে দিলাম। ঘরের ভেতর কেমন একটা পরিচিত গন্ধ। আমি রান্নাঘরে একটা কিছু নাড়াচাড়ার শব্দ পেলাম।

তারপর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দাঁড়াও! আমি নিশ্চিত ঘরের ভেতর কেউ ঢুকেছে...'

হ্যাঁ এই তো আমার মা।

'হা ঈশ্বর! দাঁড়াও'

BanglaBook.org

আট

আমাদের বাড়িতে মোটামুটি একটা উৎসবের মত দেখাচ্ছে। মার বান্ধবীরা সবাই এসেছে। পাশের বাড়িতে কি ঘটনা ঘটছে সেটা তারা বেশ উপভোগ্য করে দেখছিল। বাসায় পৌঁছে মার সাথে এখনো দেখা হয়নি। আমি বুঝতে পারছি মা রান্নাঘরে কিছু একটা করছে।

'হাই ভার্ন।' মার বন্ধবি লিওনা আমাকে দেখে বলল।

সে আমার হাত থেকে কিছু শুকনো ভাজা খাবার নিয়ে মুখে দিল। আমি মাকে দেয়ার জন্য এই শুকনো খাবারগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি সকালের নাস্তা যে টেবিলের উপর রাখে সেখানে খাবারগুলো রাখলাম। টেবিলের উপর একটা গিফটকার্ড দেখতে পেলাম। কার্ডটার উপর একটা ছোট্ট বাবুর ছবি। কার্ডটার ভেতরে দেখলাম একটা ছোট্ট প্রেমের কবিতা লেখা। এটা টিভি রিপোর্টার লেলি মাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে।

সবাই যখন ঘরে একত্রিত হলো তখন মা রান্নাঘর থেকে বেশ হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে এল।

'হারে আমার বাচ্চা। আমরা আশা করিনি তোমাকে আবার ফিরে পাব।'

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমু খেল।

লেলি আমার মার সাথে বেশ ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে। শালা। মানুষের প্রতি হঠাৎ করে এই আখাম্ভা ভালোবাসার বিষয়টা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ এর কোন কিছুই আমি বুঝি না।

লেলির টুথব্রাশ আমার বাথরুমের বেসিনে। এটা আমার কাছে মোটেও ভালো লাগেনি। লেলি আমার পাশ দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে মা আছে। সে আমাকে পাত্তাই দিল না। যেন আমি ঘরের ভেতরেই নেই অথবা আমি এই বাড়ির কেউ না। রান্নাঘরে ঢুকে সে একটা উত্তেজক পানীয়ের বোতল খুলল।

ঘরের ভেতরের এই সব হৈ চৈ যদিও আমার ভালো লাগছিল না। আমি রুমের দিকে হাঁটা দিলাম। কিন্তু লেলি রান্নাঘর থেকে হঠাৎ বের হয়ে এসে

BanglaBook.org

আমার পথ আগলে দাঁড়াল। আমার মাথাটা শক্ত করে ধরল। মনে হচ্ছে যেন সে আমার মাথার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে চাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারছি সে আমাকে কিছু বলতে চায়। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

'হে ক্ষুধে বিখ্যাত বালক চলো আমার সাথে কিছু বিষয় ভাগাভাগি করে নাও।'

কিন্তু তখন আমার কেন জানি একটা রোখ চেপে গেল। আমি লেলিকে কিছুই বলতে চাইলাম না। লেলির উপর খুব রাগ হলো আমার। আমি ওকে যতরকম পারি গালি দিলাম। কিন্তু লেলি আমার গালিকে পাত্তা না দিয়ে বরং আরো কঠোরভাবে আমার হাত চেপে ধরল। তারপর খুব নরম স্বরে বলল, 'আমি ঘটনার স্থলে একটা বন্দুকের কথা শুনেছি। আর তুমি শুনেছো অন্য আরেকটার কথা। এখন তুমি কি আমাকে সেই অন্য আরেকটা বন্দুকের বিষয়ে কিছু বলবে?'

আমি শান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

সে আমাকে কয়েক মুহূর্ত দেখল। তারপর চোখের ভ্রুকে উপরে তুলে বলল, 'মনোচিকিৎসক ডা. গোছেনসের বিষয়ে কিছু বলো।' কথা শেষ করে সে আমার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আমি শান্তভাবে মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

লেলি বলল, 'দেখো ভারনন তোমার কাহিনীটা জানা আমার খুব প্রয়োজন। গল্পটা যদি প্যাচ খেয়ে যায় তাহলে এখানে কেউ বাঁচতে পারবে না।'

আমি লেলির কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিলাম।

'দেখো পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদে কোটিপতিকে টিভিতে দেখাচ্ছে।' মা খলবলিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের মাঝে এসে হাজির হলো। মার বুদ্ধি শুদ্ধি মনে হয় আর কখনো হবে না।

'চিন্তা করা যায় কি অবিশ্বাস্য এক বালক।' মা বলল।

মার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লিওনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ঘরের ভেতর একটা উষ্ণ বাতাস ছড়িয়ে পড়ল। আমি লেলিকে মাথার উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম।

'তোমার কি মিলিয়নিয়র হতে ইচ্ছা করে না।' মা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমার কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। আমি শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। ভাবছিলাম আমাকে এই রুম থেকে বের হয়ে মেক্সিকোতে চলে যেতে হবে।

আমার ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিলাম। চারদিকে ভালো করে একবার তাকালাম। শেরিফ ভেইনগুরি আমার ঘরটাকে সার্চ করতে এসে

BanglaBook.org

বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। অবশ্য আমার ডিস্ক প্লেয়ারটা এখনো আছে। পাশেই কয়েকটা ডিস্ক দেখা যাচ্ছে। একটা ডিস্ক ছেড়ে দিয়ে চেক করে নিলাম ঠিক আছে কি না। আমার ব্যগটা গুছিয়ে নিয়ে আমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখন শুনতে পেলাম পাশের ঘরে মা, লেলি, লিওনা সবাই বসে অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে, হৈহুল্লোড় করছে।

আমার প্যাকেটটাকে আকড়ে ধরে আমি শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লাম। ঘরের জানালা দিয়ে মিসেস লিচুগার বাড়িটা একেবারে সামনা সামনি পাওয়া যায়। তার বাড়ির পাশেই এখনো সাংবাদিকরা জটলা পাকাচ্ছে। আমি খুব সাবধানে তাদেরকে এড়িয়ে অন্য আরেকটা গোপন পথ দিয়ে বাড়ির পাচিলের দিকে এগুলাম। আমাদের বাড়ির অন্য পাশেই খুব সম্পদশালী এক দম্পতি বাস করে। আশেপাশের রাস্তাঘাট মোটামুটি বেশ শান্ত ছিল। আমি বেশ সাবধানে আমার মাথার হেটটা কপাল পর্যন্ত নামিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

মেক্সিকো নিয়ে নতুন একটা সুর মনে মনে ভাজতে লাগলাম আর হাঁটতে লাগলাম।

'মেক্সিকো, মেক্সিকো, মেক্সিকো, ফিসিক, ফি- সি-ক, ফি- সি-ক, ফি- সি-ক'

আমি রাস্তায় বেরিয়ে খুব সাবধানেই সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে এগুচ্ছিলাম। আমাকে মেক্সিকো যেতে হবে। পালিয়ে যেতে হবে। আমি একটা বাস কাউন্টারের পাশে এসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বিশ মিনিট পর বাস আসবে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজন মেক্সিকান মহিলার মাঝে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। মেয়ে দুজন হড়বড়িয়ে কথা বলছিল। ওদের শরীর থেকে এমন সুগন্ধ আসছিল যে আমি প্রায় জিজ্ঞেস করেই বসেছিলাম তারা শরীরে কি মেখেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম বাস কাউন্টারের বিশ্রাম কক্ষে আমাদের পাশেই একটা লোক হাতে পেপার নিয়ে পড়ছে। লোকটার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ছবি। দোষি?

আমি আতংকে প্রায় জমে গেলাম। সবাই এখনো আমাকে লক্ষ্য করেনি। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন টিকেট কাউন্টারের দিকে এগুচ্ছে। কাউন্টারম্যান কাগজ পত্র ছবি সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কাউন্টারম্যান আমার কাগজ পরীক্ষা করে কি বলবে। কিন্তু আমি যখন কাউন্টারের পাশে দাঁড়ালাম তখন আমাকে যেন কাউন্টারম্যান দেখলই না। সে বেশ শব্দ করে বলল, 'হোল্ড পেলমেয়ার।'

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মার বান্ধবি পেম কখন যে আমার

BanglaBook.org

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি এখানে কি করছ?'

'আমি কাজ খুঁজছি।' মনে হলো আমার উত্তর শুনে সে খুশি হয়নি।

'চলো আমার সাথে বাড়িতে চলো। একি কথা। বাচ্চা একটা ছেলে অচেনা জায়গায় কাজ খুঁজছে। আমি অবশ্য এখন তোমাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।'

সবাই অবাক হয়ে দেখল পেম আমাকে কেবল একজন দুষ্ট শিশুর হাত ধরার মত শক্ত করে ধরে নিয়ে স্টেশনের বাইরে বের হচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নয়

'রাস্তার কুকুরগুলো এই বন্দুক আর অন্যান্য আসবাবগুলো খুলে ফেলেছে।' টিভির একটা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে শেরিফ বলল। 'সুতরাং যদি কোন অস্ত্র ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া যায় তাহলে সেই অস্ত্রের উপর আঙুলের ছাপ থেকেই আসল বিষয়টা বেরিয়ে আসবে।'

'আর যদি আপনারা কোন আঙুলের ছাপ পান তাহলে মামলা কি ক্লোজ করে দিবেন?' উপস্থিত সাংবাদিক বলল।

'হ্যাঁ আপনি এই বিষয়ে বাজি ধরতে পারেন।'

মা এতক্ষণ টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। এই সব কথাবার্তা হওয়ার পর মা টিভি বন্ধ করে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'দোহাই লাগে ভারনন তুমি আর ঐ ঘটনার স্থানে যেও না। দেখেছ তো লোকজন তোমাকে নিয়ে কি সব কথা বলছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সারা শহর জুড়ে তোমার আঙুলের আকৃতিতে কি আর কারো আঙুল নেই। আশ্চর্য!'

মা কিছুক্ষণ থেমে তারপর আবার বললেন, 'শোন এখানে একজন পাদ্রি আছেন। তুমি তার সাথে কাজ করতে থাকো। এটা যদিও তেমন যুতসই কাজ না। কিন্তু লেলি বলেছে তুমি যে ভালো একটা কাজ করছ এটা এখানকার সমাজকে বোঝানো খুব দরকার।'

'কিন্তু মা আমি তো কিছুই করিনি।'

আমার কথা শুনে লেলি বলল, 'ভারনন গ্রিগরি, তোমার মার সাথে অহেতুক তর্ক করা তোমার ঠিক হবে না।'

লেলি আজ বেশ ফিটফাট একটা পোশাক পরেছে।

আমার খুব মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। এখন আমার কিছুই করতে ইচ্ছে করছিল না। মরে যেতে ইচ্ছে করছিল কিংবা আবার জেলখানায় চলে যেতে ইচ্ছে করছে। গতকাল রাতটা সত্যিকার অর্থেই খুব আচোদা মার্কা দীর্ঘ একটা রাত ছিল। আর এই রাতটাকে আরো বিরক্তিকর করার জন্য মিসেস

BanglaBook.org

লিচুগার বাড়ির কুকুরটা প্রায় সারারাত ঘেউ ঘেউ করল। আমি শপথ করে বলতে পারি শহরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ একটা বৃত্তের মধ্যে চলতে থাকে। যেটা শুরু হয় কার্টের ঘেউ ঘেউ এর মাধ্যমে আবার শেষ হয় কার্টের ঘেউ ঘেউ দিয়ে। আমি জানি না কীভাবে কার্ট, কুকুরদের এই ঘেউ ঘেউ কার্যক্রমের লিডার হলো।

লেলি বসে বসে জিনসেং খাচ্ছিল। আর মাঝে মাঝে মার সাথে ফোরন কাটার মত করে কথা বলছিল।

'হেই, শোনো তোমার কি মনে আছে আমরা কি বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। আমরা ইচ্ছা করলে এই ঘরটাকে নতুন মডেলের ফ্রিজ দিয়ে ভর্তি করে ফেলতে পারব।'

ওর কথা শুনে মার ঠোঁট দুটো একটু কুচকে উঠল। মা আর লেলি বেশ ঠাট্টার স্বরে কথা বলছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম।

ঠিক সেই সময় একজন ধর্মযাজক বাড়ির পেছনের বারান্দা দিয়ে ঢুকে আমাদের ঘরে প্রবেশের আগে রান্নাঘরের জানালার পাশে এসে একটু থামল। এই ধর্মযাজকের সাথেই তার সহকারী হিসেবে আমাকে কাজ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

ধর্মযাজক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজকের এই সুন্দর শনিবারে রান্নাঘরের এই পিঠাগুলো থেকে বেশ ভালই সুঘ্রাণ বের হচ্ছে।' এই হলো পুরোহিত গিবন।

মা পুরোহিতকে দেখে বললেন, 'কেকগুলো এখনো অনেক গরম।'

পুরোহিত ঘুরে এসে রান্নাঘরে ঢুকলেন। তারপর একটুকরো কেক হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'তুমিই তাহলে আমার সহকারী হতে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ এই হলো আপনার ছেলে।' লেলি বলল।

তারপর তারা দুজন এই কমিউনিটিতে কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপচারিতা করল। এই ক্ষেত্রে মিডিয়ার কি ভূমিকা থাকতে পারে সে বিষয়টাও পুরোহিত তুলে ধরলেন লেলির সামনে। তার কথা শুনে লেলি হাসতে হাসতে বলল, 'এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য আপনাকে ক্যামেরার সামনে আনা হবে। আপনার জন্য কিছু সময় অবশ্যই বরাদ্দ করা হবে যেন আপনি কিছু বলতে পারেন।'

তার কথা শুনে পুরোহিত যেন খুব খুশি হয়ে গেল। 'আরে এটা তো আমার জন্য...'

তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে তিনি দরোজার দিকে

BanglaBook.org

আমাকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'স্রষ্টা তাকেই সাহায্য করে যে নিজেকে সাহায্য করে।'

'আপনার সাথে যেন আবার দেখা হয়।' মা বলল।

লেলি আমাদের পিছু পিছু বারান্দা পর্যন্ত এল। মা যখন আমার চোখের আড়ালে চলে গেল তখন সে আমার কানটা শক্ত করে ধরে মোচড় দিয়ে বলল, 'এই হলো তোমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ। এটাকে নষ্ট করো না।'

আমি পুরোহিতের সাথে নিউ লাইফ সেন্টারের দিকে রওনা দিলাম। লেলি আমার কানটা বেশ ভালোভাবেই রগড়ে দিয়েছে। আমি কিছুক্ষণ কানে হাত বুলালাম। পুরোহিত গিবন গাড়ি চালাচ্ছিল।

গাড়িতে বসে সে আমার সাথে একটা কথাও বলল না। আমরা লিওনা ডান্টের বাড়ি অতিক্রম করলাম। তার বাড়ির সামনে একটা ফোয়ারা থেকে পানি ঝরছিল। আমি জবুথবু হয়ে গাড়ির সিটে মাথা নিচু করে বসেছিলাম। হঠাৎ করে গাড়িটা থামল। আর এমিলি লোযোনো গাড়ির জানালা দিয়ে আমাকে দেখে চিৎকার করা শুরু করল।

'ভারনন, হেই ক্ষুদে ভারনন।' সে আমাকে দেখে তার মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে স্যালুট দিয়ে বসল। যেন আমি কোন আচোদা এক বীর। এই অবস্থা দেখে পুরোহিতের চোখ কপালে উঠে গেল। সে আমার দিকে অবাক হয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল।

অবশেষে আমরা নিউ লাইফ সেন্টারে পৌঁছলাম। নিউ লাইফ সেন্টারের পাশে রেল লাইনের চিহ্ন দেখে আমার খুব ভালো লাগল।

নিউ লাইফ সেন্টারটা আসলে আমাদের পুরোহিতের চার্চ। আজকে চার্চের আশেপাশে আর গাড়ি পার্কিং-এর জায়গাগুলো বেশ সাজানো গোছানো। মনে হচ্ছে যেন এখানে কোন মেলা বা মার্কেট বসেছে। কিংবা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। চারদিক স্কুলে যেভাবে আমরা কোন বিশেষ দিনে প্লাকার্ড কিংবা পোস্টার দিয়ে পুরো স্কুল সাজাতাম সেভাবে আশেপাশের রাস্তাঘাট এখানে সাজানো হয়েছে।

আমি পুরোহিতকে সাহায্য করলাম গাড়ি থেকে কেক ও অন্যান্য জিনিসগুলো নামাতে। পুরোহিত আমাকে একটা কেক রাখার তাকিয়ার পাশে নিয়ে দাঁড় করাল। কিছুক্ষণ পর আমাকে চার্চের ধর্মীয় সংগীত গাওয়ার বিশেষ একটা পোশাক ধরিয়ে দিল আমি যেন সেটা পড়ি। ধর্মীয় সংগীতের গাউনটা পড়ার পর আমাকে এত অদ্ভুত লাগছিল যে আমাকে কেবলই একটা *বোকাচোদার* মত মনে হচ্ছিল।

তুমি হয়তো জানো না আমার মাথার ভেতর এক ঝাঁক পরিকল্পনা

BanglaBook.org

ঘুরপাক খাচ্ছিল কীভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায়। এখানে কিছু লোকের সাথে আমার দেখা হলো তারা ক্রুশ নির্মাণ কিংবা এর সাথে জড়িত। এই লোকগুলো হয়তো বাসস্ট্যান্ডে পেমের পাশে আমাকে দেখেছিল। তারা পত্রিকায়ও আমার ছবি দেখেছিল। তবে এখন হয়ত হঠাৎ করে চিনতে পারেনি। তারা চেনার চেষ্টা করছিল আমাকে। কিছুক্ষণ পরেই যদি তারা ভারনন লিটল কে চিনে ফেলে তাহলে হয়ত এখানে একটা বাজে ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করা শুরু করবে। তার মানে আমাকে যেভাবেই হোক এই দেশটা ছাড়তে হবে।

সেটা হতে পারে সুরিনাম থেকে আসা কোন ট্রাকে করে কিংবা এমন কোন ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে যে আমাকে চেনে না বা যে বাইরের পৃথিবীর কোন খবর রাখে না।

কিছুক্ষণ পর আমার মা আর লেলি এসে উপস্থিত হলো। বোকা মানুষেরা সব সময় হৈচৈ করতে ভালোবাসে। মাও তেমনটা শুরু করল।

'হায় ববি, হায় মার্গারেট!' বলতে বলতে মা এসেই অন্যদিকে ছুটে গেল। লাল রং-এর একটা সানগ্লাস মাথার উপর ঝোলানো।

লেলি ঘুরতে ঘুরতে আমার কেকের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আমার উৎসবের কেক নিয়ে কিছুটা খোঁচা দেয়ার মত করে বলল, 'কি অবস্থা কেমন চলছে।'

'ভালো।' আমি বললাম।

'উৎসব কেকের পাশে তোমার হাসিটা ঠিকমত হচ্ছে না।'

'তুমি এই সমস্ত কথা নিয়ে জাহান্নামে যাও।' আমি লেলিকে এই কথাটা বলতে চাইলাম। কিন্তু সেটা না বলে মনের ভেতরই আমার কথাটাকে লুকিয়ে রাখলাম।

লেলি আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার গাউনটা সুন্দর হয়েছে।' কথাটা বলে লেলি তার কাঁধটাকে একটু ঝাঁকি দিল।

মা কোত্থেকে যেন আবার উড়ে এসে হাজির হলো।

'লেলিটো চলো সামনে যাই।' মার চোখ দুটি মেলায় আসা লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে বারবার উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করেই আমার উপর তার চোখ পড়ল। তিনি গোয়েন্দাদের মত বললেন, 'ভারনন তুমি ঠিক আছো তো?'

'আমার ধারণা আমি ভালো আছি। কিন্তু ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমি যদি বলি ভালো নেই তাহলে কি করার আছে তুমিই বলো।'

মা আমার জামার কলারটা একটু ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'আমি সব সময় চাই তুমি সুখী থাকো। তুমি যদি একটা কাজ জোগাড় করতে পারতে আর কিছু

BanglaBook.org

টাকা জমাতে পারতে তাহলে আরো সুখী হতে পারতে।'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'মা তুমি যাও তো।'

'আমি তোকে এখনো অনেক ভালোবাসি।'

'আমি জানি মা, এমনকি একজন খুনীকেও।'

'হায় গ্লোরি! হায় ক্লিটাস!' মা আমাকে একটা চুমু খেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

হঠাৎ করে টেইলরের মাকে দেখে আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। টেইলরের মা অবশ্য আমাকে লক্ষ্য করল না। সে অন্যদিকে হেঁটে চলে গেল।

পুরো মার্কেটটার উপর দিয়ে আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমি একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। কিন্তু সেরকম কিছু পেলাম না। কিছুক্ষণ পর শেরিফ জর্জ পোরকরনি এসে উপস্থিত হলো। বেট্টি তার সাথে দেখা করতে গেল।

তারা দুজনই আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

জজ ফিসফিস করে বলল, 'দেখ এই ছেলেটাকে। তাকে আজ অনেক ইতিবাচক মনে হচ্ছে। সে যদি ইতিবাচক সবসময় থাকে তাহলে অনেক জটিল সমস্যারও মুখোমুখি সে হতে পারবে।'

'আমি জানি। ও হলো মেক্সিকান ছেলেদের মত শক্ত।'

ওদের কাছে আমার কাছে ভালো লাগছিল না।

শুধু পেলমেয়ার যখন আসল তখন ওকে দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পেলমেয়ার আমার মাথার চুলগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে খেলা করল।

অবশেষে দুটার সময় পুরোহিত অনুষ্ঠানের র‍্যাফেল ড্র-এর পুরষ্কার ঘোষণার স্থলে গেল মি. লিচুগাকে সাথে নিয়ে। সেখানে মা, লেলি, জর্জ এবং বেটিসহ আরো অনেকে রাস্তার পাশে পুরস্কারের তাঁবুর পাশে গিয়ে একত্রিত হলো।

'মাননীয় ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ।' পুরোহিত গিবন কথা বলা শুরু করল। 'এটা হলো সেই মুহূর্ত যার জন্য আপনারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এখনই চিত্তার্কষক প্রধান পুরস্কারটা ঘোষণা করা হবে।'

উৎসব মেলার সমস্ত লোক পুরোহিতের ঘোষণার আশেপাশে একত্রিত হলো। আমার কাছে তখন মনে হলো এই তো সুযোগ। বের হয়ে যাওয়ার জন্য আমার জানালা খুলে গেছে।

'হেই ডিউড!' আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা ছেলের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আমি ডাক দিলাম। 'তুমি কি ঘণ্টাখানেকের জন্য কোন কাজ করতে পারবে?'

'এরকম উদ্ভট পোশাকে আমি কোন কাজই করব না।'

'তোমাকে এই পোশাকটা পরতে হবে না। তুমি শুধু এই কেকগুলোর প্রতি একটু নজর দিবে।'

'আমাকে বিনিময়ে কত দিবে?'

'যা বিক্রি হবে তার উপর টাকা পাবে।'

'না এভাবে আমি রাজি না।'

'ঠিক আছে আমি তোমাকে বিক্রি যা হবে তার উপর শতকরা আঠারো ভাগ দিব।'

'আসলেই দিবে? এই বাজে কেকগুলোর জন্য। আমি জীবনেও কেকের নাম উৎসব কেক শুনিনি।'

তখনই আবার পুরোহিতের গলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এবং এই হলো বিজয়ির টিকেট। টিকেট নাম্বার *সাতচল্লিশ নং সবুজ টিকেট।*'

ঘোষণাটা শুনে একটা মুহূর্তের জন্য বাচ্চা ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পকেটে হাত দিয়ে নিজের টিকেটটা বের করে নাম্বারটা একবার মিলিয়ে নিল। বোঝা গেল ওর টিকেটের নাম্বারটা মিলেনি।

হঠাৎ করে মার চিৎকার শোনা গেল।

'হায় খোদা। এই তো আমার কাছে সবুজ সাতচল্লিশ নং টিকেট।'

লেলিসহ অনুষ্ঠানের সমস্ত মহিলারা তার পাশে এসে ভিড় করল। আমার মা এর আগে কখনো কোন কিছুতেই জয়ী হতে পারেনি।

'ডিউড!' আমি ঐ ছেলেটাকে আবার ডাক দিলাম।

ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমাকে বিশ বাক্স দিতে হবে এক ঘণ্টার জন্য।'

'তাহলে তো আমাকে বিল গেটসের মত ধনী হতে হবে।'

'হয় বিশ বাক্স দিবে না হলে তোমার সাথে কোন কথা না।'

'হ্যাঁ এই হলো বিজয়ী। এখন সে রেফ্রিজারেটরসহ আরো অনেক কিছু উপহার পাবে।' এর মধ্যে পুরোহিত গিবন আবার কথা বলা শুরু করল।

আমার মা আবার চিৎকার করে উঠল।

'ওহ!'

ছেলেটা আমাকে বলল, 'তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে ঘড়ির দিকে

BanglaBook.org

তাকাও। এখন দুটা দশ বাজে। এরপর থেকে এক ঘণ্টা।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছেলেটাকে বললাম, 'এখন দুটা পনের বাজে।'

'না এখন দুটা দশ বাজে। হয় এই সময় মতে কাজ করতে দাও নাহলে তোমার সাথে কোন কাজ নয়।'

যাই হোক আমি ছেলেটাকে কাজ দিতে রাজি হলাম। সে আমার উৎসব কেকগুলো নিয়ে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি শরীর থেকে অদ্ভুত গাউনটা খুলে পাশেই একটা টেবিলের নিচে রাখলাম। তারপর দৌড়ে বের হয়ে চার্চের পাশে যে ট্রেনের রাস্তাটা দেখেছিলাম সেটার দিকে হাঁটা দিলাম। এটার শেষ মাথায় রয়েছে লিবার্টি ড্রাইভ।

অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হওয়ার সময় আমি শুনছিলাম পুরোহিত গিবনের গলার স্বর। সে তখনো পুরস্কার নিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পেলাম মা উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে নিউ লাইফ সেন্টারের বিশ্রামকক্ষের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

কিন্তু এইগুলো আমার উপর কোন প্রভাব ফেলল না। আমাকে যেভাবেই হোক আমার বাইকটা নিতে হবে। তারপর সেটা দিয়ে চলে যেতে হবে কিটারে।

আমি যখন ফুটপাতে উঠে মাথা নিচু করে হাঁটা দিলাম তখন শুনতে পেলাম কেউ একজন আমাকে পেছন থেকে ডাকছে।

'লিটল!' আমি ডাক শুনে আরো জোরে হাঁটা দিলাম। কিন্তু সেই গলার স্বর আবার শুনতে পেলাম।

'তুমি কি ভারনন লিটল নও?'

আমি বুঝতে পারলাম এটা হলো যাকে আমি আমার কেকের দোকানের সামনে এক ঘণ্টার কাজ দিয়ে এসেছিলাম সেই ছেলেটি। ডিউক। মনে হয় সে একজন মিডিয়ার রিপোর্টার।

সে দৌড়ে আমার পাশে এসে বলল, 'তুমি কি তোমার বাড়ির পাশে কোন লাল রং এর ভ্যান গাড়ি দেখোনি?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'আমি বলতে চাচ্ছিলাম কে এটা ড্রাইভ করতো।'

'ও সে হলো সি এন এন থেকে এসেছে। ইউলেলিও।'

'হ্যাঁ। এই লোকটা এসেছে নিকোগডোচেস থেকে। তুমি কি তাকে দেখেছিলে?'

'কি! নিকোগডোচেস।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। এই লোকটাই এই যে এখানে আছে।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অদ্ভুত দর্শনের এক লোক তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

তাতে লেখা, *'প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস টেকনিশিয়ান ইন চিফ।*

অচেনা লোকটা তার মাথাটাকে দুলাতে লাগল।

'ও ইউলেলিলো, ইউ লে লি ও, ইউ লে লি ও।' আমি সি এন এনের সাংবাদিকের নামটা নিয়ে একটা গান বানিয়ে সেটা সুর দিচ্ছিলাম। আমি *কিটারসের* দিকে যখন যাচ্ছিলাম তখন এই সুরটা বারবার আওড়াচ্ছিলাম। আমার নিজেকে খুব সুখী সুখী লাগছিল।

আমি অনুভব করছিলাম জিসাস বাতাসে আমার পাশেই আছে। সে মরে যায়নি।

আমার কাছে ভালো লাগছিল কারণ আমি একটা নাড়া দেয়ার মত সুযোগ খুঁজে পেয়েছি। আমি এখন কার্ডের এই লোকটাকে ফোন দিব। তারপর সে পরবর্তীতে আমার বাড়িতে আসবে। আশা রাখি তখনই সব রহস্যের জাল বের হয়ে আসবে।

তার মানে আমি যখন এই শহরটা ছেড়ে যাব তখন আমার মাকে নিরাপদ রেখেই যেতে পারব। এই বিজনেস কার্ডটাই এখন আমার শক্তিশালী একটা অস্ত্র।

ফোন করার জন্য আমাকে যেতে হবে পে ফোনের কাছে। ঐটা আবার শহরের প্রান্তে কিটারস কর্ণারে। এটাতে ফোন করা অনেক সাশ্রয়। তুমি যদি ক্রোকেটস এলাকায় বসবাস করো তাহলে এটা হবে তোমার ব্যক্তিগত ফোন। পাহাড়ি রাস্তার আশেপাশে এই এলাকাটা বড় বেশি শূন্য আর নিরব। জনসন রোড থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সাইনবোর্ড টানানো। যেখানে লেখা, 'মারটিরিওতে আপনাকে স্বাগতম।'

কোন কোন দুষ্ট লোক এই সাইনবোর্ডের মধ্যে লিখে রেখেছে এই এলাকার লোক সংখ্যা এবং আরো অন্যান্য তথ্য।

আমার হোন্ডাতে চড়ে আমি ফোনটার দিকে গেলাম।

এখন বাজে দুটা উনত্রিশ। আমাকে বেশ সর্তকতার সাথেই থাকতে হবে। কারণ এক ঘণ্টা পরই অনুষ্ঠান স্থলে মাইকে আমার নাম ঘোষণা করা শুরু হবে। আমি পকেট থেকে কার্ড বের করে নাম্বারটা ডায়াল করলাম। ওপাশ থেকে রিং হচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি।

একজন মহিলা ফোনটা রিসিভ করল।

'হে-লো-ও।' বেশ সুরেলা গলা।

BanglaBook.org

'আ- হ্যাঁলো! ইউলেলিও লেডেছমা কি এখানে কাজ করে?'

ওপাশ থেকে মহিলাটার একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। 'আপনি কে বলছেন?'

'ব্রেডলি প্রিচার্ড, মারটিরিও থেকে।'

'তাকে আপনার কি দরকার?'

'ম্যাডাম আমি আপনাকে কোনভাবেই বিরক্ত করতে চাই না। আমি এমনিতেই ফোন করেছি। আমি শুধু চাচ্ছিলাম...'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু তিনি তো এখানে নেই।'

'আমি জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই তাকে গত কয়েকদিন টিভিতে দেখেছেন?'

'ব্যাপারটা আমি আপনাকে কীভাবে বলি। গত ত্রিশ বছর ধরেই আমি অন্ধ। কিছুই দেখি না।'

'ম্যাম আমি সত্যিকার অর্থেই খুব দুঃখিত।'

'তুমি কি তাকে দেখেছ? আমার লেলোকে ?'

'আসলে সত্যি কথা বলতে কি ম্যাম সে এখন আমার এক বন্ধুর বাড়িতেই আছে।'

'খুব ভালো কথা। তাহলে আমি একটা কলম নিচ্ছি তুমি ঠিকানাটা বলে দাও।'

আমি খুব অবাক হয়ে ভাবছিলাম কীভাবে একজন অন্ধ লোক লিখতে আর পড়তে পারে।

ঐ পাশ থেকে মহিলাটা বলল, 'আমি জানি সে ঐখানেই থাকতে পারে। তুমি তাকে বলে দিও ফাইনান্স কোম্পানি আর এক মুহূর্তও দেরি করতে চাইছে না। সে যে ভ্যানটা ভাড়া করে এনেছে তার পেমেন্টটা এই মুহূর্তেই দিতে হবে। আমি চাইছিলাম কোন কিছুই যেন আমার নামে না হয়।'

আমি মহিলাটাকে বিদায় জানিয়ে আমার বাইকে চড়ে পাহাড়ের ঢালের দিকে রওনা দিলাম বন্দুক খুঁজে বের করার জন্য। আমার মৃত বন্ধু জিসাস আমার বাইকের পেছনে যেন ভেসে ভেসে উড়ে চলছে। আমি অনুভব করছিলাম।

কিটারম্যান নামে এক লোক এই অঞ্চলের বিশাল এই এবড়োথেবড়ো খালি জায়গাটা কিনে নিয়েছিল। তারপর সে এখানে একটা ভাঙারির দোকান দেয়। যতরকমের ভাঙাচুড়া পার্টস, গাড়ি জাহাজের ধ্বংসাবশেস, প্রায় সব কিছুই এখানে পাওয়া যেত। এটা ছিল শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে।

মারটিরিওর ছেলে এখানেই এসে প্রথম তাদের বান্ধবিদের প্রথম স্বাদ গ্রহণ করত। অনেকে প্রথম বন্দুক চালনার অভিজ্ঞতা লাভ করত।

BanglaBook.org

এখান থেকে আর একষট্টি গজ সামনে এগুলে কিছুটা নিচে ঝোপঝাড় ওয়ালা একটা জায়গা আছে। কিছু টিনের টুকরো দিয়ে আমরা জায়গাটা ঢেকে রেখেছি। গত কয়েকটা বছর আমরা যখন একেবারে মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় চলা ফেরা করছিলাম তখন এই জায়গাটা ছিল আমাদের আড্ডা মারার প্রধান কার্যালয়। তুমি যদি জানার প্রয়োজন বোধ করো তাহলে আমি আরো অনেক কিছুই বলতে পারি। এখানে এই জায়গাটাতেই আমি একটা রাইফেল খুব সাবধানে সতর্কতার সাথে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

এখন বাজছে দুপুর দুটা আটত্রিশ মিনিট।

আশেপাশে খুব ভ্যাপসা আর প্যাচপ্যাচে গরম। আকাশে মেঘের স্তুপগুলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি এই ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে প্রায় দুইশত গজ ভেতরে চলে এলাম। ভেতরে এসে শুনতে পেলাম কেউ একজন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো কিছু একটার কারণে দুলছে। আমি আরো ভেতরে ঢুকে দেখি অনেক যন্ত্রপাতির স্তুপের ভেতর *টেইরি লেসন* কাজ করছে। তার কাজ হলো নানা ধরনের যন্ত্রপাতি মেরামত করা।

সে আমাকে দেখে একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'শোন ছেলে এখানে যা কিছু আছে কোনটার মধ্যে হাত দিবে না। এইগুলো বিপজ্জনক।'

'অবশ্যই মি. লেসন। আমি কেবল একটু ঘুরে বেড়াতে এখানে এসেছি।'

'আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবেই বলছি এটা ঘুরে বেড়ানোর জন্য আদর্শ জায়গা না। সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি রাস্তায় উঠে সেখানে ঘুরে বেড়াও।'

কথা বলা শেষ করে সে আমার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে আসল। তার কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল। তার চোখদুটো বেশ কয়েকবার পিট পিট করে জ্বলে উঠল। তার এই রকম ক্রুদ্ধ মানসিক অবস্থা দেখে আমি বললাম, 'জনাব আমি শুধুমাত্র সান মারকোছ রাস্তায় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। আমি এগুলোর কোন কিছুই স্পর্শ করব না।'

মি. লেছন দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনল। তার মুখটা ঝুলে আছে। মুখের ভেতর জিভটা সাপের মত লিক লিক করছে। সে হাসফাস করতে করতে বলল, 'শোন বৎস আমি তোমাকে বলছি সান মারকোছের রাস্তা এদিকে না। তোমাকে আমি আবারো বলছি তুমি এই দিক দিয়ে জনসন রোডে চলে যাও।'

'কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম....'

'বৎস তোমার জন্য এখন সবচেয়ে নিরাপদ কাজ হলো জনসন রোডে ফিরে যাওয়া। আমি তোমাকে এটা করার জন্যই নির্দেশ দিচ্ছি। এই জায়গাটা হলো সুরক্ষিত। এখানে বাইরের কারো প্রবেশ নিষেধ।'

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে শেষ করার পর আমি দেখলাম তার মুখের চোয়াল আরো অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে বেশ ভালই খেপেছে ভদ্রলোক।

'এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় হও।'

আমি সেখান থেকে সরে আসলাম। এই জায়গাটাতে ছোট ছোট বেশ ভালো ঘাসের ঝোপ। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। বন্দুকটার কাছে পৌঁছানোর আমার শুধু একটামাত্রই সুযোগ ছিল। লেসেন যখন আমার চোখের সামনে থেকে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল তখন আমি চোখের কোণা দিয়ে তাকে একবার দেখে নিয়ে দ্রুত একটা গাড়ির পিছন দিকে চলে গেলাম। কিটারসের এই অংশটায় ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের ঘনত্ব একটু বেশি। অনেক অনেক লম্বা লম্বা গাছ চারপাশটা ছেয়ে আছে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে আমার নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলাম। যেন কেউ আমাকে দেখতে না পায়।

'বারনি?' খুব ছোট্ট করে কেউ একজন ডাক দিল।

'কে?' আমার স্নায়ুতে দ্রুত বিদ্যুৎ খেলে গেল।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। একটা ঝোপের পাশে এলা বাউচার্ড বসে আছে। সে ক্রোকেটসে থাকে। আমার সাথে জুনিয়র স্কুলে পড়তে যেত।

'হাই বারনি।' সে আরেকটু কাছে আসতে আসতে বলল।

'এই চুপ। যেখানে আছ সেখানেই থাক। ও গড।'

'বারনি মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে চাচ্ছ?'

'এলা। সত্যিকার অর্থেই আমি চাই যে ঠিক এই মুহূর্তে আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে। আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে আছি।'

এলা আমার কথা শুনে বিস্তৃত একটা হাসি দিল। সে তার বড় বড় নীল চোখ দিয়ে আমাকে দেখছিল। যেন মনে হচ্ছে কোন একটা পুতুল আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এলা কয়েক পা পিছু গিয়ে তারপর বলল, 'বারনি আমি কি শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারি? আর কিছু করব না।'

'ধেৎ! চুপ করো। আমার নাম বারনি না।'

'না তুমি বারনি কিংবা বারনিই হবে।'

'শোন এলা আমি এখন তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। অন্য কোন সময় তুমি থেকো।'

'ঠিক আছে ধরে নিলাম কথাটা সত্য। কিন্তু সেটা কবে?'

'আমি অবশ্য বলতে পারছি না। এই ধরো পরে আবার যখন দেখা হবে।'

'প্রমিজ করছ?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ প্রমিজ করছি।'

আমি এলার গরম শ্বাস-প্রশ্বাস টের পেলাম। আমি ওর মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম যেন সে চলে যায়। কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সে আমার দিকে এখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আবার কি হইছে?' আমি এলার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম। তুমি এখনো যাচ্ছ না কেন?'

সে আমার দিকে তাকিয়ে খুব দূর্বলভাবে হেসে তারপর বলল, 'বারনি আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তারপর সে প্লাস্টিকের সেন্ডেলের শব্দ করে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

আশেপাশে কোন একটা টিম হয়ত গুরাগারা বাচ্চা নিয়ে ক্যাম্পিং এর জন্য এসেছে। আমি ঝোপের একটু দূর থেকে তাদের গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা কথা বলছে।

'ছেলেরা ঐদিকে যেও না।' একজন মহিলা বলল। মনে হয় ঝোপঝাড়ের বিপদ থেকে মহিলাটা বাচ্চাদের সর্তক করে দিচ্ছে। এর মধ্যেই হয়ত কারো বাথরুমের প্রয়োজন পড়ল। তখন মহিলাটি বলল 'ঐদিকে পায়খানার যে চাকতিগুলো দেখা যাচ্ছে সেখানে তোমরা কাজ সারতে পারো।'

আমি ঠিক এই সময় এলা বাউচারের গলার স্বর শুনতে পেলাম।

'বাথরুম করার জন্য এই চাকতিগুলো নিরাপদ না। এখানে সাপ থাকতে পারে।'

'ও খোদা।' মহিলাটি মনে হলো ভয় পেয়ে পিছু চলে গেল।

তারা দলবল নিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার আস্তানার কাছে চলে আসল যেখানটায় আমি একা একা বসেছিলাম।

আমাকে দেখে মহিলাটি বলল, 'কি ছেলে নাম কি তোমার?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'আ ব্রাড প্রিচারড।'

'ব্রাড পিচারড! কিন্তু এই নামেতো আমাদের একজন আছে। তুমি একা এখানে কি করছ। দাঁড়াও আমি একটু পুলিশ অফিসার ভেইনগুরির সাথে কথা বলছি।'

মহিলাটা তার কথা শেষ করার আগেই আমি আমার বাইকে চড়ে বসলাম। তারপর পেছনে ধুলির মেঘ উড়িয়ে সেখান থেকে চলে আসলাম। রাস্তার চিহ্নগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি অবশেষে গুরি স্ট্রিটে এসে রাস্তার পাশেই একটা ব্যাংক মেশিনের পাশে আমার বাইকটাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দাঁড়ালাম। আমি আমার বাইকটাকে খুব ভালোবাসি। বাইকটা দেখতে খুব ভালো না হলেও গতি আর মজবুতের দিক দিয়ে এটা অনেক উন্নত ছিল।

BanglaBook.org

আমি পকেট থেকে ব্যাংকের কার্ডটা বের করে মেশিনে ঢোকালাম। ৬৭৬৮ নাম্বারের কোডটা চাপ দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। মনে হলো যেন নয় বছর।

তারপর মেশিনের পর্দায় একটা লেখা ভেসে উঠল।

'ব্যালেন্স— ২.৪১ ডলার।'

এটা হলো আমার অসহায়ত্বের শেষ লক্ষণ।

BanglaBook.org

দশ

ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না।

আমি যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন চারটা বেজে গেছে। আমি আশা করছিলাম বাসাটা খালি পাব। বাড়ির সামনে এসে দেখি বাইরে লেলির ভাড়া করা গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি একটা ভূতের মত রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে প্রথমে সব কিছুই বেশ নিরব পেলাম। কিন্তু এর পরেই সামনের দরোজায় কেউ নক করল। দরোজার সামনে কড়া একটা সুগন্ধি টের পেলাম। এরপরই মামের চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। এরপরই আমার পাশে দিয়ে রান্নাঘরের জানালাটা খুলে গেল। ডরিসের নাম উচ্চারণ করতে করতে লিওনা তার চুলগুলো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল।

'এই চুপ! লেলি ঘুমাচ্ছে।' মাম হিস হিস করে বলল।

লক্ষ্য করো। আমার বাবা যখন অতিরিক্ত বিয়ার খেয়ে সোফার উপর ঘুমে এলিয়ে পড়ত তখন আমার মাম শক্ত হাইহিল পরে খাট খাট শব্দ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যেত। তার উদ্দেশ্য ছিল আমার বাবার ঘুম ভাঙানো। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি।

দরোজায় আবার নক হলে মাম আস্তে আস্তে সামনের দরোজাটা খুলে দিল।

'ম্যাডাম শুভ দুপুর। এলিও লেমিডা কি আছেন?'

'লেলি? ও হ্যাঁ সে আছে। কিন্তু সে এখন অসুস্থ। আপনি যদি চান তাহলে সে কিছুটা সুস্থ হলে তাকে আপনার কথা বলব?'

'ম্যাডাম আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি।'

'এ্যাঁ ঠিক আছে। সে অবশ্য খুব বেশি দেরি করবে না।'

কিছুক্ষণ পর লেলি নিচে চলে আসল।

'ভেনেছা তুমি কি আমার থেরাপির ব্যাগটা দেখেছ?'

ভেনেছা বলল, 'না লেলিটো আমি সেটা দেখি নাই। তবে জিংসেং তুমি

BanglaBook.org

আজ বেশি খেয়েছ।'

ভেনেছা হোগা মার খাক। আমি মনে মনে বললাম। তবে তার চেহারায় আমি কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। তার চোখমুখ হাসি সব কিছু আজ একটু বেশি অন্যরকম আর হাসিখুশি লাগছিল।

'ভেনেছা?' লিওনা আবার ডাকল।

মা একটু কেমন যেন বিব্রত হয়ে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি।'

লেলি মার কথা শুনে মুখ ভর্তি একটা হাসি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। লিওনার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে লিওনার পাছায় হাল্কা একটা থাপ্পর দিল। লিওনা একটা লাফ দিয়ে সরে গেল।

মাম বলল, 'লেলি তোমার জন্য কেউ একজন অপেক্ষা করছে।'

'আমার জন্য?' লেলি বেশ অবাক হলো। তার মুখের হাসিটা কেমন ঝুলে গেল।

লেলির এই চেহারাটা দেখে আমার বুকের ভেতর আনন্দের একটা ঢেউ ছলাৎ করে উঠল। সে যখন দরোজার দিকে হাঁটা দিল তখন আমি রান্নাঘর থেকে মাকে তাগাদা দিলাম লেলির সাথে যাওয়ার জন্য।

'মা তুমি এখনই লেলির সাথে যে দেখা করতে এসেছে তার খোঁজ-খবর নাও। মা জলদি চলো।'

'ভারনন তোমার কি হলো। এমন পাগলামি করছ কেন? ঐটা লেলির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়।'

'না মা বিষয়টা মোটেও এমন না। মা জলদি চলো। এটা সত্যিকার অর্থেই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'ওহ! ভারনন তুমি একবারে পাগল হয়ে গেছ। কেন এমন করছ?'

এর মধ্যে রান্নাঘরে জর্জ এবং বেটি এসে ঢুকল। তাদের মাঝে জটিল কোন কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগেই আমি মাকে তাড়া দিতে থাকলাম সামনের দরোজায় যাওয়ার জন্য। কারণ আমি চাই লেলি এখন যে লজ্জাটার মধ্যে পড়বে মা যেন সেটা দেখে। কিন্তু মা তার আঁটোসাঁটো ড্রেস নিয়ে মোটেই তাড়াহুড়া করে চলতে পারল না।

লেলি দরোজা খুলল।

'তুমি একটা মিশনের পুনরুদ্ধারের কাজে এসেছিলে। আমি সে বিষয়ে কিছুই শুনতে চাই না।' লেলি বলল।

দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা বলল, 'হ্যাঁ তবে তুমি যদি এখন কাজটা বাতিল করে দাও তাহলে ভিন্ন কথা।'

'ঠিক আছে এই পঞ্চাশ ডলার নিয়ে এখন বিদায় হও। ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

মা আড়াল থেকে এই কথা শুনে আমার কাঁধটা শক্ত করে ধরে এক পাশে নিয়ে এসে বলল, 'ভারনন আমি আমার গোপন ফান্ড থেকে টাকা নিয়ে লেলিকে সাহায্য করব। তার ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো এখন ঝুঁকির মধ্যে আছে। আমার লোনটা অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথেই আমি তার ক্যামেরা এবং বাকি সব কিছুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু মা ঐ টাকাগুলো তো আমার দরকার।'

মা আমার কথা শুনে অনেক কিছুই আমাকে বোঝালেন। কিন্তু আমি সেগুলো বুঝতে চাইলাম না।

লেলি দরোজার পাশে রিপোর্টারের সাথে কথা শেষ করল। কিন্তু সে ঘরের ভেতর আসল না। সে অন্যদিক দিয়ে রান্নাঘরের ভেতর আমার পাশ দিয়েই ঢুকল। সে আমার দিকে ফিরেও তাকাল না।

মা লেলিকে দেখে বলল, 'লেলি আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম একজন মহিলা তোমাকে ফোনে খুঁজেছিল।'

'একজন মহিলা?' লেলিকে বেশ অবাক মনে হলো।

'হ্যাঁ। তার গলার স্বর শুনে মনে হলো সে বেশ বয়স্ক। তবে সে বলেছে পরে আবার ফোন করবে।'

'সেকি তার নাম বলেছে?'

'সে তোমার অফিস থেকে ফোন করেছে। আমি তাকে পরে ফোন করতে বলেছি।'

লেলি একবার তীব্র চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর মার পাশে গিয়ে বলল, 'ভেনেসা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি সত্যিকার অর্থেই অপরিহার্য।'

আমি বুঝতে পারছিলাম লেলি আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমিও লেলিকে সহ্য করতে পারছি না।

ঘরের ভেতর লেলি সবার সাথে বেশ খোশগল্পে মেতে উঠেছে। আমি তাদের কথাগুলোকে মোটেও সমর্থন করতে পারছিলাম না। আমি শুধু সুযোগ খুঁজছিলাম কীভাবে লেলিকে ফাঁসানো যায়। হঠাৎ করে আমার লেলির ভিজিটিং কার্ডটার কথা মনে পড়ে গেল। এটা আমাকে দিয়েছিল পুরোহিত গিবনের অনুষ্ঠানে অন্য আরেক রিপোর্টার। লেলি যে আসলে কোন টিভি রিপোর্টার নয় বরং সে একজন টিভি রিপিয়ার মেন এই কার্ডটা দিলেই সেটা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আমি পকেট থেকে লেলির কার্ডটা বের করে সবাইকে দেখালাম।

'সবাই শোনো। আমি আজ লেলির অফিসে ফোন করেছিলাম। তোমরা জানো কে ফোন রিসিভ করেছিল। লেলির অন্ধ মা। আজকে তার ঘরটাকে

BanglaBook.org

কোন একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান খালি করে দিয়েছে। কারণ লেলি যে ভ্যানগাড়িটা নিয়ে এসেছে ওটার পাওনা পরিকোঁধ করা হয়নি। তোমরা কি জানো এই যে লেলি সে কোন টিভি রিপোর্টার না বরং সে একজন টিভি রিপিয়ার মেন।'

'ওহ প্লিজ এসব কি বলছ?' লেলি বলল।

ঘরের সবার চোখ লেলির উপর এসে পড়ল। সবাই কেমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে লেলির দিকে।

আমি একটু লাফ দিয়ে লেলির কাছ থেকে সরে আসলাম। তারপর বললাম, 'তোমাদের ধারণা আমি মিথ্যে কথা বলছি। কখনোই না। এই একটু পরেই তার মা আমাদের বাসায় ফোন করবে। তখন তাকে পুরো কাহিনীটা জিজ্ঞেস করে দেখো।'

লেলির অবস্থা দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। ওর চেহারাটা কেমন সাদা হয়ে গেছে। ও ঘরের এক কর্ণারে চলে গেছে।

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ছেলেটার উপর শয়তান ভর করেছে। তার মুখ দিয়ে কেবল মিথ্যে কথা বলাচ্ছে।' তারপর সে উপস্থিত মহিলাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা কি কখনো শুনেছ পূর্ণিমা নিয়ে একজন ফিচার রিপোর্টার সে একজন টিভি সারাই করার মিস্ত্রি হয়।'

আমি বললাম তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করলে এই কার্ডটার দিকে একবার তাকাও। এখানে তার নাম ফোন নাম্বার সব লেখা আছে।'

'এটা সম্পূর্ণই হাস্যকর একটা ব্যাপার। এই শহরে আমার নামে কত অসংখ্য লোক আছে। এটা সেই রকম তাদের কারো হতে পারে। তোমরা কি কখনো আমাকে টিভি মেরামত করতে দেখেছ?'

'না আমরা তোমাকে মোটেও সেরকম দেখিনি।' ঘরের সবগুলো মহিলা এক সাথে বলল।

'তোমরা কি আমাকে কখনো টিভিতে কোন ফিচার নিয়ে রিপোর্ট করতে দেখেছ?'

সবাই আবার এক সাথে বলল, 'হ্যাঁ দেখেছি। শুধু তাই না সেই রিপোর্টে আমরাও তোমার সাথে ছিলাম।'

'তোমাদেরকে ধন্যবাদ।' লেলি বলল।

তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবার সামনেই আমি সব কিছু খুলে বললাম। এখন আমি আরো পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই আমি এখন পুলিশে ফোন করছি।'

'লেলি না দয়া করে এমনটা করবেন না।' মাম বলল।

'সরি ভেনেছা। আমি খুব শঙ্কিত। এই ছেলেটার এখন সাহায্য দরকার।'

BanglaBook.org

সেই সময় ভাগ্য আবার তার আঙুলগুলো আরেকবার নাড়াচাড়া করল। ঘরের ফোনটা আবার বেজে উঠল। ঘরের সবাই মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল।

লেলি বলল, 'আমি যাচ্ছি ফোনটা ধরতে।'

'আমার মনে হয় তোমার সেরকমটা করা ঠিক হবে না।' আমি লাফ দিয়ে ফোনটার কাছে চলে গেলাম। তারপর মামকে বললাম, 'মা তুমি ফোনটা ধরো।'

মা সোফা থেকে উঠে এসে ফোনের কাছে দাঁড়াল। একবার ঘুরে সবার দিকে তাকাল। বিশেষ করে লেলির দিকে। তারপর রিসিভারটা তুলে ধরল।

'হ্যাঁলো। মি. লেডেসমা? ও হ্যাঁ অবশ্যই। আপনি কে বলছেন?' মা ফোনটা লেলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সি এন এন।'

আমি মার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মিসেস লেডিসমা নয়?'

আমার কথা শুনে মা কটমট করে আমার দিকে তাকাল। 'ভারনন চুপ করো।'

'কি মনে পড়ছে না? মারটিরিওর ঐ ঘটনাটা? কোন সমস্যা নেই। আমি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে এসেছি। পুরো সিরিজটাই তৈরি করে ফেলব।

হ্যাঁ হ্যাঁ আশা করি কোন সমস্যা হবে না।' লেলি কথা বলেই চলছে।

মা ফিসফিস করে বাকি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ঐ সিরিজের মধ্যে আমি কি ভেনেছা নাকি রেবেকার চরিত্রটা নিব।'

লেলি ফোনে কথা শেষ করে সবার দিকে একবার তাকাল। তারপর হেঁটে হেঁটে ঘরের মাঝামাঝি এসে বলল, 'আমরা আনন্দের জন্য আমাদের শ্যামপেনের বোতলটা খোলার আগে সবাইকে একটা কথা বলতে চাই। আমি মনে করি এই বিষয়টা নিয়ে সকলের একটু ভাবা উচিৎ। ভারনন আজ যে আচরণটা করল সেটা মোটেই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। সবার এদিকে নজর দেয়া উচিৎ।'

'তুমি জাহান্নামে যাও।' আমি লেলির দিকে আঙুল তুলে বললাম।

মাম আবার আমাকে বেশ কড়া একটা ধমক লাগালো।

লেলি আবার একটু চুপ থেকে কথা বলা শুরু করল।

'আমার মনে হয় এই ছেলেটাকে কারো তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ যে তাকে সাহায্য করতে পারবে। নয়ত তাকে সংকোঁধনীর যে সুযোগটা দেয়া হয়েছে সেটা হেলায় নষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'লেলি তুমি হলে একমাত্র লোক যার চিকিৎসা দরকার। সেবা দরকার।'

'শোনো তুমি এখন একজন মনোচিকিৎসকের তত্তাবধানে আছ। ঠিক আছে। সুতরাং তোমার বিষয়টা নিয়ে আমরা সবাই একটু-আধটু চিন্তা করছি।

BanglaBook.org

ভয় নেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঘরের ভেতর আবার ফোনটা বেজে উঠল। সবার চোখেমুখে কেমন একটা আশার আলো জ্বলে উঠল। সবাই ভাবল হয়ত তাদেরকে সাথে নিয়ে লেলি যে কাজটা করার পরিকল্পনা করছে সম্ভবত এই ফোন কলের মাধ্যমে সেটা আরো সহজ হয়ে উঠবে। সবাই তাই বেশ আশা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

কিন্তু একমাত্র লেলির চেহারায় কিছুটা শংকা দেখা গেল।

আমি দৌড়ে রিসিভারটার দিকে গেলাম। কিন্তু লেলি আমাকে চাটি মেরে সরিয়ে দিল।

'হ্যাঁলো এটা কি বোরগেট রেসিডেন্স?' ওপাশে একটা মেয়ের গলা।

লেলি চেষ্টা করছিল তার মুখের অস্বস্তিকর ভাবটাকে ঢেকে রাখতে।

'আমি দুঃখিত। আপনি মনে হয় কোন ভুল নাম্বারে ফোন করেছেন।' কথাগুলো বলে লেলি খুব দ্রুত একটা শ্বাস নিল।

আমি বুঝতে পারছি এটা মিসেস লেডেসমা ফোন করেছে। তাই আমি লাফ দিয়ে ফোনের স্পিকার বাটনের কাছে চলে গেলাম যাতে তাদের কথাবার্তা সবাই শুনতে পারে।

'লেলো লেলো আমি বুঝতে পারছি এটা তুমি। হা ঈশ্বর তুমিই তো।'

লেলির ঠোঁট দুটো হঠাৎ করে ঝুলে পড়ল। সে একটা অপরাধির ভাব নিয়ে আমতা আমতা করে ঘরের সবার দিকে তাকাল।

'ও তুমি।' সে কাপা গলায় বলল।

'কীভাবে তুমি আমাকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলে।' ওপাশ থেকে মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে বলল।

'আসলে আমি বিশেষ একটা দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি। তুমি তো জানো।' কথাটা বলে লেলি ফোনের স্পিকারটা বন্ধ করে দিল। যাতে কেউ তার কথা শুনতে না পায়।

'তুমি তো জানোই আমার মনের অবস্থা। কিন্তু কি করব বলো।'

লেলি যখন কথা বলছিল তখন আমি আবার ফোনের কাছে গেলাম স্পিকারটা অন করার জন্য। কিন্তু লেলি তার পা দিয়ে আমাকে বাধা দিল। তারপর দ্রুত কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

ফোনটা আবার বেজে উঠল। লেলি ফোনের তারটা খুলে রাখল। তারপর সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় আপনাদের সবার সাথে আমার কিছু বিষয় আলোচনা করা দরকার। এই কিছুক্ষণ আগে আমি চিন্তা করেছি আমর সমস্ত সম্পদ কোন একটা ভালো কাজে উৎসর্গ করে ফেলব। দেখো আমি নিজে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষি ছিলাম। নিজের বিষয়ে আমার অনেক আত্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু এর পরে আমি সত্যিকারের কিছু মানুষের

BanglaBook.org

সাথে মিশলাম। মানুষের আসল সমস্যাটা ধরতে পারলাম। এই যে একটু আগে যে মহিলাটির সাথে আমি কথা বললাম সে আমার ঐ সমস্ত বিপদগ্রস্থ মহিলাদের একজন।'

'তুমি একটা মস্ত বড় গাধা। বলদের পায়খানা তুমি।' আমি লেলির কথা শুনে বললাম।

'ভারনন গ্রিগরি লিটল যথেষ্ট হয়েছে। এবার তুমি চুপ করো।' মা আমার দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে বলল।

'তুমি কি ঐ সমস্ত মেয়েগুলোকে সাহায্য করেছ?' জর্জ বলল।

লেলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করতে পারলে তো ভালোই হতো। কিন্তু তাদের জীবন এত জটিলতায় আবদ্ধ যে আমি একা তার সমাধান করতে পারলাম না।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এগারো

আজ রবিবারের বিকেলে আমাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জোর করে আমি চেষ্টা করছিলাম মেক্সিকো শহরটাকে আমার সামনে উপস্থিত করতে। আমি শোয়ার ঘরের জানালার পাশে শুয়ে শুয়ে সারাদিন এই চেষ্টাটাই করেছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

এখন আজকের এই রাতে আমি নানা ধরনের উদ্ভট পরিকল্পনা করছিলাম। উদ্ভট সব ভাবনা আমার মাথায় খেলা করছিল।

এখানে রাস্তার ওপাশে আছে মিসেস পোর্টারের বাড়ি তার পাশেই মিসেস লিচুগার উইলো গাছের মত আরেকটা উইলো গাছ। দরোজার পাশে একটা পাম্পজেক বক্স বড় পা-ওয়ালা পোকার মত দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ঘরে বসে মার ফিস ফিস করে প্রার্থনার মত কথা শুনছিলাম। তিনি কিছু একটা প্রার্থনা করছিলেন। মিসেস পোর্টারের উঠোনে তার একমাত্র কুকুরটি যার নাম কার্ট সে বিরতিহীনভাবে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে যাচ্ছিল। মিসেস পোর্টারের বাড়িতে সে হয়ত খুব একটা সুখে নেই। কুকুরটা সমস্ত দিন বাড়ির প্রাচিরের ভুল একটা জায়গায় বসে ঘেউ ঘেউ করেছে আর মিসেস পোর্টারের সোফা নষ্ট করেছে।

'হা ঈশ্বর লেলিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো, লেলিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো, লেলিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো।'

এটা ছিল খুব লম্বা একটা দিন। সে বেশ শব্দ করেই চিৎকার করছিল আর চাইতেছিল আমি যেন তার চিৎকারকে গুরুত্ব দেই।

আমি মাকে খেপানোর জন্য কিছু একটা বললাম। মা আমার দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে আমাকে চুপ করতে বলল। আমাকে বেশ কিছুক্ষণ বকাও দিল। আমি মাকে ভালো করে লক্ষ্য করছিলাম। কি পড়েছে সে আজ। মার চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে আছে। তার গায়ে প্রতিদিনের নিয়মিত জামা। পায়ে পুরাতন সেন্ডেল। যার একটা ফিতা আবার ছিঁড়ে গেছে। আমি মার কাছে গিয়ে বসলাম। তিনি এমনভাবে কান্নাকাটি করছিলেন যে মনে হচ্ছিল তার পুরো শরীরটা পানিতে

BanglaBook.org

ভর্তি। আর সে পানি চোখ দিয়ে বের হয়ে কখনো শেষ হবে না।

আমি মাকে বললাম, 'মা আমি খুব দুঃখিত।'

মা আমার দিকে জটিল একটা শুষ্ক হাসি দিল। আমি এই হাসিটাকে জটিল আর শুষ্ক বলব এই জন্য যে তুমি তখন তার দিকে তাকালে বুঝতে পারতে সে একই সাথে হাসছে আবার কাঁদছে। হাসি শেষ করে মা আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বাইরে বারান্দার বাতির আলোতে অনেকগুলো পোকা ওড়াওড়ি করছিল। অনেক দূর থেকে সংগীতে সুর শোনা যাচ্ছে।

'পাপা সব সময় বলত আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।' মা বলল।

'এমন করে বলে না মা।' আমি বললাম।

'কিন্তু দেখো আমার দিকে তাকালে বুঝতে পারবে আসলে এটাই সত্য। দেখো সবাই কিছু না কিছু ছিল তাদের জীবনে, হয়ত ক্লাস প্রেসিডেন্ট, কিংবা পরিবারের প্রধান অথবা অন্য কিছু। যেমন তুমি যদি বেটির দিকে তাকাও তাহলে সেটা বুঝতে পারবে।'

'বেটি প্রিচার্ড?'

'হ্যাঁ ভারনন তুমি তো সবই জানো। তুমি কি জানো না যে বেটি ফোর্থ গ্রেডে ক্লাসের প্রেসিডেন্ট ছিল। সে কখনোই আমাদের মত গালিগালাজ করত না কিংবা ধূমপান করত না, কিংবা কিছু পান করত না। সে সব সময় ছিল খুব হাসিখুশি আর প্রাণোচ্ছল। তবে তার বাবা তার সাথে যে দুর্ব্যবহার করত কিংবা মারপিট করে তার শরীরে কালশিট বসিয়ে দিয়েছিল সে ঘটনা ছাড়া। তুমি এমনকি লিওনার দিকেও লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে। লিওনাও সব সময় খুব ঠাণ্ডা মেজাজের আর দেখতে মিষ্টি ছিল। অবশ্য তার প্রথম স্বামীটা থাকার পূর্ব পর্যন্তই এমনটা ছিল।'

'তার প্রথম কোন স্বামীটা যেটা মারা গিয়েছে?'

'না যেটা মারা গিয়েছে সে নয়। একেবারে প্রথম জন। আর একটা কথা মনে রাখবে, পূর্ববর্তী ধারণা না নিয়ে কখনো কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে না। এটা উচিৎ না।'

'দুঃখিত মা।'

মা একটা দীর্ঘশ্বাস নিল। হাতের তালু দিয়ে চোখের পানি মুছল। আবার কথা বলা শুরু করল।

'আমি নাচের জন্য আমার ওজন বেশ কমিয়ে এনেছিলাম। আমি প্রমাণ করেছিলাম আমার বাবা ভুল ছিল। আমি আসলে কিছু করতে পারি। তুমি

BanglaBook.org

হয়ত ভেইনগুরির বিষয়ে কিছু জানো না। আমার বন্ধু ছিল। সে আমাকে তার দিনক্ষণের বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। আমি পুরো সপ্তাহটা ঐ নাচের পোশাক পরেই ঘুমিয়ে কাটিয়েছিলাম।'

'এরপর কি হয়েছিল? তুমি কি তার সাথে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ সে আমাকে তার ভাইয়ের গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল। আমি উত্তেজনা আর ক্ষুধায় প্রায় ফেটে গিয়েছিলাম। আমার তাই ধারণা ছিল। কিন্তু ভেইনগুরি আমাকে শান্ত থাকতে বলল।'

মা আবার তার গলাটাকে বেড়ালের গলার মত খাকারি দিয়ে ঝেড়ে নিল। এটা হলো আবার পূর্ণদ্যোমে কান্নাকাটি করার পূর্বপ্রস্তুতি।

'এরপর কি ঘটল মা?'

'আমরা গাড়ি চালিয়ে শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। তারপর সে গাড়ি থামিয়ে আমাকে ট্রাকের পেছনদিকটা দেখতে বলল। আমি গাড়ি থেকে নামার পর সে ট্রাকটা নিয়ে আমাকে রেখেই চলে গেল।'

আমি টের পেলাম আমার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জেগে উঠছে এই মাদারচোত ভেইনগুরিকে নিয়ে। এই ক্রোধটা আমার ভেতরে একধরনের দুঃখবোধও জাগিয়ে দিচ্ছে। আমার মধ্যে তরুণ জিসাসের ছবিটা ভেসে উঠছে। যে তরুণ নিজেকে এমন একটা লাইনের বাইরে নিয়ে গেল যেখানে কেউ যেতে পারে না। তার এই কাণ্ডটার কারণে আজকের এই শহরটা রাগে ফুসছে। অথচ শহরের লোকজন তার বিষয়ে কিছুই করতে পারল না। আমার এই বন্ধুকে নিয়ে যে ধরনের ক্রোধ আমার ভেতর জেগে উঠছে সেরকম কোন উত্তেজনা শহরের লোকদের মধ্যে নেই। আমার ভেতরের এই ক্ষোভটা আমাকে ছুরির ফলার মত কেটে দিচ্ছে।

কয়েক সেকেন্ড পর আমার কাঁধে মার হাত রাখাটা আমি টের পেলাম। মা হাতটা আমার কাঁধে চেপে ধরল।

'ভারনন এই পৃথিবীতে তুমিই আমার সব। তুমি যখন ছোট ছিলে কেবল ছোট্ট বালকমাত্র তখন তো আর তুমি তোমার বাবার চেহারাটা মনে করতে পারতে না, সে ছিল আমার ধারণা টেক্সাসে সবচেয়ে লম্বা লোক। ভারনন তুমি যখন বড় হবে তখন তুমি পৃথিবীর সব মহৎ আর বড় কাজগুলোই করবে।'

মা কথা শেষ করে অনেক দূরে তাকাল। তার দৃষ্টি মিসেস পোর্টারের বাড়ি ছাড়িয়ে এই শহর ছাড়িয়ে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে চলে গেল। হয়ত কোন ভবিষ্যতে কিংবা হয়ত কোন অতীতে। তারপর মা আমার দিকে খুব সাহসি একটা হাসি দিল। একদম খাঁটি একটা হাসি। সেই হাসিতে

BanglaBook.org

ছবির কোন সুর যেন ভেসে আসছিল। সেই সুর কোন টেক্সাসবাসীর কণ্ঠে যেন অনেক আগে থেকে ভেসে এসে রাতের এই আঁধারে আমাদের অন্তরকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে। ক্রিস্টোফার ক্রোস তার *'সেইলিং'* গানটা শুরু করেছে। এই গানটা আমার জন্মের আগে থেকেই মার পছন্দ ছিল। এটা এমন এক ধরনের গান যখন তুমি এটা শুনবে তখন মনে হবে তুমি অন্য কারো মত নও। মা একটা ভাঙা ভাঙা শ্বাস ছাড়ল। আমি জানি এই গানটা আমাকে চিরকাল মার কথা মনে করিয়ে দিবে।

'এটা স্বর্গ থেকে নয় অনেক দূরে
এমনকি আমার থেকেও
আর বাতাস যদি থাকে ঠিক জায়গায়
তাহলে তুমি পাল তুলে দিতে পারবে
আর পাবে প্রশান্তি।'

নিয়তির গান। এই ধরনের গান আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে। আমরা বসে বসে দীর্ঘক্ষণ এই গানটা তন্ময় হয়ে শুনলাম। আমাদের ভেতর নানারকম অনুভূতি ঘোট পাকাচ্ছিল।

'ঠিক আছে।' মা বলল। 'জর্জ আমাকে বলেছে সে শেরিফকে আগামীকাল পর্যন্ত তোমার ড্রাগের বিষয়টা নিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'কিন্তু মা তুমি তো অন্তত জানো আমি নিরপরাধ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে ভারনন, আমি বলতে চাচ্ছি...' কথা শেষ না করেই মা অবিশ্বাসের সুরে হাসতে থাকল। যার একমাত্র অর্থ হলো তোমার কথা একমাত্র তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ বিশ্বাস করবে না।

মা বলল, 'আমি বলতে চাচ্ছি আসলে এই বিপদজনক কাজটা এরমধ্যে ঘটে গেছে আর তুমি বিরক্তিকর এই বিষয়টার সাথে জড়িত হয়ে পড়েছ, সেই সাথে অবৈধ এই ড্রাগসের সাথে...'

'মা অনেক মানুষই অনেক ধরনের কাজ করে। কিন্তু আমি এর সাথে জড়িত নই।'

আমাদের মাঝে কথাবার্তা বেশ উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে বিরতি দিতে হবে।

'মা আমি মনে করি এখন আমার একটু ফ্রেশ বাতাসে যাওয়া উচিৎ।' আমি বারান্দার পাশে একটা গাছের শাখা ভাঙতে ভাঙতে বললাম।

মা তার হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার মত করে বলল, 'তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?'

BanglaBook.org

'আমি একটু পার্কে কিংবা অন্য কোথাও যেতে চাই।'

'ভারনন তুমি কি জানো এখন প্রায় এগারোটা বাজে।'

'তাতে কি আসে যায়। আমাকে ইতোমধ্যে একটা খুনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।'

'মার সাথে তোমার এইভাবে গালাগালি আর রাগের সুরে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।'

'আমি তোমার সাথে এইভাবে কথা বলছি না।'

মা কথা না বলে তার হাতটা একটু ভাঁজ করল। কাঁধটাকে ঝাড়া দিল। তারপর চোখটা আবার মুছল।

'সত্যিই ভারনন তোমার বাবা যদি আজ থাকত।'

'আমি কি এমন করলাম। আমি শুধু একটু পার্কে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলাম।'

'আমি বলছিলাম উঠতি বয়সি ছেলেরা টাকা কামাচ্ছে, তাদের পরিবারে অবদান রাখছে। তারা সকালে উঠে কাজে চলে যাচ্ছে। তুমি এই শহরে কয়েক হাজার উঠতি বয়সি ছেলে পাবে যারা এই মধ্যরাতে পার্কে বেড়াতে যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি এখন তোমাকে সরাসরি একটা সংবাদ দিতে চাই।'

'কি সেটা।' মা বললেন।

'আমি যদিও কথাটা তোমাকে আগেভাগে বলতে চাইনি। তারপরেও তুমি যা শুরু করেছ না বলে আর পারছি না। আমি মি. টেরি লেছেনের সাথে কাজের বিষয়ে কথা বলেছি।'

'তুমি তাহলে কবে থেকে কাজ শুরু করতে যাচ্ছ?' মার ঠোঁটে হাল্কা একটা হাসির ছায়া দেখা গেল।

'খুব সম্ভবত আগামীকালও হতে পারে।'

'কি করবে তুমি তার সাথে?'

'এই তেমন কিছু না। শুধু তাকে নানা কাজে সহায়তা করা।'

'ভালো কথা। আমি অবশ্য টেরির স্ত্রীকে খুব ভালো করে আগে থেকেই চিনি।' আমার মা এই কথা বলে একটু ভাব নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি তাকে সেদিকে পাত্তাই দিলাম না।

মা আবার বললেন, 'আচ্ছা মনোচিকিৎসক ডক্টর গোসেনের কি খবর। পুলিশ যদি আবার আমাদের বাড়িতে আসে আমি তাহলে মরেই যাব।'

'আমি সকালে কাজ করতে পারব মা।'

'তুমি যদি সারাদিন কাজ না করো তাহলে টেরি লেসেন কি মনে করবে?'

'আমি তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলে সব ঠিক করে রেখেছি মা।'

BanglaBook.org

'যেহেতু তুমি এখন বেশ বড় হয়ে গেছ তাহলে তো তুমি আমাকে কিছু একটা দিতে পারো সংসারের জন্য।'

'অবশ্যই মা। তুমি চাইলে আমি বেতনের পুরোটাই তোমাকে দিয়ে দিতে চাই।'

'ভারনন তুমি কত দ্রুত সেটা দিতে পারবে।'

'আ আমি কিছু এডভান্স নিতে পারি।'

'কোন কাজ ছাড়াই?'

'হ্যাঁ অবশ্যই।' আমি আকাশের দিকে একটু উদাস চোখে তাকিয়ে বললাম। 'তো মা আমি কি এখন একটু পার্কে যেতে পারি?'

মার চোখ মুখ এখন কেমন স্বপ্নময় লাগছে। খুশিতে চকমক করছে।

'আমি তো কখনোই তোমাকে বলিনি যে তুমি পার্কে যেতে পারবে না।'

আসলে মূল কথা হলো আমি কোন চাকরি পাই নি। আর এটা বলার কোন প্রয়োজনও আমি অনুভব করছি না। আমি মনে করি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা অতি নিরাপদ আর সুরক্ষিত জায়গা। পিঁপড়ের সারির মত আমার চারপাশে মিথ্যা কথারা ছড়িয়েছিটিয়ে আছে। এতটুকু মিথ্যায় কি আসে যায়।

'তাহলে এখন থেকে তো তোমার জন্য দুপুরের খাবার তৈরি করে দিতে হবে।' মা বলল।

'না আমি বাড়িতে এসেই লাঞ্চ করব।'

'সেই কিটারস থেকে? এটা তো অনেক দূর।'

'খুব বেশি না। মাত্র বিশ মিনিটের পথ।'

'এই বিশ মিনিট তো গাড়ির পথ।'

'মা তুমি চিন্তা করো না। আমি শর্টকাট রাস্তাগুলো খুব ভালো করে চিনি।'

'ঠিক আছে আমার মনে হয় টেরি লেসেন এর স্ত্রীর সাথে একটু কথা বলা দরকার। বিষয়টা কেমন হাস্যকর লাগছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে আমি লাঞ্চ করব।'

'তোমরা সবাই যাচ্ছ অথচ আমাকে কিছুই বললে না।' পাম তার পা দিয়ে মারকিউরির দরোজায় সজোরে লাথি মেরে খুলে এই কথাটা বলল। তারপর দীর্ঘ একটা শ্বাস নিল। আমি শপথ করে বলছি তাকে এখন এত অদ্ভুত লাগছিল।

'ভারনন এখানে আসো আর পেলমেয়ারকে সাহায্য করো।' পাম রাস্তার উপর কতগুলো কাপড়ের গাটরি ফেলল। মাম পাশেই বসে ছিল। বসে বসে নাক ঝাড়ছে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

BanglaBook.org

'লেলিটো চলে গেছে।' মা আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

'তার বিষয়টাকে খেয়ালে রেখো। আর এখন আসো এই খাবারগুলোর একটা ব্যবস্থা করি। এগুলো ভিজে যাচ্ছে।' পেম খাবারগুলো আবার গোছাতে চেষ্টা করল। আমি উঠে *বার বা কিউ* এর প্যাকেটগুলো পেমের পাশে জড়ো করলাম।

পেম আমাকে বলল, 'ভারনি ঐ যে আকাশের দিকে তাকাও।' আমি আকাশের দিকে তাকালে পেম মুখে টেশ করে একটা শব্দ করে আমার পেটে একটা চাটি মারল। এটা পেম আর আমার এক ধরনের খেলা।

সে ডরিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডরিস মন খারাপ করে বসে থাকার কোন কারণ নেই। আসো মজা করি। নয়ত আমি কিন্তু ললিকে তোমার গোপন যৌনরোগের কথা বলে দিব।' কথা শেষ করে পেম হাসতে থাকল। হাসির বজ্রগমকে তার শরীরের মাংসগুলো থলথল করছিল।

পেমের কাণ্ড দেখে মা একটু বিরক্ত হওয়ার ভান করে বলল, 'পেম তুমি সব সময় বেশি ঠাট্টা রসিকতা করো।'

'তুমি কি চাও আমি এখন তোমাকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিই। হা হা হা।'

'খোদার দোহাই তুমি কি একটু থামবে। আমরা তোমার এই বাজে খাবার খেতে চাই না।'

'হা হা হা তোমার উচিৎ এখন ভেইনগুরির সাথে দেখা করা। সে বিশাল খাবারের আয়োজন করে তার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। আরো মজার খবর হলো বেরি গতকাল কিটারসে একটা বন্দুক খুঁজে পেয়েছে।'

BanglaBook.org

বারো

খুব ভোর হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আমার ছিল না।

মা চিন্তা করলেন খুব সকাল সকাল তিনি নানাকে দেখতে যাবেন। তুমি কি জানো কেন তিনি সকাল সকাল যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তার দ্রুত পায়ে চলে যাওয়াটা যেন কাউকে দেখাতে না হয়। যাওয়ার সময় মা আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে গেলেন। যার অর্থ হলো শুভ বিদায়।

মা বললেন, 'আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো তুমি কাজ চালিয়ে যাবে।'

বাইরে আকাশে তারাগুলো তখনো জ্বলজ্বল করছিল। আর পোকা মাকড়গুলো ঘরে ফিরে আসছিল যার অর্থ হলো রাত শেষ হয়ে আসছে। আজকের এই সময়টা আমাকে মিসেস লিচুগার ঐদিনের ভয়াবহ ঘটনার সকালের কথাটাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যখন তিনি এর বাইরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমি এই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে চাইছিলাম না। বরং আমি আজকের দিনে কি কি হবে সেটা নিয়ে ভাবতে চাইছি।

এই মুহূর্তের কিটারসে যেখানে আমি কাজ ঠিক করেছি সেখানে চলে যাওয়াটাই ভালো একটা কাজ হবে। কেউ যদি আমাকে দেখেও ফেলে তাহলে তারা বলবে আমরা তো ভারননকে কিটারসের দিকে যেতে দেখেছি।

এখন আমি ভাগ্যের কাছে কিছু টাকার জন্য প্রার্থনা করছিলাম। কারণ এটা তো পরিষ্কার যেকোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য টাকাই একমাত্র সম্বল। শহরে গেলে আমার টাকার প্রয়োজন পড়বে তাই কিছু একটা জমা রেখে টাকা যোগাড় করা যায় কি না আমি তার চিন্তা করছিলাম। আমি জানি টাকা আমার লাগবেই। তাই আমার বোচকার ভেতর কিছু জিনিস ঢুকিয়ে নিলাম যেগুলো শহরে নিয়ে বিক্রি করা যেতে পারে। এর মধ্যে আছে আমার গানের কিছু ডিস্ক, প্রায় চোদ্দটা, আরো অন্যান্য টুকিটাকি আসবাব। এই সবগুলোই আমার লাঞ্চবক্সের ভেতরে ভরে নিলাম। লাঞ্চবক্সের ভেতর অবশ্য স্যান্ডউইচসহ আরো কিছু খাবার আছে। কয়েকটা কাগজের টুকরো আছে

BanglaBook.org

যেখানে কিছু ইন্টারনেট এড্রেস লেখা।

আমার পরিকল্পনা হলো আমি কিটারসে যাব এবং সেখানে চুপচাপ বসে নতুন কোন কিছুর পরিকল্পনা করব।

খালি রাস্তায় আমার বাইকটা নিয়ে গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে নেমে পড়লাম। নানান রকম ভাবনা আমার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার কাঁধের ঝোলার ভেতর বেশ কিছু গানের ডিস্ক।

তুমি হয়তো জানো না মিউজিক একটা পাগলামি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন উদ্ভট কিছু একটা পাগলামি আছে। আমি ডিস্কগুলো সাথে নিয়ে এসেছিলাম এগুলো বেচে কিছু টাকা যোগাড় করব। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না কোনটা আমি বিক্রি করব। আমি কিছু পার্টি মিউজিক আমার কাছে রেখে দিতে পারি। কিন্তু এই মিউজিকগুলো আবার আমাকে অতিমাত্রায় খেপিয়ে তোলে। উত্তেজিত করে। কিছু হেভি মেটাল সংগীতও রাখতে পারি। তবে এগুলো এই গানগুলো এত বেশি খেপাটে যে গানগুলো শুনতে শনতে ইচ্ছে করে ভিষণ গতিতে গাড়ি চালিয়ে সুইসাইড করে ফেলি।

অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু কান্ট্রি মিউজিক, আর ওয়েলন জেনিংস,উইলি নিলসন, হেঙ্ক উইলিয়ামসের গান কাছে রাখব।

রাস্তার পাশেই সাইলাস বেনের একটা ওয়াশিং মেশিন পড়ে আছে। তুমি যদি কেলেভেরা থেকে গাড়ি চালিয়ে আসো তাহলে এটা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে এটা এই জন্য বললাম যে কখনো তুমি খুব গতিতে গাড়ি চালিয়ে এদিকে আসবে তখন হয়ত অসাবধানবশত দুর্ঘটনায় পড়তে পারো। তখন এই আচোদা ওয়াশিং মেশিনটা থেকে খুব সতর্ক থাকবে। আমার কাছে সাইলাসের উদ্ভট অনেক জিনিসের মতই এই ওয়াশিং মেশিনটাকে মনে হয়। বেশ কিছুদিন আগে তার সাথে দেখা করার সময় আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাইলাসের আরেকটা ব্যাপার হলো সে সবসময় তার ঘরের বাতি জ্বালিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়। আমার ধারণা এটা সম্ভবত নিরাপত্তার জন্য। আর এই সুযোগে তুমি সাইলাসের ঘরে ঢুকে বলতে পারবে, 'হেই সাইলাস আমি দেখলাম তোমার ঘরের বাতি জ্বালানো।' সাইলাস অবশ্য তার এই বিষয়টা জানে।

আমার বাইকটাকে সাইলাসের বাড়ির রাস্তার উপর রেখে ওর ঘরের জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে পেছনের দরোজা দিয়ে আমি ঘরে ঢুকলাম। তারপর একটু শ্বাস নিয়ে আমি সাইলাসের সামনে দাঁড়ালাম। সে আমার দিকে পিটি পিটি চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'হারে আমার পাগলা বেটা এটা কি ধরনের সময়ে তুমি এলে গল্প করতে?'

BanglaBook.org

'হেই সাইলাস আমি তোমার ঘরের বাতি জ্বালানো দেখেছি।'

'তুমি আমার শোয়ার ঘরের বাতি জ্বালানো দেখোনি।'

সাইলাসের পায়ে সমস্যা ছিল। তাই সে স্ক্রাচ ব্যবহার করত।

'সাইলাস আমি তোমার সাথে বেশ বড় একটা লেনদেন করতে এসেছি।'

সে বসে বসে রাবার দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করছিল।

'তাহলে তুমি আমাকে দেখাও কি এমন জিনিস তুমি আজ আমার জন্য নিয়ে এসেছ।'

'দেখো আমার কম্পিউটারটা নিয়ে গেছে। যার ফলে আমার কাছে তেমন কিছু নেই। তবে আমার কাছে কিছু কাগজের শিট আছে যেখানে বেশ কিছু ইন্টারনেট এড্রেস আছে যা তোমার অনেক উপকার আসবে।'

'কেমন সেটা?'

'এই যেমন মনে করো আমার একটা পরিকল্পনা আছে কীভাবে তুমি ইন্টারনেট থেকে তোমার পছন্দের প্রিয় পিকচারগুলো সংগ্রহ করতে পারবে।' বাজে বাজে ছবির প্রতি ওর এমনিতেই আকর্ষণ আছে এটা আমরা জানি।

'এইখানে যে এড্রেসগুলো আছে সেটা দিয়ে তুমি তোমার মন মত হ্যাঁরিসের দোকানে ঢুকে ছবিগুলো নামিয়ে আনতে পারবে। আর এই নতুন ছবিগুলোর জন্য তোমাকে কোন কিছু দিতে হবে না।'

'যাও। এটা হবে না। আমি কখনো একটা কম্পিউটার ছুঁয়েও দেখিনি।'

'ভয়ের কিছু নেই। এখানে সব কিছু লেখা আছে।'

ঠিক আছে। তাহলে তুমি এটার জন্য কত চাও?'

'খুব বেশি কিছু না।'

'তোমাকে এটার জন্য আমি ছয় পেক বিয়ার দেব।'

'ইম-ম ঠিক আছে।' আমি ইতস্তত করছিলাম।

'আমি নিয়ে আসছি। তুমি বসো।'

সাইলাস এক পাওয়ালা বানরের মত নেংচাতে নেংচাতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। তোমার বয়স যদি একুশ না হয় তাহলে তুমি এগুলো পান করতে পারবে না। কিন্তু সাইলাস বিশেষ কিছু পিকচারের জন্য তার এখানে ব্যতিক্রম কিছু ব্যবস্থা রাখে। আমার বয়স একুশ হয়নি কিন্তু এই নিষিদ্ধ পানীয়গুলো আমি পাচ্ছি।

সাইলাসের ইন্টারনেট নেই। কিন্তু মারটিরিওতে সব ছেলেদের ইন্টারনেট আছে। তাই সেটা সাইলাসের উপকারে আসে। আর সাইলাস ব্যবহৃত হয় আমাদের ব্যক্তিগত বারের মত।

আজকের সোমবারের সকাল সাতটায় আমি কিটারসের একটা ঝোপের পাশে বসে বিয়ার খাচ্ছি আর ভাবছি কীভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায়।

BanglaBook.org

আমি যেখানে বসে আছি সেখানে মাথার উপর সূর্য কমলা রঙের রশ্মি ছড়িয়ে যাচ্ছে অনবরত। আমার হাতের বিয়ার, মাথার ভেতর কান্ট্রি মিউজিকগুলো বেজে যাচ্ছে অনবরত। আমি বসে বসে আমার জীবনের ষড়যন্ত্রগুলো নিয়ে ভাবছিলাম। এই যে এখানে আমি বসে আছি আর মেক্সিকো হলো ঐখানে। আর টেইল ফিগারিও আমাদের দুজনার মাঝখানে।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম কি এক কাল্পনিক চাকরি আর তার বেতন নিয়ে আমি গল্প ফেঁদেছি। কিটারসের ঝোপঝাড়ের নিরব জায়গাটা ভাবনা চিন্তার জন্য আর মদ খাওয়ার জন্য বেশ উপযুক্ত।

আমি পকেট থেকে লাইটার বের করে কড়া একটা সিগারেট ধরালাম। আজকে আমি আর মনোচিকিৎসক ডা. গোছেনছের কাছে যাচ্ছি না। ও জাহান্নামে যাক। ভালো হয়েছে মা আজ নানার বাড়িতে গিয়েছে। সেখানে সে নিরাপদ। আমি এখান থেকে কীভাবে পালানো যায় তার চিন্তা-ভাবনা করছি।

'বারনি?' কে যেন আমাকে ডাকছে। আমি একটু পরে বুঝতে পারলাম এটা এলা বাউচারডের স্বর। সে আমার থেকে একটু দূরে বিপরীতে একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে।

এলার বিষয়ে আমাকে বলতে দাও। তুমি আবার মনে করো বসো না যে এলার প্রতি আমার গোপন কোন টান আছে। এলার আচার-আচরণ বেশ অদ্ভুত। সে তার পরিবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কিটারসের পাশেই থাকে। তার পরিবারের লোকজনও বড় বেশি হল্লা ঝল্লা। তারা যখন হেঁটে বেড়ায় তখন তাদের হাত নড়ে না। সেটা স্থির হয়ে থেমে থাকে। তারা সব সময় সোজা সামনের দিকে তাকায়। অদ্ভুত অবস্থা।

'হায় ভারনি!' এলা ঝোপঝাড় থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে খোলা জায়গাটায় যেখানে আমি বসেছিলাম সেখানে চলে এল।

'কি করছিলা?'

'এই তেমন কিছু না।'

'সত্যি করে বলো না কি করছিলা?'

'এই একটু নেশা-টেশা করছিলাম। তোমার এখন এই জায়গায় আসাটা উচিৎ হয় নি।'

'তুমি খানকির পোলা খালি নেশাই করো আর নিজের হোগাটা নিজেই মারো।'

কোন সুন্দরী বালিকার মুখে এই ধরনের নোংরা গালিগালাজ শুনলে তুমি অবশ্য অবাকই হবা। তাই হওয়া উচিৎ। আর তখন তুমি ভাববা কিটারস এলাকার কি খারাপ মুখের একটা মেয়ে ভারনির সাথে এখানে একা বসে আছে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে আমাদের বয়সি ছেলেরা তাদের নগ্ন অভিজ্ঞতার বিষয়টা প্রথম এলা বাউচারের কাছেই পেয়েছে। তুমি হয়ত জানো না ওর আন্ডারওয়ের, পেন্টি এগুলো সব সময় বেশ ঝকঝকে থাকত। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত।

এলা আরো কয়েক পা আমার দিকে এগিয়ে আসল। তারপর আমার দিকে স্থির তাকিয়ে বলল, 'বারনি তুমি চোদা খাও, তোমাকে একদম নেশারুদের মত লাগছে।'

'শোন আমার নাম বারনি না। আর আমি কোন এলকোহলিকও নই। নেশারুও নই।'

'তাহলে তোমার নাম কি? এটা তো বারনি বা এরকম কিছু একটাই ছিল। আমি তো তাই জানি।'

'না আমার নাম বারনি নয়, অথবা সেরকম কিছুও নয়।'

'ঠিক আছে আমি তাহলে টেরি লেসেনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছি ঐ ঝোপের ভেতর যে ছেলেটা গাঁজা খাচ্ছে আর বিয়ার খাচ্ছে ওর নাম কি?'

আমি একটু অবাক হলাম মেয়েটার কথা শুনে। মেয়েগুলো সব সময় এরকমই হয়।

'আমার নাম জন। ঠিক আছে?'

'না এটা জন না, জন না, জন না। জন হতেই পারে না।'

'এলা আমি আজ কোন বড় ধরনের ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না। আমি একটু ভাবছি।'

'না তুমি জন হতে পারো না। তোমার নাম জন না। জন হতেই পারে না।'

'ঠিক আছে। তাহলে কি হতে পারে বলো?'

'আমি জানতাম তোমার নাম বারনি। আমি কি তোমার কাছ থেকে একটু বিয়ার খেতে পারি?'

'না।'

'কেন না।'

'কারণ তোমার বয়স মাত্র আট বছর।'

'আমার বয়স আট না। আমি প্রায় পনেরোর কাছাকাছি।'

'খুব কড়া এলকোহল পান করার জন্য এটাও অনেক কম বয়স।'

'তুমি জাহান্নামে যাও। এই এলকোহল পান করা আর গাঁজা খাওয়ার জন্য তোমার বয়সও অনেক কম।'

'না আমি মোটেও তা নই।'

'হ্যাঁ অবশ্যই তুমি সেটা। তোমার বয়স কত?'

'বাইশ।'

BanglaBook.org

'তোমার বয়স কখনোই বাইশ হবে না। তুমি একটা মাদারচোত, মিথ্যুক।'

কয়েক মিনিট পর এলা আমার সাথে ঝগড়া বন্ধ করে তার কাপড়ের আচলের সাথে ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করল। মনে হচ্ছিল তার পোশাকে কোন বিছা কিংবা সাপ ঢুকেছে।

'উফ এই জায়গাটায় অনেক গরম।' তারপর সে হঠাৎ করে লাফাতে লাফাতে তার জামাটা পায়ের গোড়ালির উপর উঠিয়ে ফেলল। এবং এটা করতে গিয়ে সে যে অভিনয়টা করল আমি নিশ্চিত এটা সে টিভি মুভি দেখে শিখেছে।

'এলা কি হয়েছে বলবে তো?'

কিন্তু সে আমার কথা না শুনে তার জামাটা নিয়েই ব্যস্ত থাকল। আমি এই মুহূর্তে আমার বিয়ারের কেন, সিগারেটের প্যাকসহ যাবতীয় কিছু গোপনে আস্তে আস্তে পেছনে সরিয়ে ফেললাম।

তারপর টেরা আবার আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বেশ নরম গলায় বলল, 'আমি অবশ্যই দোকানে গিয়ে টেরাকে বলব তুমি আমার সাথে কি করেছ, আর বিশেষ করে এখানে বসে তুমি কীভাবে বিয়ার আর অন্যান্য নেশাগুলো করেছ বারনি?'

এলার কথা শুনে আমি একটু অবাক হলাম। এলার সাথে একটা মিমাংসায় আসার জন্য আমি হাতের প্যাকেটটা নিচে ফেলে দিলাম।

প্রতিটি চুমুক বিয়ার আমরা একে অপরে শেয়ার করলাম। এলা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে আর বলছে, 'প্রতিটি চুমুকে আমাদের অনুভূতি আরো চাঙ্গা হচ্ছে।'

কিন্তু আশ্চর্যনকভাবে নয় নাম্বার পেক খাওয়ার পর এলাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমি বুকের ভেতর একটা ঢেউ টের পাচ্ছিলাম। কেন এমন হচ্ছে সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। তাকে কাছে টানার চেষ্টা করলাম। হাত দিয়ে ওর পাটাকে একটু ঘষে দিলাম। এলা অবশ্য আমার এই আচরণে একটু মোচড়ামুচড়ি শুরু করল। তারপর বলল, 'বারনি কি বোকার মত তুমি শুরু করছ?'

'আসলে না। আমি মনে করি তুমি আসলে বেশ ভালো মেয়েরী একজন তরুণী।'

'আমার সাথে তোমার চেয়ে অনেক বয়স্করাও এমন বোকার মত আচরণ করতে চায়।'

'তাই নাকি। বলো তো কে সে?'

'ডেনি নেইলর।'

'যাই হোক আমি মোটেও সেটা মনে করি না।'

'তুমি জানো না মি. ডাচমেন এমনকি এ জন্য টাকা পর্যন্ত দিয়েছে।'

BanglaBook.org

'ডাচমেনের গুষ্টি জাহান্নামে যাক। ও হলো আটশ বছরের বুড়ো।'

'এতে কিছু যায় আসে না। সে তোমার চেয়ে বড় এবং সে এ জন্য টাকা দিতে জানে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কীভাবে তাকে চেনো। তুমি কি তার কাছে গিয়েছিলে?'

'আমি শুধু একবার গিয়েছিলাম। সে আমাকে কোক খেতে দিয়েছিল। তারপর আমার শরীরে হাত দিয়েছে। আমার পাছায় মৃদু চাপ দিয়েছিল।'

যাই হোক এই বিষয়টা নিয়ে আর বেশি চিন্তা করার দরকার নেই। প্রতিটি মানুষেরই নিজের একটা সম্মান আছে তুমি তো জানো।

দিন শেষে আমি যখন বাড়িতে ফিরে আসছিলাম তখন পথিমধ্যে বারবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম কোন পুলিশ কিংবা মানসিক ডাক্তার আমাকে অনুসরণ করছে কি না। মা আজ নানা বাড়িতে গিয়েছে এটা ভেবে আমার খুব খুশি লাগছিল। আজকে সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি সেটাকে মিস করেছি। আমাকে আজকে শহর ত্যাগ করতে হবে।

মা যদি বাড়িতে থাকে তাহলে কোনভাবেই তাকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। আমি বাড়িতে ঢুকেই নানাকে ফোন করে বলব মাকে বলতে যে আমার কাজটা হয় নাই। সব কিছু এভাবেই আমি সাজিয়ে নিয়েছিলাম।

আমি যখন বাড়ির ভেতর ঢুকলাম তখন আমার মনে হলো এটা হয়ত ভুলও হতে পারে ঘরের ভেতর কেউ একজন হাঁটাচলা করছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাসও টের পেলাম। সাথে কিচিরমিচির কিছু শব্দ। আমি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মা ঘরের ভেতর হাঁটাহাটি করছে। বোঝা যাচ্ছে মা কিছু একটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত। আমি মাকে দেখে অবশ্য একটু আশাহত হয়ে পড়লাম। মা তার গলাটা খাকারি দিয়ে পরিষ্কার করল। আমি তার কান্নার গলা শুনতে পাচ্ছি। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। বুঝতে পারছিলাম না কি করব। মা হয়ত এখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চায়।

'মা কি হয়েছে? তুমি এখানে?'

'হিস-স-স-স'

'কি হয়েছে মা বলবে তো।'

মা হঠাৎ করে আমার হাতটা তার হাতের ভেতর নিল। আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলতে থাকল, 'আহ আমার ভারনন, আমার ছেলে। হা ঈশ্বর!'

মার এই আদর পেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছিল। মনে হচ্ছে পারিবারিক

BanglaBook.org

কোন দুর্ঘটনার পর সবাই যেভাবে বিলাপ করে মা এখন আমার কাছে তেমনটা করতে চাচ্ছে। মা সব সময় চায় আমি যেন খুব শান্ত থাকি। আমার রক্ত যেন কখনো গরম না হয়। আমি কিন্তু শান্তই থাকি, কিন্তু মা সেটা পারে না।'

'ও ভারনন আমরা এখন থেকে একত্রেই থাকব।'

'মা তুমি শান্ত হও তো। কি হয়েছে বলো। এত অস্থির হয়েছ কেন? ঐ বন্দুকটার জন্য?'

তার চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আসলে সেই বন্দুকটার জন্য না। কারণ তারা প্রায় নয়টা বন্দুক বিভিন্ন স্থানে খুঁজে পেয়েছে।'

'তাহলে সমস্যাটা কি?'

মা আবার চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করল।

'আমি আজকে সকালে বিনিয়োগ করার জন্য কিছু টাকা রেখেছিলাম। কিন্তু যে কোম্পানির জন্য এত কিছু করলাম তারা আজ চলে গেছে।'

'লেলির সেই পাওয়ার কোম্পানির সাথে বিনিয়োগ?'

'আমি আজ সারাদিন লিওনাকে ফোন করেছি, কিন্তু সে এখানে ছিল না...'

এই তথাকথিত বিনিয়োগগুলো এমন সব ভুয়ো কম্পানির সাথে হয় যাদের নাম শুনলে মনে হয় এরা কোন বড় আইন কোম্পানির সাথে জড়িত। তুমি যদি জানতে সত্যিকার অর্থে কারা বেশি মনোবৈকল্যে ভুগছে কিংবা কারা বেশি মানসিক অসুস্থ তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে এই সব কোম্পানির কাউকে খুঁজে নিতে পারো।

'আগামীকাল সংযোগ কেটে দেবে। তুমি কি তোমার কাজের এডভান্স পেয়েছ? তোমার এডভান্সকেও আমি এই বিনিয়োগের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছি সংযোগ ফি ছিল উনষাট ডলার। কিন্তু তখন আবার পুলিশের ডেপুটি চলে আসল।'

'মা তুমি একটু আস্তে কথা বলো তো। ডেপুটি আবার এখানে কীভাবে আসল।'

'এই বিয়াল্লিশ বছরের একজন অফিসার। আমার ধারণা লেলি তাকে তোমার বিষয়ে কিছুই বলেনি।'

'ঠিক আছে কিন্তু তুমি তাকে কি বলেছ?'

'আমি পুলিশের ডেপুটিকে বলেছি তুমি ডাক্তার গোছেনছের সাথে আছো। তারা বলেছে আগামীকাল তার ডাক্তারের চেম্বারে তোমাকে পরীক্ষা করবে।'

পরদিন সকালে আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন লিচুগাদের বাড়ির

BanglaBook.org

উঠোনটা বড় বেশি মলিন দেখাচ্ছিল।

আজ হলো আরেকটা মঙ্গলবার। ঐ মর্মান্তিক দিন থেকে দু সপ্তাহ পার হয়ে গেছে।

উইলো গাছের নিচটা একেবারে ফাঁকা। বাড়ির কুকুর কার্ট শান্ত হয়ে বসে আছে। মিসেস পোর্টারের দরোজা বন্ধ।

ঠিক সাড়ে দশটায় ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'ভারনন পাওয়ার কোম্পানি থেকে ফোন এসেছে। আমি কখন তাদেরকে বলতে পারি যে তুমি কাজ থেকে এডভান্স পেতে যাচ্ছ?'

'আহ! আমি জানি না।'

'তাহলে আমি কি মি. লেসেনের সাথে কথা বলব। তারা কি ভাবছে এই নিয়ে। আমার ধারণা তারা তোমাকে কাজের প্রথম দিনেই এডভান্স দিয়ে দিবে।'

'তুমি পাওয়ার কোম্পানিকে বলে দাও আমি আজ রাতে এটা পাব।'

'তুমি কি নিশ্চিত? তুমি যদি নিশ্চিত না হও তাহলে এমনটা বলতে বলো না। আমি টেরি লেছেনের সাথে কথা বলে দেখতে পারি।'

'আমি নিশ্চিত।'

আমি দেখছিলাম মা যখন ফোনে কথা বলে তখন কীভাবে তার গালের মাংসপেশিগুলো কাঁপতে থাকে। কিন্তু আমার সেদিকে অতটা খেয়াল ছিল না। আমার কানে শুধু একটা কথাই বাজছিল। সেটা হলো কিটারসে এলার সেই কথাটা। '*আমাকে মি.ডাচমেন টাকা পর্যন্ত দিয়েছে।*'

'হায় গ্রেস।' মা রিসিভার কানে ধরে বলল। 'ও বলেছে আজ রাতেই হ্যাঁ অবশ্যই আজ রাতেই সে টাকাটা পাবে। না সে আজ রাতে দেরিতে কাজ শুরু করেছিল। ও সে তো মার্কেটিং এ পড়ালেখা করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ কর্মক্ষেত্রে সে খুব ভালো করছে। টেরিস তার উন্নতিতে খুব খুশি। টেরিস বলেছে খুব শিঘঘিরই ওর একটা পদোন্নতি হবে। আপনি যদি তাদেরকে দুপুরের আগেও আনতে পারতেন আমি তাহলেও খুশি হতাম। কি পাওয়ার কোম্পানির ট্রাকটা চলে গেছে। আহ শিট। আমি যদি তাদেরকে নগদ টাকা দেই তাহলে কি আপনি তাদের চলে যাওয়া থামাতে পারবেন?'

মা কথা শেষ করে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কানেকশান দেয়ার ট্রাকটা চলে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর আবার বলল, 'সবচেয়ে ভালো হয় টেরি লেসেনের সাথে কথা বললে।' সে দ্রুত ফোন টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল ঠিকানা লেখার খাতাটা বের করার জন্য। আমি টিভির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিভি দেখছিলাম।

BanglaBook.org

'ভারনন তোমার কাছে কি অন্য কোন অতিরিক্ত ফোনবুকের খাতা আছে?'

'না এখানে নেই।'

'হ্যাঁ এই তো পেয়েছি। হেল্ডি লেছেন।' মা বলল। মা আবার ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা কানের পাশে তুলে নিল।

'তুমি যে নাম্বারে ফোন করছে এটা তাদের অফিসের নাম্বার না, বাসার নাম্বার। মিসেস লেছেন অফিসে কাজ করেন না।'

'কে বলেছে তোমাকে। এই তো অতিরিক্ত ফোনবুকে তার নাম্বার দেয়া আছে।'

আমি টিভির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম একজন রিপোর্টারের সাথে ভণ্ড লেলি সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। সে আমাদের মারটিরিওকে নিয়ে নানা ধরনের উজবুক মার্কা কথাবার্তা বলছে।

মা আর আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলাম তখন শুনতে পেলাম বাইরে লিওনাসহ মার অন্যান্য বান্ধবীদের কণ্ঠস্বর। মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এই সব বাজে মেয়েগুলোর সাথে এই মুহূর্তে কথা বলতে চাচ্ছি না। তারা আমাকে খোঁজ করলে বলবে আমি বাড়িতে নেই।'

'কিন্তু তুমি তো...'

'তোমাকে যেটা বলেছি সেটা করো।'

জর্জ মাকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকে গেল।

আমি বললাম, 'মা এখানে নেই।'

'এখানে নেই তো কি হয়েছে। নিশ্চয়ই সে তার ঘরের ভেতর আছে।'

লিওনা মার ঘরের দিকে হাঁটা দিল। আমি বাধা দিতে চাইলাম কিন্তু সে আমাকে পাত্তা না দিয়ে মার ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। সেখানে মাকে পেয়ে তারা খুব হৈহুল্লোড় শুরু করল। সবই লেলিকে নিয়ে গল্প। বোঝাই যাচ্ছে লেলি তাদের বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে। আমি এই সুযোগে তাদের সবাইকে মার ঘরের ভেতর রেখে ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। আমার গাটরি, বস্তা সব কিছু আবার গুছিয়ে নিলাম। সাথে আমার গানের ডিস্ক, প্লেয়ার, এড্রেস বুক, আমার জ্যাকেট আর কিছু ছোট ছোট কাপড়। এই সব কিছু নিয়ে আমি বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসলাম। আমি মনে ভাবছিলাম এই তো সুযোগ কিছু একটা করার। কারণ আমারও তো একটা ক্যারিয়ার আছে।

বাড়ির সব শেষ সিঁড়ি থেকে নামার সময় আমি দেখলাম একটা পাওয়ার সংযোগের ট্রাক বাড়ির নাম্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে আমার বাইকটাতে চড়ে বসলাম।

BanglaBook.org

তেরো

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বাইকে চড়ে যাচ্ছে। ছেলেটার পড়নে একটা সাধাসিধে জিনস আর নিল একটা জামা। আমার ব্যাগটা আমার সাথেই কাঁধে ঝোলানো। দেখে মনে হয় আমরা কিছু একটা বিক্রি করছি। এই শহরে যারা কিছু বিক্রি করে তাদেরকে সাধারণত ক্ষমার চোখেই দেখা হয়।

'কি ভাবছ?' এলা আমার কানে চিৎকার করে বলল।

আমি জনসন রোডের পাশে বাইকটাকে থামিয়ে তাকে বোঝালাম কীভাবে একজন বাইসাইকেল প্যাসেঞ্জার তার চালককে বিরক্ত করে বা বিপদে না ফেলে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে।

এলা তার কাপড়টাকে একটু উপরে ওর ফর্সা ধবধবে আন্ডারওয়েটা আমাকে দেখাল। আমি অত মনোযোগ দিয়ে সেদিকে তাকালাম না। কারণ ঠিক দুপুরে এই সব কর্ম আমার কাছে খুব শুভ মনে হচ্ছিল না। এলার ব্যাপারে কিছু বলো না। ও একটা পাগল। খুব সম্ভবত সে আমার সাথে একটা ব্যবসায়িক অভিযানে বের হয়েছে। আমরা যাচ্ছি কিছু চুরির মাল ভাগাভাগি করতে। এলা যদিও বলছে এতে তার কোন আগ্রহ নেই এবং সে কোন টাকাও চায় না।

এমন অস্বাভাবিক ভূতুড়ে ছেমরি আমি আগে কখনো চোখে দেখিনি।

দিনের আলো থাকা পর্যন্ত আমরা বাইকে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর খুব সস্তা একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে থামলাম। ততক্ষণে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়িটার সামনে বেশ পরিষ্কার একটা হাঁটাহাঁটির জায়গা আছে। আমরা পাশেই একজন ঘুমন্ত মেক্সিকানকে পাশ কাটিয়ে খুব ধীরে বাড়িটার পাশেই আমাদের বাইকটাকে নামিয়ে রাখলাম। মি. ডাচমেন নিশ্চয়ই আমাদেরকে এখানে আশা করবেন না। আমি পুনরায় সব কিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এলার কাঁধটাকে স্পর্শ করলাম।

'এলা শুধু চুপচাপ দেখে যাও। এর বেশি কিছু করতে যেও না। সে যদি

BanglaBook.org

চলে যেতে চায় তখন আমাকে ডাক দিবে।'

আমি তাকে আরো বললাম যে সে যেন কোনভাবেই তার মুখ না খোলে।

এলা মি. ডাচমেনের দরোজার পাশে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল। আমি বাইরে পাথর বিছানো পথ দিয়ে গুটি গুটি করে এগুচ্ছিলাম। এরপরই আমি শুনলাম ঘরের দরোজা খোলার শব্দ। ডাচমেনের গলার স্বরও শোনা যাচ্ছে।

'কে সেখানে?'

ডাচমেন বের হয়ে আসল। তার গলার স্বর বেশ কাঁপা কাঁপা আর মৃদু হাল্কা বাতাসে ভেসে বেড়ানোর মত।

আমি যখন শুনতে পারলাম যে তারা ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে তখন আমি আমার গাটরিটা খুললাম। তারপর গুটি পায়ে দরোজার দিকে এগুলাম। দেখলাম আশেপাশে কোন প্রতিবেশী আমাকে দেখছে কি না। না তেমন কেউ নেই। শুধু দূরে এটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাচমেনের সামনের দরোজাটার দিকে এগুলাম, দেখলাম সেটা খোলা। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছিলাম কখন ঘরের ভেতর থেকে এলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো।

'মাম আমাকে এই সুতির জামাটা কিনে দিয়েছে। কারণ এটা ওয়াও বুঝতেই পারছেন খুব...। ডাচমেন তোমার হাতটা তো অনেক ঠাণ্ডা।' এলা কথা বলছে। আমি শুনতে পাচ্ছি।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। আমি আমার পাশের দরোজাটা বন্ধ করে শোয়ার ঘরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকলাম। আমার মাথায় নতুন আরেকটা খেলা তৈরি হচ্ছে। নতুন ধরনের স্বাদ। আমি মাথা নিচু করে এলার কণ্ঠস্বরকে লক্ষ্য করে সংকীর্ণ বারান্দা দিয়ে এগুতে থাকলাম। আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানি টের পাচ্ছি আমি। পাশেই রাস্তায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে আমি একটু থেমে যাই। তারপর আবার সামনে এগুই।

করিডোরের একেবারে শেষ মাথার রুমে এলা আর ডাচমেন। ঘরের দরোজা হাল্কা খোলা। মি. ডাচমেন একটা বেশ উঁচু শক্ত বিছানার খাটে বসে আছেন। তার বিছানায় উঠতে গেলে ছোটখাটো একটা কাঠের সিঁড়ি লাগবে। বিছানার পাশেই একটা কাঠের টেবিল। সেটার উপর কাগজপত্র কিংবা টাকা রাখার ছোট্ট একটা ব্যাগ, তার পাশে একটা বাইবেল রাখা। টেবিলের আরেক কর্ণারে একটা ছবির ফ্রেমে সাদা কালো মহিলার ছবি। মলিটার চুল বাতাসে উড়ছে।

ঘরের অন্য পাশে ছোট্ট একটা জানালা। জানালা দিয়ে বাইরের উঠোন দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এলা বিছানার অন্য পাশে বসে আছে। তারপর সে একটু হেসে বলল, 'হিম! তুমি তো আমার উত্তর মেরু না দক্ষিণ মেরু কোনটা দেখতে চেয়েছিলে?'

এলা তার পেন্টিটা খুলে হাঁটুর নিচে নামিয়ে ফেলল। দেখো এলা আজ কি করছে।

'আ এই সব কি?' ডাচমেন বলল। তারপর হাতের আঙুল কাঁপতে কাঁপতে এলার দিকে এগুলো। এলার খোলা পাছাটার উপর তার হাতটা বুলিয়ে নিল। আমি ডাচমেনের কাঁপা শ্বাস টের পাচ্ছি।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আমি মার তাৎক্ষণিক ছবি তোলার ক্যামেরাটা নিয়ে ঐ অবস্থায় ডাচমেনের সামনে চলে এলাম।

আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'আহ সেই পাগলটা!' তার মাথাটা হয়ত লজ্জায় নিচু হয়ে বুকের সাথে লেগে গেল। আমি তাই ধারণা করছিলাম।

'মি. ডাচমেন ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই।' আমি বললাম। 'মি.ডাচমেন? আমরা এখানে কোন সমস্যা তৈরি করার জন্য আসিনি। এই যে তরুণিটাকে দেখছেন সে এখানে নিজের ইচ্ছায় এসেছে। আমি কেবল তার সাথে এসেছি। বুঝতে পারছেন?'

ডাচমেন তার ঘোলা চোখদুটি আমার দিকে উঠিয়ে আমার কথাগুলো গিলছিল। তারপর সে এলার দিকে তাকাল।

'মি.ডাচমেন এইরকম একটা পরিস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া নাক গলানোর জন্য আমি সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত। আমি বললাম। 'কিন্তু দেখেন আপনার আর আমার দুজনারই একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি।'

ডাচমেন মুখ হা করে আমার কথাগুলো শুনছিল।

'মি. ডাচমেন এই ঝকঝকে তরুণিটিকে দেখেছেন? আমি বাজি ধরতে পারি আমি কিছুটা সময়ের জন্য হলেও এই তরুণীর সাথে একান্তে থাকতে চান। আপনার সমস্ত প্রয়োজনগুলি একে দিয়ে মিটিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারবেন। আর এইসব কিছুর জন্য আমরা কিছু টাকা চাই। এটা শুধু আজকের দিনের জন্য না। আপনি ইচ্ছে করলে যখন খুশি তখন একে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে আজকের শুরুটার জন্য আপনাকে তিনশত ডলার দিতে হবে। আমি অবশ্য এরপরে আর কখনো এসে আপনাকে বিরক্ত করব না। আর এই যে ছবিটা এটাও আপনি ফেরত পাবেন। আমি অন্তর থেকে প্রতিজ্ঞা করছি এই বিষয় নিয়ে আমি আর কখনোই আপনাকে বিরক্ত করব না।'

BanglaBook.org

এলা তার জামার পিছনে নিতম্বের উপর দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মি. ডাচমেন কিছুক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে তারপর টেবিলের দিকে এগুলো। সেখান থেকে টাকা কিংবা কাগজের ব্যাগটা হাতে নিল। কোন কথা না বলেই ব্যাগটা পুরো খালি করে টাকাগুলো আমার হাতে দিল। সেখানে আছে একশত ষাট ডলার। আমার হার্ট খুশিতে প্রায় একটা লাফ দিল।

'স্যার এই কয়টা টাকাই আপনার কাছে আছে? আর কিছু নেই?' আমার অন্তর খুশিতে নাচছিল। আমি সেখান থেকে বিশটা ডলারের নোট নিয়ে ডাচমেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'স্যার এটা নিন আপনাকে পুরো খালি করে দেওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।'

আমি তো খুব আচোদা একটা অন্যায় করলাম। ডাচমেন কোন দিকে না তাকিয়েই টাকাগুলো নিল। আমার বোকা মা আমার এই তথাকথিত কাজে এবং এই কাজের বিনিময়ে টাকাগুলো পেলে হয়ত খুশিই হবে।

'আমি এখন তোমাদের দুজনকে এইখানে একা নিরিবিলি রেখে চলে যাচ্ছি।' দরোজার দিকে মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে আমি বললাম।

আমি যখন দরোজার কাছাকাছি চলে আসলাম তখন শুনতে পেলাম ডাচমেন রাগে দুঃখে ফোপাচ্ছে। আমি আবার ঘুরে তার পায়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম এলার পেন্টি তখনো পায়ের কাছে ঝুলে আছে।

'তোমরা থেমো না। চালিয়ে যাও।' আমি হঠাৎ করেই শুনতে পেলাম লেলি জানালার পাশ থেকে দাড়িয়ে কথাগুলো বলছে। এই মাদারচোত সব সময় আমার পেছনে লেগে আছে। এখানেও চলে এসেছে।

সে তার ক্যামেরাটাকে ঘুরিয়ে কাঁধটাকে একটু বাঁকা করে বলল, 'লিওনা এখানে চলে এসো দেখে যাও আমরা পরবর্তী শো এর জন্য কি পেয়েছি।'

আমি এলার পেন্টিটা উপরে টেনে উপরে উঠিয়ে তার হাতটা শক্ত করে ধরে বাইরে নিযে আসলাম। মার ক্যামেরাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তার উপর। দেখছিলাম ডাচমেন মাথা নিচু করে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে। আমি ডাচমেনের তোলা ছবিটা তার দরোজার দিকে ছুঁড়ে মেরে বললাম, 'স্যার এটাকে ধ্বংস করে ফেলেন। কিংবা যা ইচ্ছা তা করেন। আর ঐ লোকগুলোর সাথে কিছুতেই কোন কথা বলবেন না।'

আমরা লাফিয়ে বারান্দার বাইরে চলে আসলাম। বাইরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। আমি এলাকে টান দিয়ে এক কোণায় লুকিয়ে থাকতে বললাম। তখন দেখলাম লেলি তার ক্যামেরা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'হেই বাচ্চারা, একটু অপেক্ষা করো!'

BanglaBook.org

আমি এলাকে সামনে চলে যাওয়ার জন্য সুযোগ করে দিলাম। সে ঘুরে রাস্তার দিকে দৌড় দিল। লেলি লাফ দিয়ে আমার আর বাইকের মাঝখানে চলে এলো। আমার মাথার ভেতর লক্ষ লক্ষ গালিগালাজ ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে লেলিকে একটাও বলতে পারলাম না। আমি বরং দ্রুত আমার বাইকে উঠে পড়লাম। পেছন দিয়ে লেলি এক ঝাঁপ দিয়ে বাইকের পেছনটা ধরে ফেলল। তার কাঁধের ক্যামেরাটা একবার শূন্যে উঠে তারপর তার মাথার উপর আছড়ে পড়ল। ক্যাক করে সে একটা শব্দ করল।

'শালা ককছাকার তুমি তো জানো না আসল পৃথিবীতে কীভাবে খেলতে হয়।' লেলি আমাকে বলল।

আমি এক ঝটকায় তার ক্যামেরাটা হাতে তুলে নিয়ে সেখান থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিলাম। তারপর আমার জীবনের সমস্ত শক্তি নিয়ে সজোরে ওর মুখের উপর একটা লাথি মারলাম। লেলি ছিটকে পড়ল।

'ও লেলিটো।' বারান্দা থেকে লিওনা চিৎকার করে উঠল।

আমি আমার পেকগুলো কাঁধে নিয়ে বাইকটাকে রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে নিলাম। এলা রাস্তার পাশে একটা জিপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। আমি এক ঝটকায় ওকে তুলে নিলাম। দ্রুত ছুটে বেড়ানো মেঘের মত আমি বাইক নিয়ে ছুটতে লাগলাম।

আমি জানি লেলি আমাদের পিছু খুব শিঘঘির চলে আসবে।

আমি আর এলা ওদের বাড়ির সামনে একটা ঝোপের পাশে এসে থামলাম। এখান থেকে তুমি একটা সরু গলি দেখতে পাবে। এলার পেছনের পাচিল দিয়ে ঘেরাও করা জায়াগাটাও তোমার চোখে পড়বে। সরু গলির একেবারে শেষ মাথায় তুমি পাবে জনসন রোডের চিহ্ন। ঝোপের ভেতর থেকে আমি ঝিঝি পোকার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি আবার ঝোপের দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে আরো কিছু শোনার চেষ্টা করছিলাম। এখানের এই নিরবতার মধ্যে তুমি শহর থেকে আসা নানারকমের শব্দ শুনতে পাবে। মনে হচ্ছে একটা গাড়ি এদিকে আসছে।

আমার হাতে মাত্র সাত সেকেন্ড সময় আছে আমার বাকি জীবনের পরিকল্পনা করতে।

'এলা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে আমার বিশ্বাস করতেই হবে।' আমি বললাম।

'বারনি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'আমরা একশত চল্লিশ ডলার পেয়েছি। আধা-আধি করলে হয় সত্তর ডলার।'

BanglaBook.org

আমি পকেট থেকে ডলারগুলো বের করে এলার কাছে এগিয়ে দিলাম। সেখান থেকে দশ ডলার নিয়ে বাকি ডলারগুলো এলাকে দিলাম। তারপর বললাম তুমি কি আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবে? তোমাকে এখন তোমার চুল বাঁধতে হবে? তোমার জামা পরিষ্কার করতে হবে। এখন বলো তুমি কি পারবে?'

'অবশ্যই আমি পারব।' ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ের মত এলা তার মাথাটা দুলিয়ে বলতে থাকল। তারপর সে আমার দিকে বেশ উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখন কি করতে চাচ্ছ?'

'আমাকে এখনই চলে যেতে হবে।'

'আমি তোমার সাথে যাব।'

'সেটা হবে খুব বিপজ্জনক। কারণ তাহলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা ধরা পড়ে যাব।'

এলা তার ঠোঁটটা চেপে ধরে আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। জনসন রোড দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেল। এলা তখনো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটু দূরে বাড়ির একটা দরোজা খুলে গেল। একজন মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এল্লা আ আ...'

এলার চেহারাটা কালো হয়ে গেল। আমি তার হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম। তারপর আমার ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে নিলাম।

'আমার মার সাথে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তাকে বলো আমি দুঃখিত। আমি তার সাথেই আছি। অথবা থাক কোন কিছুই বলার দরকার নেই। তুমি শুধু আমার বাকি টাকাগুলো মার ঘরের দরোজার নিচে দিয়ে রেখে এসো। ঠিক আছে?'

আমি হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু এলা আমাকে বাধা দিল। আমার হাতটা শক্ত করে ধরল। তারপর আমার মুখের উপর ঝুঁকে এসে আমার ঠোঁটে জোর করে চুমু খেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। কেটারসের রাস্তা দিয়ে একটু সাবধানে যেও। ওখানে বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে।'

সে আমার হাতের মুঠোয় তার নিজের টাকাগুলোও দিয়ে দিল। শুধুমাত্র মাকে দেওয়া টাকাটা তার কাছে থাকল। তারপর সে তুলতুলে ভূতের মত ঘরের দিকে হাঁটা দিল।

'এল্লা আ...'

'আসছি।'

BanglaBook.org

আমি তখনো ঠোঁটের উপর এলার মুখের লালা টের পাচ্ছিলাম। হাত দিয়ে সেটা মুছে ফেললাম। আমি যখন অন্ধকারে মিশে গিয়ে রাস্তার পাশের পাহাড়ি ঢালু দিয়ে হাঁটতে থাকলাম তখন দেখলাম কিটারসের দিক থেকে যে আলোটা আসছে সেখানে একটা লোক হেঁটে হেঁটে আসছে। এটা বেরি গুরি। এতে কোন ভুল নেই। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল। অন্যদিক থেকে একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম।

আহ! এটা লেলির গাড়ি।

আমি আলোকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার পার্শ্ব দিয়ে দৌড় দিলাম।

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

সব বাধার বিপরীতে

চৌদ্দ

কিটারসের উঁচু ভূমি থেকে মারটিরিওকে দেখে মনে হচ্ছে সেখানে অসংখ্য জোনাকি পোকা জ্বলছে। সেলডোম মোটেলের সামনে তুমি ভালো করে লক্ষ্য করলে নতুন একটা চিহ্নও দেখতে পাবে। এই যে এখানে অনেক উঁচু থেকে আমার শহরটাকে সত্যিই অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। শুধু শহরের উত্তরের একটা অন্ধকার জায়গায় কোন তারকার আলো পৌঁছেনি। সেটা আমার ঘর হবে হয়ত।

সব কিছুই শেষ হয়ে গেল। তারা হয়ত মার রান্নাঘরের পেছন দিয়ে তার কাছে যাবে গল্পগুজব করার জন্য। মা হয়ত বলবে যাক ছেলেটা একটা কাজ পেয়েছে। তার জন্মদিনটা আরো ভালো করে করা যাবে।

অথচ আমি এই পাহাড়ি রাস্তার প্রায় অর্ধেক পার হয়ে গেছি মেক্সিকো যাওয়ার জন্য। হতে পারে চিরদিনের জন্য।

এখন প্রায় দশটা বাজে। ঘণ্টা দু একের মধ্যে আমি বড় রাস্তায় উঠে যাব। তারপর হয়ত বিনা ভাড়ায় কোন লরি কিংবা বাসে উঠে পড়ব। আমি জ্বলজ্বল করতে থাকা মারটিরিওর দিকে আরেকবার পেছন ফিরে তাকালাম শেষবারের জন্য। আমার একমাত্র পৃথিবী। অনেকগুলো বছর কেটেছে সেখানে।

প্রায় মধ্যরাতের দিকে গাছের শাখার ভেতর দিয়ে একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল বড় রাস্তায়। আমি দিক ভুলে গেছি। সত্যি করে বলছি, আমি এখন ঠিক জানি না কোনটা দক্ষিণ দিকের পথ।

এখন প্রায় একটা বাজে। আকাশের পূর্ণ চাঁদ মেঘের ভেতর দিয়ে বনের উপর তার ধূসর আলোগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। আহ! কখনো টেক্সাস দেখতে আসলেই অনেক সুন্দর। তুমি যদি এখানে কখনোই না এসে থাকো তাহলে তোমার উচিৎ এখানে চলে আসা।

মারটিরিওকে ছেড়ে চলে এসেছি। ব্যাস যথেষ্ট। এটা নিয়ে আর কোন চিন্তা করার দরকার নেই।

BanglaBook.org

বেশ কিছু ট্রাক আর গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে না তারা থামবে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমি জানি এরা কখনোই থামাবে না। কারণ আমি তাদেরকে থামানোর চেষ্টাও করছি না। সবচেয়ে ভালো হয় কোন বাসের জন্য অপেক্ষা করা। যে স্বভাবত দাঁড়ায়। আমি এখন বড় রাস্তার একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ঝোলা থেকে জ্যাকেটটা বের করে একটা ঝোপের পাশে বসলাম। বসে অপেক্ষা করছি আর আমার মাথার ভেতর থেকে শিক্ষামূলক উপকারি কোন পরিকল্পনা বের করা যায় কি না সেটা নিয়ে ভাবছি।

আমি আরো ভাবছিলাম কীভাবে পৃথিবীর সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন এই পৃথিবীতে কোথাও কি এমন কখনো হয়েছে যে রাস্তার মধ্যে কোন বাস কোন কুখাস্তা মাদারচোত মার্কা দুষ্ট ছেলেকে নেওয়ার জন্য থামিয়েছে। তুমি হয়ত অনেক মুভিতে দেখবে যে মরুভূমির মধ্যে বাস দাঁড়িয়ে পড়েছে কাউকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু সেটা তো মরুভূমিতে। হাইওয়েতে সেটা কি কখনো হয়েছে?

অথবা এই ঘটনাটা ঘটেছে ঐ সমস্ত গাড়ি চালকদের জন্য যারা মুভিতে দেখেছে যে বিপদে উদ্ধার করার জন্য রাস্তার মাঝে বাস থামাতে হয়। যাই হোক এই সমস্ত হাবিজাবি চিন্তা আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল।

আমি টের পাচ্ছিলাম বাতাসে আমার মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আর আশেপাশের ঘাস আর ঝোপঝাড় আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছে। এখন শুধু প্রকৃতি আর আমি। বাহ্ কি সুন্দর।

ঠাণ্ডা একটা কনকনে হাওয়ায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। এখন সকাল পাচটা। হাইওয়েতে একটা গাড়ি থেমে পড়ার শব্দ পেলাম। আমার বোচকাটা রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে আছে। দুইশ গজ একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে আমার ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে সেদিকে দৌড় দিলাম। ইউনিফর্ম পরা গাড়ির ড্রাইভার দাঁড়িয়ে পড়া গাড়ির পেছনের আয়না দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

দরোজাটা খুলে গেল। 'তুমি কি কোন বিপদে পড়েছ?' চালক জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে সান এন্টোনিওতে যেতে হবে।'

'এখান থেকে মারটিরিও কয়েক মাইলের পথ তুমি বরং সেখানে চলে যাও।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখানে আমি আক্রান্ত হয়েছি। আমাকে যেতে হবে।'

অবশেষে আমি গাড়িতে উঠলাম। ভিষণ শব্দ করতে করতে নামহীন দীর্ঘ মাইল পথ গাড়িটা অতিক্রম করতে থাকল। গাড়িতে শুয়ে থাকতে থাকতেই

BanglaBook.org

বিচিত্র সব চিন্তা আর দৃশ্য হয়ত আমার চোখের সামনে কিংবা মাথার ভেতর ভেসে উঠতে থাকল। হয়ত আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি দেখলাম টেইলর ফিগোরাকে। সে বড় রাস্তার পাশেই একটা বড় মাঠের ঝোপের পাশে বসে আছে। তার শরীরে শুধু পেন্টি ছাড়া আর কোন কাপড় নেই। সেখানে সে ফল আর শস্য নিয়ে নানা ধরনের কাজ করছিল। ওকে এই অবস্থায় দেখে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। কেমন দম বন্ধ লাগছিল।

হঠাৎ করেই বাতাসের ঝাঁপটায় আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি সিটে উঠে বসলাম। সোজা হয়ে বসে একেবারে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। দুর্বোধ্য সব অনাকাঙ্ক্ষিত ভয়াবহ ভাবনা আমার মাথাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখন আমার বন্ধু জিসাসের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাকে দেখা যাচ্ছে সে মুখের ভেতর বন্দুকের নলটা ঢুকিয়ে দিল এর উত্তাপ নেওয়ার জন্য। শত শত ফুলের মত সুন্দর সুন্দর চোখ তাকে দেখছে। চলে যাওয়ার আগে তার শেষ মেসেজটা কেউ শুনতে পেলো না। শিক্ষক মি. নাকলেস সেখানে ছিল। তার মুখ একটা বাচ্চার রক্তের বুদবুদিতে ভরে গেছে। এই সমস্ত দুঃসহ স্মৃতিগুলো আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি বুঝতে পারছি আমার বাকি জীবনে এইগুলোই আমাকে তেড়ে বেড়াবে। তারা কীভাবে মনে করল এরকম একটা ঘটনা আমি ঘটিয়েছি। জিসাসের জায়গায় আমাকে বসিয়ে আমি এখন তাকে ঠিকই বুঝতে পারছি। আহ কি সব ভাবনা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

'তুমি কি ঠিক আছ?' পাশেই একজন ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি হয়ত কোন দুঃস্বপ্ন দেখে পানি থেকে ডাঙায় ওঠা মাছের মত তড় পাচ্ছিলাম। মহিলাটি তার হাত দিয়ে আমার মুখটা ধরল। আর আমার কাছে তখন মনে হলো এটা হয়ত ঈশ্বরের হাত।

'না ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই।' আমি মুখ থেকে কিছুটা থুতু ফেলে বললাম। মহিলাটি তার হাতটা সরিয়ে নিল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম সে যেন কোন নির্দেশনা ছাড়া আমাকে আবার না ধরে।

'আমি খুবই দুঃখিত যে তুমি একটা সমস্যায় পড়েছ। আমি এই তো এখানে আছি। যদি তোমার কোন দরকার হয় আমি এখানেই আছি তোমার পাশে আমাকে ডেক।' মহিলাটি নিজের আসনে চলে গেল।

এই মহিলাটি নিশ্চয়ই স্বর্গের কোন ফেরেশতা হবে। অথচ এর পাশে অন্ধকার আর দুঃখ বেদনা ছাড়া আমি কোন কিছুই অনুভব করছি না। আমি হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে প্রার্থনা করছিলাম একটু প্রশান্তির জন্য।

BanglaBook.org

বাসের মধ্যে মৃদু একটা মিউজিক বেজে উঠল। সেটা চলতে থাকল।

'পাল তুলে আমাকে নিয়ে যাও
পাল তুলে আমাকে নিয়ে যাও।'

আমরা যখন সানএন্টোতে ঢুকলাম তখন চারদিক বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এত সকালেও এখানে অনেক ব্যস্ততা। প্রায় কুকুরের মত আমার ক্ষুধা লেগেছিল। সকাল আটটা পর্যন্ত আমি বাসটার্মিনালের বিশ্রাম কক্ষে অপেক্ষা করলাম। তারপর গেলাম একটা ফোন বুথের কাছে ফোন করার জন্য। ফোনটা করতে হবে টেইলর ফিগোরাকে। যদি তাকে না পাই তাহলে যাকে পাব তার কাছ থেকে টেইলরের নাম্বারটা নিতে হবে।

ফোনে রিং হচ্ছে।

'ঘররর কে?' টেইলরের মা খুব ঠাণ্ডা আর গভীর গলায় কথা বলছে।

'মিসেস ফিগারিও? আমি টেইলরের বন্ধু। আমি তার নাম্বারটা হারিয়ে ফেলেছি। ভাবছি কীভাবে তার নাম্বারটা পাব।'

'কে কথা বলছ?'

'আমম... আমি ওর স্কুলের বন্ধু। স্কুল থেকে।'

'ঠিক আছে বুঝতে পারলাম, কিন্তু তুমি কে?'

'ও আমি ডেনি। ডেনি নেইলর।'

'আচ্ছা হাই ডেন। কি খবর তোমার। কেমন চলছে সব কিছু।'

'জ্বি ভালো।'

'একদিন তোমার মার সাথে *নিউ লাইফ মার্কেটে* দেখা হলো। সে আমাকে তোমার বিষয়ে অনেক কথা বলল।'

'জ্বি জ্বি এই তো আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন।' আমার কপাল আর পাছার চিপায় ঘামে ভিজে উঠছে।

'হেই আগামীকাল তোমার মার সাথে আমার কমিটি মিটিংএ দেখা হবে। আমি তোমার বিষয়ে তাকে বলব।'

'ও সে তো অনেক ভালো হয়।'

'ঠিক আছে তুমি একটু দাঁড়াও আমি টেইলরের ফোন নাম্বার নিয়ে আসছি।'

আমি রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

'হ্যাঁ ডেন। ও আজ হোস্টোনে আছে। আমি জানি আজ ওর দুপুরের খাবারের নিমন্ত্রণ আছে। তুমি এখন তাকে না পেলেও পরেও ফোন করে পাবে।'

আমি টেইলরের নাম্বারটা লিখে নিলাম। ফোনের রিসিভারটা আবার

BanglaBook.org

কানের কাছে তুলে নিলাম। সত্যি কথা বলতে কি হয়ত আমি তাকে এখন পাবো না। কারণ তার দুপুরের খাবারের একটা নিমন্ত্রণ আছে। তার জীবনটা আমার থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। তার জীবনটা হলো রৌদ্রজ্জ্বল দুপুরের মত ঝকঝকে। আর আমার জীবনটা নোংরা রক্তাক্তময়। স্বপ্ন হলো একটা ভুয়া জিনিস। বাস্তবে দেখা যায় সে ঘুরে যায় অন্য দিকে।

অবশেষে আমি আমার এই সব ফালতু দর্শনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। পকেট থেকে একটা কয়েন বের করলাম। টস করলাম। হেড উঠল। যার অর্থ এই মুহূর্তে তাকে হোস্টোনে ফোন করো। আমি ফোন উঠিয়ে নাম্বার টিপলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পনের

'হ্যাঁলো।' ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বরটা খুব তরল মনে হলো।

'টেইলর হাই আমি ভারনন।

'একটু অপেক্ষা করো, আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসছি।' ওপাশ থেকে একটা মেয়ে বলল। 'টেই টেইলর ভরন।'

'কে?' আমি শুনতে পাচ্ছি ওপাশ থেকে কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে।

তারপরই গলা খাকারি আর ফিক ফিক করে হাসির শব্দ শোনা গেল। আমি এই বিষয়টাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি। কোন মেয়ের সাথে কথা বলব আর সে এভাবে শুরু করবে এটা তো মেনে নেয়া যায় না। আরেকটা বিষয় জেনে রাখো কখনোই দুজন মেয়ের সাথে এক সাথে কথা বলার চেষ্টা করো না।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে ফোনে আসল।

'টেইলা বলছি।'

'আহ! আমি ভার্ন।'

'ভার্ন?'

'ভার্ন লিটল। আমাকে মনে করতে পারছ?'

'ভার্ন লিটল। ও কোন ভা...' ওপাশ থেকে কাছেই আরো কিছু মেয়ের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

'তুমি হয়ত আমাকে টিভি নিউজে দেখে থাকবে। মারডিরিও থেকে ভারনন গ্রিগোরি লিটল।'

'আসলে আমি সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত তোমাকে আমি চিনতে পারছি না। আমি অবশ্য একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শুনেছি। জানো আমি খুব একটা টিভি দেখি না।'

'ও তাই নাকি। একটা পার্টিতে আমি খুব ব্যতিক্রম সাজুগুজোতে তোমার সাথে দেখা করেছিলাম। তোমাকে সাহায্য করেছিলাম।'

'ও ভার্ন। আমি খুবই দুঃখিত। ঐ রাতে তুমি আমার খুব যত্ন নিয়ে

BanglaBook.org

ছিলে। আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি?'

'না আসলে তেমন কিছু করার দরকার নেই।'

'আসলে সত্যিকার অর্থেই তুমি তো জানো সেদিন আমার উপর দিয়ে অনেক কিছুই হতে পারত।'

মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে আমি মুখের ভেতর থুতুর দলা পাকাচ্ছিলাম।

'তো তুমি কীভাবে আমার নাম্বার সংগ্রহ করলে?' সে জিজ্ঞেস করল।

'এটা অনেক বড় গল্প। আমি হোস্টোনে আসছি। ভাবছিলাম আমরা একসাথে কফি খাবো।'

'আ ভারনন তুমি তো জানো আমি এখন একটু ব্যাস্ত। অন্য কোন সময়?'

'কিন্তু এখন এই লাঞ্চের সময় কি হয়েছে?'

'শোনো আমার চাচাতো ভাই বোনেরা এখানে এসেছে। একটা মেয়েলি অনুষ্ঠান হচ্ছে। ঠিক আছে খুব ভালো লাগল তুমি ফোন করেছ?'

টেইলর তার কথা শেষ করতে চায় বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে কথা বলতে হবে।

'টেইলর শোনো। আমি জেল থেকে বের হয়ে এসেছি। আমি এখন দৌড়ের উপর আছি। আমি পালিয়ে যাবার আগে কিংবা ধরা পরার আগে তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে চাই।'

'সর্বনাশ। কি ঘটেছে?'

'আসলে আমি এটা ফোনে বলতে পারছি না।'

'তোমাকে তো বেশ শান্ত মনে হচ্ছে।'

'নাহ অত শান্ত কিন্তু আমি নই।'

'হা ঈশ্বর তোমার বয়স তো মাত্র চোদ্দ।'

'না আমার সতেরো হয়েছে। আর আমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার দাঁতভাঙা জবাব দেব আমি।'

'ও মাই গড বলো কি?'

আমি কথাগুলো বলে টার্মিনালের চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম। কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি না। কিংবা কেউ আমার কথা শুনছে কি না।

ওপাশ থেকে টেইলর আবার বলল, 'ভারনন তুমি কি হোস্টোনের গ্যালিরিয়া চেনো?'

'না তেমন কিছু চিনি না।'

'শোনো আমি ভিক্টোরিয়ায় দুটা পর্যন্ত আছি।'

BanglaBook.org

'ভিক্টোরিয়া সিক্রেট?'

সে একটু হাসল। 'আমি বুঝতে পারছি তুমি একটু অবাক হচ্ছো। আমি আসলে এখানে এসেছি কিছু আন্ডারওয়ের কিনতে। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না। আমি তোমাকে এখানে আসার জন্য ইনভাইট করছি।'

'আমি কি বিশেষ কিছু পরব?'

সে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার যা ইচ্ছা তুমি পরতে পারো। তুমি কি গাড়িতে আসবে?'

'না ট্যাক্সি ক্যাবে।'

'ঠিক আছে আমি দুটা পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

দেখো কীভাবে সব কিছু কাজ করে। প্রথমে আমাকে মনে হচ্ছিল তার মুখের লালার মত। সে আমার ফোনটা রিসিভই করতে চায়নি। কথা শেষ করে ফেলতে চেয়েছে দ্রুত। কিন্তু দেখো তারপরে কীভাবে ঘটনা ঘটল।

হোস্টনের বাসের ভাড়া ছিল বাইশ বাকস। আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। অথচ আমার কাছে এখন আছে মাত্র চুয়াল্লিশ বাকস।

একটার আগেই আমি হোস্টোনে ঢুকে গেলাম। তারপর ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে ছুটলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। ক্যাবটা চমৎকার সব বড় রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে ছুটে চলছিল। আমি বসে বসে এটা ভাবার চেষ্টা করছিলাম না যে টেইলর আজ কি পরেছে। কিংবা তার শরীরে আজ কি সুগন্ধি মাখা। ভাবনাটা মাথায় আসার সাথে সাথে আমি সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। আমি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে তার কথা ভেবে আমার মনোযোগটা ভিন্ন খাতে চালানোর চেষ্টা করছিলাম।

ড্রাইভারটা অনেক পুরোনো। গাড়ির সিটে দীর্ঘদিন বসে থাকতে থাকতে ওর শরীর আর পাছার আকৃতি গাড়ির সিটের মত হয়ে গেছে। তাকে বেশ শান্ত আর হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

ক্যাবটা ওয়েস্টমেয়ারের পাশ দিয়ে একটা চৌরাস্তা অতিক্রম করল। আমি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম। আমি খুব লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। নিজেকে ঠাণ্ডা রাখার একটা প্রক্রিয়া।

'অক্টোপাশের পাশেই এখানে রাখো।' আমি ড্রাইভারকে বললাম।

রাস্তার পাশেই আমি একজন তরুণিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। গাড়ির ভেতর আমি মাথাটা নিচু করে ফেললাম যাতে মেয়েটা আমাকে দেখতে না পায়। কারণ আমি কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যাব আর সে বিশ মাইল দূর থেকে আমাকে দেখে ফেলবে আর আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে

BanglaBook.org

এটা আমার কাছে ভালো লাগে না।

হ্যাঁ টেইলর ফিগারো দাঁড়িয়ে আছে। সে পড়েছে খাটো একটা ধূসর রঙের স্কার্ট। তার পা আর বাহু বেশ উষ্ণ দেখাচ্ছে। সে যখন ক্যাবটা দেখল তখন তার ভ্রু অনেক উপরে উঠে গেল। ওকে দেখে আমার পাকস্থলিতে আমি বেশ চাপ অনুভব করলাম।

আমি যখন গাড়ির দরোজা খুললাম তখন ওর ঠাণ্ডা মিষ্টি গন্ধ টের পেলাম। কিন্তু গাড়ির সিটটা এত নিচুতে ছিল যে সেখান থেকে উঠে আসার সময় আমার মনে হলো যে আমি মাউন্ট এভারেস্টে উঠছি।

আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে আসলে টেইলর আমার গালে চুমু খাওয়ার জন্য নিচু হয়ে আসল। আমরা একে অপরকে আলিঙ্গন করলাম। অক্টোপাস রোড অতিক্রম করার সময় সে আমাকে বলল, 'হাই তুমি যেভাবে ড্রাইভারকে টাকা দিলে তাতে মনে হচ্ছিল তুমি ব্যাংক ডাকাতি করে এসেছ।'

'হ্যাঁ দেখো আমার পেছনের প্যাকেটটা।'

আমার নাক দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ছিল। টেইলর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'আমার তাই মনে হয়।'

আমি এমনভাবে কথা বলছিলাম যেন আমি কাউকেই মুগ্ধ করতে চাই না। কিন্তু নতুন এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে কৌতুহলীদ্দীপক একটা ব্যাপার ঘটে গেল। মনে হলো সে আমাকে খুব সাদরভাবে গ্রহণ করেছে। মনে হচ্ছে সে যেন আমাকে কাছে পেয়ে বেশ শান্ত অনুভব করছে আর আমিও তাই। সে আমাকে সাথে নিয়ে শপিং মল ঘুরে বেড়াল।

'তো দুষ্ট বালক এখন বলো কি হয়েছে?' চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ও আমাকে একটু তিরস্কার করল।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোত্থেকে শুরু করব।'

'ঠিক আছে আমি তোমাকে সাহায্য করব।' সে তার হাত দিয়ে আমার হাড্ডিসার শূন্য শরীরটাকে ধরে একটু ধাক্কা দিয়ে ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, 'প্রথমে আমরা আমার কাজিনকে খুঁজে বের করব। তারপর আলাদা পৃথকভাবে তুমি আর আমি একটু জুস আর সাথে অন্য কিছু না হয় খাব।'

জুস খাব। তাও এই সুন্দরী মেয়েটার সাথে একাকী। আহ! আমি ওকে বেশ ভালো করে আবার দেখলাম। ও পড়েছে হাল্কা সুতির একটা স্কার্ট। নিচে কোন পেন্টি পরেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আমি সত্যি করে বলছি এই মেয়েটার প্রেমে আমি পড়ে গেছি। যদিও ওর পেন্টির কোন মাপ আমি এখনো বুঝতে পারছি না।

BanglaBook.org

আমরা মেয়েদের পোশাকের দোকানে গেলাম। সেখানে মেয়েদের সব চোখ ধাঁধানো কাপড় ব্রা, পেন্টি, আন্ডারওয়ের সাজিয়ে রাখা আছে। বিশ্বাস করুন এগুলোর প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। আমি দোকানে জড়ো হওয়া মেয়েগুলোকে দেখছিলাম।

আমরা দোকান থেকে বের হয়ে আসলাম।

'তোমাকে আমি কিছু কথা বলব, তুমি অবশ্যই সেগুলো গোপন রাখবে। মেয়েরা যদিও গোপন ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে।'

টেইলর ফিগারিও আমার দিকে তাকিয়ে একটা বিস্তৃত হাসি দিল। ওর দাঁতগুলো দেখে আমার মনে হলো সে আজ ভালভাবে ব্রাশ করেনি। তার মেকাপে কোথাও যেন একটু ঝামেলা আছে। কিন্তু তারপরেও সত্যিকার অর্থে তাকে আজ...ইম ম?'

সে আমাকে সাথে নিয়ে ঘেরাও করা চমৎকার একটা ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকল।

'শোনো এখানে কেউ নেই। জায়গাটা একটু নিরব।' আমি বললাম।

সে একটা টুলের উপর তার আঁটোসাঁটো পাছাটা নিয়ে বসল।

'তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি একজন অপরাধী।' টেইলর জিজ্ঞেস করল।

'না ব্যাপারটা সেরকম কিছু না।'

'তাহলে কেমন, তুমি কি ব্যাংক ডাকাতি করেছ না কি অন্য কিছু।'

'না এটা আসলে খুনের সাথে জড়িত।'

'হা। কি বললে!' ওর চেহারাটা যেন মুহূর্তেই একটু কুঁচকে গেল। 'তাহলে তোমার কি এখন উচিৎ না ঐখানে থেকেই এর মুখোমুখি হওয়া।'

'না এখন আর সেই সুযোগ নেই। আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।'

টেইলরের ভ্রু দুটি আমার প্রতি সমবেদনায় একটু উঁচু নিচু হয়ে গেল। বিষয়টা আমি বেশ উপভোগ করলাম।

'টে এই ঘটনাটা হঠাৎ ঘটেছে। কিন্তু আমি তোমাকে অন্য আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলতে চাই।'

হঠাৎ করেই টেইলর চেহারাটা কেমন শক্ত আর বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি জানি ও আমাকে ভুল বুঝছে।

'তোমার কি টাকা লাগবে? টাকা ধার চাও?'

এর মধ্যেই একজন ওয়েটার চলে আসল।

'আমি আপনাদের জন্য কি আনতে পারি?' একটা মুহূর্তের জন্য টেইলর আর আমার চোখ দুটি একে অপরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল।

'আমার জন্য পেয়ার শরবত নিয়ে আস।' সে বলল।

BanglaBook.org

'দুটো এনো।' আমি বললাম।

ওয়েটার চলে যাওয়ার পর আমি অন্য দিক থেকে আবার চেষ্টা করা শুরু করলাম।

'হেক টেই, আমি সত্যিকার অর্থেই খুব স্বার্থপর হয়ে গেছি। তোমার বিষয়ে আমি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। তুমি এখন কি করছ...?'

সে আমার হাত দুটো ধরে মৃদু একটা চাপ দিল।

'আমি এখানে একটা টিভি প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করছি। কিন্তু অভিনয়ের কোন সুযোগই পাচ্ছি না। মানে বিষয়টা হলো তুমি তো জানো...?'

আমি মৃদু হাসলাম। সে তার চুলগুলো একবার ঝাড়া দিল। তারপর তার চোখদুটো নামিয়ে ফেলল।

'আমি এখানে আজ ঐ লোকটার জন্যই এসেছি। তুমি তো জানো। তার জন্যই শপিংমলে ঘুরছি।'

আমি তার কথার প্রতিধ্বনিগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলাম। তারপর আমার মার মত অবাক হওয়ার ভান করে শব্দ করলাম, 'হেই উউ।'

আমি দেখছিলাম ওর হাসি, ওর ত্বক সব কিছুই কেমন তুলতুলে নরম। টেইলর উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ করেই চিৎকার করে বলল, 'হেই ঐতো আমার কাজিন। লিওনা *লনি* !' সে ডাকতে লাগল। 'এই যে এখানে আমি।'

উফ! মাদারচোত। লিওনা ডান আমার বাড়ি থেকে ফিরে এসে এখানেও চলে এসেছে। আমি জানতামই না যে লেলি টেইলরের সাথে আছে। নষ্ট জাহান্নাম! আমি লাফ দিয়ে আমার টুল থেকে উঠে দাঁড়ালাম। আমার ঝোলাটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। লিওনা মেয়েদের দোকানটার পাশেই চলে এসেছে। যদিও টেইলর সেটা লক্ষ্য করল না। সে শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হেই তোমার কি হয়েছে?'

'আমাকে এখন পালাতে হবে।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে কি যেন বলতে চেয়েছিলে।'

'দয়া করে তোমার সাথে আমার যা কথা হয়েছে তার একটা শব্দও তুমি লিওনাকে বলো না।'

'তুমি কি লিওনাকে চেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দয়া করে '

'ভার্ন!' সে আমাকে আবার ডাকল। কিন্তু ততক্ষণে আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেছি। আমি ভিড়ের মধ্য থেকে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম টেইলর বিড়ালছানার চোখের মত অবাক তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁট দুটো খোলা।

'সাবধানে যেও।' খুব আস্তে সে কথাটা বলল। 'আমাকে ফোন করো।'

BanglaBook.org

আমি দৌড়ে এসে একটা বাসের পেছনে উঠে বসলাম। ভারনন গড লিটল তুমি জাহান্নামে যাও। আমি মাকে কোন ফোন দেইনি। এমনকি আমি সারাদিন কিছু খাইওনি। আমার মাথার ভেতর তখন নানা ধরনের উদ্ভট সব চিন্তা আর খেয়াল ঘুরপাক খাচ্ছিল। কি সব আজে বাজে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

টেইলর নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার শপিং করা শেষ করে ফেলেছে। আহা টেইলরের সুন্দর শরীর, কোমর, পেন্টি এই সব আমার চোখের সামনে কেন বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। ও টেইলর আমার টে।

সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা ঘটল যখন বাসটা মেকএলেনে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির চালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। পিচ-ছ-ছ-ছ দরোজাটা খুলে গেল। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। বাইরে নতুন আরেক ধরনের নিরবতা। আমি যখন বাসের সিট থেকে উঠে বসলাম তখন টের পেলাম সেটা। আমি জরগ্রস্থ রোগির মত হেঁটে বাইরে চলে আসলাম। বাসের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া অন্যান্য পরিব্রাজকদের আমি অনুসরণ করতে থাকলাম। সীমান্ত এখান থেকে দশ মাইল দূরে।

পাথরের পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি টের পাচ্ছিলাম যে আমি এখনো বেঁচে আছি। আমার হাত পা শরীর, দুঃস্বপ্নগুলো সব ঠিক আছে। জনশূন্য বাস টার্মিনালটা দেখে আমার খুব ভালো লাগল। আমি খাওয়ার জন্য একটু কফি আর স্যান্ডউইচ খোঁজ করতে লাগলাম। একটা মেক্সিকান ছেলে দরোজার পাশে ফ্লোরটা মুছছিল। দুজন ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসে তাদের বাক্স পেটরাগুলো রশি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে। এইগুলো দেখতে দেখতে আমার চোখ গিয়ে পড়ল বাস টার্মিনালে চালু থাকা একটা টিভির উপর। টিভিতে তখন সংবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। আমার মস্তিষ্ক আমাকে বলছিল ওদিকে যেও না, ওটার দিকে তাকিও না। কিন্তু আমি সেদিকে তাকালাম। টিভির সংবাদটা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে থাকলাম।

'মারটিরিওর টেক্সাস এলাকার সমাজে ধাক্কা খাওয়ার মত নতুন একটা ঘটনা ঘটেছে।' টিভি স্ক্রিনে এই কথাটা বলা হচ্ছে। সেখানে লাল এবং নীল রঙের উজ্জ্বল আলো ঝলকাচ্ছে। ভেইনগুরি শহরের প্রান্তে রাস্তার উপর হোঁচট খেয়ে পড়ে আছে। তারপরনে একটা স্ট্রেকস্যুট। সে চেষ্টা করছে ক্যামেরার আলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে। আরেকজন শক্তিশালী মহিলা তাকে সাহায্য করছে ক্যামেরার সামনে আনতে।

'সকলেই ধ্বংসের মুখে আছে। এই চরম বিপদের মুহূর্তে আমি

BanglaBook.org

সকলকেই বলছি আমাদের এই কমিউনিটির জন্য যেন প্রার্থনা করা হয়।'

দিনের আলো কেটে গেল। দৃশ্য পাল্টে গেল। ক্রাইম সিনের অংশ চলে আসল জনসন রোডের উপর, গতকাল রাতে যেখান থেকে আমি আমার যাত্রা শুরু করেছিলাম। লেলি ক্যামেরার ফ্রেমে প্রবেশ করে ক্যামেরার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। তার হাতটা ঝুলছিল।

'আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম যে আমি এই দুর্ঘটনা থেকে বেচে গিয়েছিলাম। যদিও আমার কাঁধের হাড় ভেঙে গেছে। বেশ কিছু জায়গা কেটে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও আমি নিজেকে ধন্যবাদ দেই যে আমি এই দুর্ঘটনার একজন দুর্লভ প্রত্যক্ষ্যদর্শী।'

মর্গ থেকে একটা লাশ প্লাস্টিকে পেঁচিয়ে নিচে রাখা আছে। পাশেই নিরাপত্তারক্ষীসহ একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে।

'বেরি এনোচ গুরি ভাগ্যবান ছিলেন না। তার শরীরটা মারটিরিওর নতুন যে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সোয়াট টিম আছে তাদের প্রশিক্ষণের জায়গা থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে পড়েছিল। এই সোয়াট টিমে যোগ দেয়ার ঘণ্টা খানেক পরেই তাকে তার নিজের বন্দুক দিয়ে নির্মমভাবে গুলি করা হয়েছে।'

টিভি স্ক্রিনে বেরি গুরির খুব সুন্দর উজ্জ্বল চোখের হাসিখুশি একটা ছবি ভেসে উঠল। লেলিকে আবার টিভি ক্যামেরার সামনে দেখা গেল বেশ ক্রুদ্ধ চেহারায়।

'আমি সত্যিকার অর্থেই একজন দুর্ভাগ্যবান প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। যে এমন একজন লোককে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে যে লোকটা তার শৈশবের সকল প্রতিবন্ধকতা, অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করে আইন সংস্থায় যোগ্য একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ফেডারেল ফোর্স অবশ্য চলে এসেছে এবং বেরির নিশ্চিত হত্যাকারী ভারনন গ্রিগোরি লিটলকে ধরার জন্য।'

আমার স্কুলের ছবিগুলো টিভি স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে। কীভাবে আমি পেমের সাথে কোর্টহাউস ত্যাগ করছিলাম সেটাও দেখানো হলো।

তারপর একজন অপরিচিত লোক তার হাতে প্লাস্টিকের গ্লাভস পড়া সে এসে ক্যামেরার সামনে হাজির হলো।

'আমরা এর মধ্যেই কিছু প্রমাণ পেয়েছি। এক পাটি খেলার জুতো পেয়েছি। আরো কিছু তথ্য প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে।'

লেলি আবার ক্যামেরার সামনে চলে আসল।

'সারারাত রাষ্ট্রের সীমান্তে এবং বড় রাস্তায় নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে।

BanglaBook.org

কর্তৃপক্ষ সাবধান করে দিচ্ছে যে সন্দেহভাজন হলো বন্দুকধারী।' লেলি বলল।

আমি আড়চোখে একবার চারপাশটা দেখে নিলাম। বিশ্রামকক্ষের পাশেই একজন দারোয়ান অন্যমনস্ক দাঁড়িয়ে আছে। টিকেট কাউন্টারের পাশে কাউন্টারের কর্মচারি বিরক্তভাবে কিবোর্ড টেপাটেপি করছে। আমি স্বাভাবিকভাবে তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে দরোজার দিকে এগুলাম। তারপর বড় রাস্তার অন্ধকার দিক লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। রাস্তার সবচেয়ে অন্ধকার পাশটা দিয়ে আমি হাঁটতে থাকলাম। সামনেই মেক্সিকো যাওয়ার চিহ্ন দেখানো হচ্ছে রাস্তার উপর। এর পাশে ট্রাফিক চিহ্ন পিট পিট করে জ্বলছে।

আমি জানি না আমাকে কতদূর দৌড়ে যেতে হবে। হয়ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাকে দৌড়াতে হবে। তারপর জেগে উঠে আবার দৌড়াতে হবে। মধ্যরাতের দিকে আমার দু পা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক বড় একটা পাথরের সামনে এসে থামলাম আমি। অন্ধকারে আমার মাথাটা বো বো করতে লাগল। মাথাটা প্রায় ঝুলে পড়েছে। হয়ত কয়েকশ বছর পর আমি মাথাটা আবার তুললাম। দেখলাম সামনেই আলোর বিকিরণ। অনেক মোটা বিমের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

'আর্ন্তজাতিক সেতু। মেক্সিকো।' সামনে একটা নির্দেশিকায় লেখা আছে।

এখান থেকে সীমান্ত প্রাচীরটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্টিফেন স্পিলবার্গ সেটাকে তার কাল্পনিক রেখা দিয়ে অদ্ভুতভাবে তৈরি করেছেন। আমি আমার জ্যাকেটটা পরে নিলাম। যদিও বাইরে তেমন ঠাণ্ডা ছিল না। মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে পরিপাটি করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

ট্রাকের চাকার চিহ্ন রাস্তার অন্ধকার পাশে দেখা যাচ্ছে। খুব ভারি যাত্রীবাহি বাসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সীমান্তের মধ্য রাস্তায়। রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক, গাড়ির চলাচল। কিন্তু কোথাও তেমন চেক পয়েন্ট বা রাস্তা ব্লক করে কাউকে খোঁজাখুঁজি কিছু করার মত দেখা গেল না। শুধুমাত্র সীমান্তের উপর নিয়মিত যে চেকআপ সেটাকে দেখা যাচ্ছে।

আমি ব্রিজের উপর হাঁটা দিলাম। যেন আমি আমার স্বপ্নের দিকেই এগুচ্ছি।

তুমি অবশ্য এখন একটা জিনিস বলতে পারো: পরিষ্কার এই কংকরময় বিশাল পথ শেষ হয়ে গেছে সীমান্ত পথে। এর পরেই সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন আরেকটা দেশ। লম্বা, খাটো অনেক লোক আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলছে।

BanglaBook.org

তাদের চোখেমুখে কেমন একটা সতর্কতা। যেন কেউ এই ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের স্বপ্নগুলোকে নষ্ট করে দেবে। তুমি ইচ্ছে করলে বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আমি একটা লোকের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে আসলাম। সে খুব অদ্ভুত পোশাক পড়ে আছে। সবার চেয়ে তার উচ্চতা কমপক্ষে ছয় ইঞ্চি বেশি হবে। চেক পয়েন্টটা মেক্সিকান এলাকায়। অফিসিয়াল পোশাক পরে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা গাড়িগুলো থামাচ্ছে আর চেক করছে। আমি জ্যাকেটের কলারটা উপরে তুলে দিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমি যখন প্রায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম তখনই শুনতে পেলাম একটা কণ্ঠস্বর।

'এই যে শুনুন।' একজন মেক্সিকেন অফিসার ডাকল।

আমি পালানোর চেষ্টা করলাম।

'এই যে মিষ্টার দাঁড়ান।' আমি চারদিকে একবার তাকালাম।

অফিসার তার হাতটাকে মুঠিবদ্ধ করল।

BanglaBook.org

ষোল

সীমান্ত অফিসার চেকপয়েন্ট থেকে এসে বেশ দর্পের সাথে হাঁটাহাটি করছিল। গায়ের রং খুব কালো। মাথার টাকটা চকচক করছে। অবশ্য তাকে বেশ পরিপাটি ফুলবাবুর মতই মনে হচ্ছে।

'অনুগ্রহ করে পাসপোর্টটা দেখান।' সে বলল। তাকে বেশ সিরিয়াস মনে হচ্ছে।

সবকিছুর উপরে তার সোনালী দাঁতগুলো ঝক ঝক করছে। সে কালো চোখ দিযে আমাকে একবার মেপে নিল।

'আ- পাসপোর্ট?'

'হ্যাঁ। পাসপোর্ট প্লিজ।'

'উম-ম- আমি একজন আমেরিকান।'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স?'

'আসলে আমি একজন আমেরিকান। আপনাদের সুন্দর এই দেশটাকে আমি দেখতে চাই। আর...'

সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মনে হচ্ছে কোন খারাপ কথা বা আচরণ সে আমার সাথে করবে। আমি তার ঘ্রাণ পাচ্ছি।

'আমার সাথে আসো।' সে বলল। তারপর আমাকে মূল অফিস বিল্ডিং এ নিয়ে গেল। অফিসের ভেতরে জুতার পালিশের গন্ধ। অফিসটাকে আমার কাছে জুরাসিক পার্কের মত মনে হচ্ছে। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের চেয়ারগুলোর মত থরে থরে চেয়ার সাজানো। সুপার মার্কেটের বাতি সজ্জার মত চারদিকে বাতি জ্বালানো। কর্ণারে একটা ফ্যান চলছে। টিভিতে যেমন কোর্টহাউস কিংবা পাবলিক হেলথ কমপ্লেক্সের বিশ্রাম কক্ষ দেখা যায় এখানটায় তেমন একটা গন্ধ পাচ্ছি আমি। বেশ কিছু মেক্সিক্যান মহিলাকে দেখা গেল। অফিসার আমাকে একটা টেবিলের সামনে যেতে বলল। ইশারা করে এর পাশেই বসতে বলল। সবাই তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন দক্ষিণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিংবা অন্য কিছু। আর মেক্সিকোর সীমান্ত

BanglaBook.org

রেখাটা তার পাছার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে।

'তোমার পরিচয় দেয়ার মত কিছু নেই?' সে জিজ্ঞেস করল।

'উ-হ-নাহ তেমন কিছু নেই।'

সে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করে তার চেয়ারে বসল। তারপর হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেন সে আচোদা এই পৃথিবীর মহা কোন সত্য কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমার মাথার ভেতর বেশ কিছু মিথ্যা কথা সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিলাম। আমার মত ছোট হলে তুমিও এই কাজটা করতে।

'আমাকে আমার বাবা মার সাথে দেখা করতে হবে। তারা আমার আগে চলে এসেছে। কিন্তু আমি পিছনে পড়ে থাকায় দেরি করে ফেলেছি। তারা এখন ঐ পারে অপেক্ষা করছে। আমার জন্য নিশ্চয়ই তারা খুব দুঃশ্চিন্তা করছে।'

'তোমার বাবা মা কি কোন ছুটিতে এসেছে?'

'আ-হ- হ্যাঁ। আমরা ছুটি কাটাতেই যাচ্ছি।'

'তোমার বাবা মা এখন কোথায়?'

'তারা এর মধ্যেই মেক্সিকো পৌঁছে গেছে। আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

'কোথায়?'

ধেত শালা তুই জাহান্নামে যা। এই রকম কোন লোকের সামনে পড়াটা আসলেই দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু না। মনে হচ্ছে সে আমাকে প্যাচে ফেলে সংকীর্ণ করতে করতে বোতলের ছিপির মত সত্যের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে আসবে। কিন্তু তুমি চেয়ে দেখো আমি কীভাবে ভাসা ভাসা মিথ্যা দিয়ে শুরু করি।

'আ- তারা এখন উত্তর ভাগে আছে।' তুমি দেখো এই শালা চুতিয়া তদন্ত কর্মকর্তা এখন প্রশ্ন করতে করতে হয়ত আমার বাবা মার ব্যক্তিগত কক্ষের ঠিকানাটাও বের করার চেষ্টা করবে।

'মানে আমি বলতে চাচ্ছি টিজিউনাতে।' আমি মাথাটা নেড়ে বললাম।

'টিজিউনা?' সে তার মাথাটাকে একবার ঝাঁকি দিল। 'এটা তো টিজিউনাতে যাওয়ার ভুল পথ। টিজিউনা হলো মেক্সিকোর ঐ পাশে।'

'আ- আসলে বিষয়টা তাই। তারা মেক্সিকোর ঐ পাশ থেকে টিজিউনাতে এসেছে। আর আমি এখন এই পাড়ে। সুতরাং আমাকে এখন সীমান্ত পার হয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।'

অফিসার তার মাথাটা নিচু করল কিন্তু চোখ দুটি আড়াআড়িভাবে আমার উপর রাখল।

'টিজিউনার কোন জায়গায়?'

BanglaBook.org

'ইম- একটা হোটেলে?'

'কোন হোটেলে?'

'ধেত এটা তো আমার মনে পড়ছে না। আমি এটা লিখে রেখেছিলাম...' আমি আমার ব্যাগের ভেতর হোটেলের নামটা খুঁজতে লাগলাম।

'তুমি আজ মেক্সিকো ঢুকতে পারবে না।' অফিসার বলল। 'ভালো হয় তোমার বাবা মাকে এখানে ডেকে নিয়ে আসো। তারা তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'যাই হোক এখন তো তাদের ডেকে আনাটা অসম্ভব হবে। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর আমি এখানে চলে এসেছি। যাই হোক আমি ভেবেছিলাম আমাদের দুই দেশ অর্থাৎ আমেরিকা আর মেক্সিকোর মধ্যে একটা চুক্তি আছে। তাই আমি ভেবেছিলাম যে একজন আমেরিকান হিসেবে আমি মেক্সিকোতে ঢুকতে পারব।'

সে একটু গলা খাকারি দিল। তারপর বলল, 'কিন্তু আমি কীভাবে বুঝব যে তুমি একজন আমেরিকান।'

'আহ কি বিপদে পড়লাম। আপনি আমার দিকে তাকান। দেখেন আমি সত্যিকার অর্থেই একজন আমেরিকান।'

অফিসার ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের দিকে সমতলভাবে তাকাল।

'সবচেয়ে ভালো হয় তুমি তোমার বাবা-মাকে এখানে ফোন করে নিয়ে আসো। আজ রাতটা তুমি মেকএলানে থাক। আগামীকাল তারা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।'

সত্যের একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি সবচেয়ে সম্ভাবনাময় কাজটা করার চিন্তা করলাম। আমি ভান করলাম যে অফিসার সত্যিকার অর্থেই আমাকে সুন্দর একটা বুদ্ধি দিয়েছে। আমি অফিসারকে বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এখনই আমার বাবা মাকে ফোন করে এখানে ডেকে নিয়ে আসছি।'

আমি দেয়ালে ঝুলানো ফোন বুথ থেকে রিসিভারটা নিলাম। ভান করলাম যে ফোনের ভেতর কয়েন দিচ্ছি। ফোনে কথা বলছি সে অভিনয়ও করলাম। এছাড়া আমার আর কিইবা করার ছিল। আমার তথাকথিত বাবা-মার সাথে ফোনে কথা বলা শেষ করে আমি একটা খালি বেঞ্চে এসে বসলাম। দীর্ঘক্ষণ একা বসে রইলাম। রাত তিনটা পর্যন্ত আমাকে এভাবেই বসে থাকতে হলো। প্রচণ্ড ক্ষুধায় মাথার ভেতর তখন শুধু একটা কথাই ছোটাছুটি করছিল যে একটা বার্গার নাও আর এক কাপ জুস।

জানালা দিয়ে হঠাৎ করে প্রথম লাল আলো তারপর নীল আলোর ঝলকানিতে আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। রাতের পেট্রোল কার বাইরে এসে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়েছে। গাড়ির ভেতর থেকে আমেরিকান নিরাপত্তারক্ষীরা বের হয়ে আসল। আমি আস্তে করে উঠে অফিসারের ডেস্কের পেছনে চলে গেলাম। অফিসারটা তখন আরেকজন সাধারণ পোশাকের মেক্সিকানের সাথে কথা বলছিল। তারপর সে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'স্যার আমি সত্যি করে বলছি আমাকে এই সীমান্ত পার হয়ে মেক্সিকো যেতে হবে। আর একটু ঘুমাতে হবে। আমি একজন আমেরিকান, আমি ছুটি কাটাতে যাচ্ছি...'। এই কথা বলে আমি চোখের কোণা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আরেকজন নিরাপত্তা রক্ষী জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে তার পার্টনারের সাথে কোন কিছু বলছিল। তারপর একজন মেক্সিকান অফিসার আসল আর তাদের উভয়ের সাথে কথা বলল। তারা একটু মাথা নেড়ে চলে গেল।

'তোমার বাবা মা কি আসছে?' অফিসার জিজ্ঞেস করল।

'তারা এখনো আসতে পারে নাই।'

সে আমার কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে তার সাথের আরেক অফিসারের সাথে কথা বলা শুরু করল।

'দেখুন আমি সব সময় এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করি। আপনি ইচ্ছে করলে আমার মানিব্যাগ, আমার সব কিছু চেক করতে পারেন।'

এইবার অফিসারের চোখেমুখে একটু ভিন্ন ধরনের কৌতুহল দেখা গেল। সে আমার মানিব্যাগটা দেখতে চাইল। সে মানিব্যাগের ভেতর থেকে ক্যাশকার্ডটা বের করে সেটা টেবিলের উপর রাখল। তারপর ঐটার ভেতরে রাখা বিশ ডলারও বের করল।

'এই কয়টা টাকা সাথে নিয়ে তুমি ভ্রমণ করতে বের হয়েছ?'

'হ্যাঁ এই টাকাগুলো আর আমার ক্যাশকার্ড।'

সে আলতো হাতে টেবিল থেকে আমার ক্যাশকার্ডটা তুলে নিল। তারপর এদিক সেদিক ঘুরালো। 'ভিজি লিটল।' সে বিড়বিড় করে বলল। আমি বুঝতে পারলাম বাড়ি থেকে একটু ভিন্নতর ভাগ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছে মেক্সিকোতে। অফিসারের কালো চোখে যে দ্যুতি খেলা করছে তাতে আমি বুঝতে পারলাম সে একটা কিছু নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। অফিসার আমার মানিব্যাগের বিশ ডলার তার ডেস্কের ড্রয়ারের ভিতর রেখে দিল।

'মেক্সিকোতে স্বাগতম।' সে বলল।

আমি বের হয়ে দেখলাম আমেরিকান নিরাপত্তা রক্ষিরা ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের রেডিওতে কথা বলছে। আমি অন্য আরেকটা রাস্তা দিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণের পথে মিলিয়ে গেলাম।

রেনোসা মেক্সিকোর সীমান্তের পাশেই একটা শহর। বেশ বড় শহর। প্রচুর

BanglaBook.org

হট্টগোল, মানুষ হৈ চৈ। অবাক হওয়ার মত। মেক্সিকোতে রাত কখনো শেষ হয় না। পৃথিবীটা যদি সমতল হতো তাহলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কোন সময় তুমি মেক্সিকোর রাত দেখতে পারতে। স্বাভাবিক আইন এখানে বাধাপ্রাপ্ত। সীমান্তের হট্টগোল এখানে তেমন নেই। আমি বড় রাস্তা ছেরে ফুটপাত ধরে হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটা গলির মুখে চলে আসলাম। সেখানে দোকানগুলোতে গান বাজনা চলছিল। নানারকমের উদোম খাবার জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। বাচ্চা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবারের জন্য টাকা নিচ্ছে। খাবারগুলো আমাকে বেশ কৌতুহলী করে তুলেছে। কারণ আমি তখন ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমি সেখান থেকে কষ্ট করে হলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে আসলাম। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যেভাবেই হোক খুব দ্রুত আমাকে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে দূরে নিরাপদে চলে যেতে হবে। যদিও আমার পকেটে এখন একটা টাকাও নেই। আর আমাকে হয়ত পায়ে হেঁটেই মরে যেতে হবে। আমার শুধু এখন বাববার জিসাসের কথা মনে হচ্ছে। জিসাস শান্তিতে থাকুক, আমি এই প্রার্থনা করছি।

আমি শহরের একটা অন্ধকার কর্ণারের দিকে হাঁটা দিলাম। সেখানে কয়েকটা বাড়ির মাঝে একটু ফাঁকা নির্জন ঝোপঝাড়ের মত জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম। আমাকে কিছু একটা ভাবতে হবে। বাড়িগুলোর একটা জানালার পাট খোলা। সেখান থেকে জানালার একটা পর্দা বাতাসে উড়ছে। বাড়ির কুকুরটা হয়ত এখন চুপচাপ আছে। আমি টেইলরের কথা ভাবতে থাকলাম। জানালার ঐ পর্দার কাপড়ের মত মিহি একটা কাপড় জড়িয়ে সে শুয়ে আছে একজন দেবীর মত। টেইলরের কথা ভাবতে ভাবতে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আজ বৃহস্পতিবার। আমি নিজেকে খুব অদ্ভুত একটা জায়াগায় দেখলাম। ঐ ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে ষোলটা দিন পার হয়ে গেছে। যে ঘটনাটা আমার জীবনটাকে দুটা ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। আমি জানি এখন আমাকে সামনে এগুতে হলে টাকার দরকার। টেইলরের কাছ থেকে টাকা নিতে পারতাম কিন্তু তার আগে আমাকে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ ছিল যে সে আমার বিষয়ে মাদারচোত লিওনা ডানটকে কিছু বলবে কি না।

বাসায় আমাকে ফোন করতে হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত মার ফোন এখন নষ্ট হয়ে আছে। আর ত্রিশ আমেরিকান সেন্ট দিয়ে আমি কোন আচোদাকেই ফোন করতে পারব না। আমার ব্যাগটাকে কাঁধে নিয়ে আমি বড় রাস্তা ধরে শহরের বাইরে মনটেরির দিকে হাঁটা দিলাম। হাঁটতে আমার ভালোই লাগছিল।

BanglaBook.org

রাস্তার পাশে নোংরা ট্রাকগুলো মালামাল বোঝাই হয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পায়ে হেঁটে সেগুলোর অনুসরণ করলাম। সারাটা দিন আমি পা ঘষে ঘষে খুরিয়ে খুরিয়ে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একসময় সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটা রাস্তার বাঁকে এসে পৌঁছলাম যেখানটা ঢালু হয়ে অনেক নিচে নেমে গেছে। ঠিক এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমি জীবনের সীমানাকে অনুভব করলাম। আমার মাথার উপর রাত্রি যদিও আকাশের রং তখনো বোঝা যাচ্ছে। গভীর একটা ভাবনা মাথায় আসল। ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দাও মেক্সিক্যান ভাগ্যের উপর।

আকাশে রাতের তারারা জেগে উঠেছে। একটা ট্রাক ব্যাপক মাল বোঝাই করে ক্রিস্টমাস ট্রি-সহ আরো অন্যান্য অনেক জিনিস নিয়ে পার হওয়ার পর ট্রাকটার প্রতি আমি মনোযোগ দিলাম। ট্রাকটাকে নিয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তা করার আগেই ট্রাকটা রাস্তার উল্টোপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। হেড লাইটের আলোয় আশেপাশের কয়েকটা অট্টালিকা ঝকমকিয়ে উঠল।

সামনেই একটা গ্যাস স্টেশনের পাশে একটা পানশালায় মিউজিক বাজছিল। ট্রাকটা পানশালার পাশেই পার্ক করা হলো। আর আমি দেখলাম একজন ড্রাইভার ট্রাকটা থেকে লাফিয়ে নামল। লোকটা আকৃতিতে আমার চেয়ে ছোট। যদিও তার গোফ জোড়া বেশ রিষ্টপুষ্ট আর হাতের মাশল বেশ শক্ত ও মজবুত। সে খুব ভাব নিয়ে তার মাথার হ্যাটটা খুলে নিয়ে বারের ভেতর ঢুকল। তার পাশেই আরেকটা বাচ্চা ছেলে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল। আমিও জোর কদমে তাদের সাথে ঢুকলাম। কেউ আমার দিকে তেমন নজর দিল না। বাতাসে ভাজা তেলের গন্ধ। লোকটা একটা কাঠের বার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার দেখে নিল। দূরেই কয়েকজন ভদ্রলোক তাদের বিয়ার নিয়ে একটা টেবিলে বসে আছে।

বাচ্চা ছেলেটা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত একটা টিভির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি মাথায় একটা পরিকল্পনা নিয়ে বারের দিকে এগুলাম। সবাই আমার দিকে অবাক তাকিয়ে থাকল। আমি বুঝতে পারছিলাম। আমি আমার ঝোলা থেকে একটা মিউজিকে ডিস্ক বের করে বারের টেবিলের সামনে যে লোকটা বার বিলি করছে তার সামনে রাখলাম। লোকটা ভ্রু কুঁচকে ডিস্কের দিকে তাকিয়ে তারপর খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস বার আমার সামনে রাখল। তারপর লোকটা আমার মিউজিক ডিস্কটাকে ড্রাইভারের সামনে রাখল। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মাথাটা ঝাঁকাল। আমি বুঝতে পারছিলাম এই পানীয়টুকু পান করার আগে আমার কিছু আবার খাওয়া দরকার। বারের লোকটা আবার আমার ঝোলার দিকে তাকিয়ে অন্যান্য ডিস্কগুলোকে ইশারা করল। বারওয়ালা আর ড্রাইভারের মাঝে অপরিহার্য কিছু কথাবার্তা হয়ে গেল।

BanglaBook.org

ফলে এরপর যখন বারওয়ালা ড্রাইভারকে আরেক মগ হুইস্কি দিতে গেল তখন সে আমার দিকেও কিছু হুইস্কি এগিয়ে দিল। আমি আমার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এই লোকগুলোর মাঝে। এটা আমি বুঝতে পারলাম। ট্রাক ড্রাইভারের ঠোঁটে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল। সে তার বোতলটা উঁচিয়ে বলল, *'স্যা-এ-এ লু-উ-ড'*

আমাকে জিজ্ঞেস করো না কখন কড়া মদটা আমাদের সামনে চলে এল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই আমি টের পেলাম যে আমি খুব দামি সিগারেট টানছি। চারপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। পুরোটা রাত ঐ ছেলেগুলোর সাথে, ঐ লোকগুলোর সাথে হৈহুল্লোড়, হট্টোগল, চিৎকার চেচামেচি, হাসাহাসি করে কাটালাম। আমার আশেপাশে যে স্থানীয় ভদ্রলোকগুলো ছিল তারা আমার বাবা, আমার ভাই আমার চাচা হয়ে গেল। এইখানেও অক্সিজেন আছে। এইখানেও বাড়ি আছে। কিন্তু তারপরেও এখানকার আবেদনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঠিক এইখানে ভিন্ন একটা সময়ে ভিন্ন একটা জায়গায় আমি একটা রাত কতগুলো মেক্সিক্যান ভদ্রলোকের সাথে কাটিয়ে দিলাম।

শুক্রবার সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটা টেবিলের পাশেই আমি হামাগুড়ি দিয়ে উঠলাম। মাথার নিচে যে ইটটা ছিল মাথা ঘুরিয়ে ওঠার সময় আমার ডান চোখটা সেখানে খোঁচা লাগল। কিন্তু আমি সেটাকে পাত্তা না দিয়ে আমার মাথার উপরে কাঠের ছাদের দিকে তাকালাম।

'মিরা কু টি ইছটা ইছপারনেনডো।' ট্রাক ড্রাইভারের বার টেবিলের পাশ থেকে বলল।

'কোল লেডেছমা কেবরোন' বারওয়ালা তার জবাবে বলল।

ড্রাইভার বেশ বড় একটা পোটলা মেঝের উপর রাখল। তার সে ফ্লোরের উপর শব্দ করে থুতু ফেলল। আমি উঠে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম বাচ্চা ছেলেটা টিভির সামনে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছে। আমিও টিভির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম যে সেখানে লেলিকে দেখানো হচ্ছে। সে আমার স্কুলের ফটো দেখাচ্ছে। তারপর একটা দুর্ঘটনার দৃশ্য। আমি ভালো করে লক্ষ্য করলাম যে বারের বাচ্চা ছেলেটাকে বিষয়টা তেমন উদ্বিগ্ন করেনি।

বারমেন আর ড্রাইভার আবার মেক্সিক্যান ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে। তবে তাদের কথাবার্তার মাঝে আমি একটা শব্দ বুঝতে পারলাম। সেটা হলো *চিঙা।* চিঙা মেক্সিকেন ভাষায় খুব খারাপ একটা গালি। আমি স্কুলে সেটা শিখেছিলাম। এটা স্থানীয়ভাবে গালিগালাজ করার সময় ব্যবহার করা হয়। তোমরা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করো না যে এর পুরো অর্থটা কি। বারওয়ালা তিনটা গ্লাস হাতে নিয়ে কাপড় দিয়ে সেটা মুছে বার টেবিলের উপর আবার সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখল। আমি দেখলাম টিভিতে একটা মেক্সিকেন

BanglaBook.org

মানচিত্রের কর্ণারে আমার স্থির একটা ছবি দেখানো হচ্ছে। আরো কতগুলো অচেনা লোকদের ছবিও পাশে দেখানো হচ্ছিল। হঠাৎ করে ড্রাইভারের ছেলেটা দৌড়ে ঘরের পেছনে গিয়ে টিভির চ্যানেল পাল্টে কার্টুনের চ্যানেল দিয়ে দিল।

আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বার টেবিল ধরে কোনমতে স্থির হলাম। তারপর বারওয়ালার দিকে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম বারওয়ালা আমার শার্ট আর জিন্স পরে আছে। বারওয়ালা আমার পকেটটার দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল। আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানে মেক্সিকান স্থানীয় পয়সায় দুইশ পেসো বিল করা হয়েছে।

ভারনন গেট লিটল বয়! এই হলো তোমার মেক্সিকেন ভাগ্য।

আমাকে সেই ট্রাক ড্রাইভার আর তার ছেলে রক্ষা করল। ট্রাক ড্রাইভার যার নাম পিলেও সে আমাকে দক্ষিণে তার বাড়ি গুররেরো প্রদেশে নিয়ে গেল। একটা গ্যাস স্টেশনে ট্রাকটা যখন থামল তখন আমি ফোন কার্ড কেনার জন্য নেমে পড়লাম।

টেইলরকে ফোন করতে হবে। পাঁচটা রিং হওয়ার পর টেইলর ফোন রিসিভ করল।

'টেইলা।'

'টেই, হাই আমি ভার্ন।'

'কি? কে তুমি?' একটু অপেক্ষা করো।' আমার মনে হলো টেইলরের রিসিভারের পাশে আরেকজন পুরুষ চলে আসল আড়িপাতার জন্য।

'হ্যাঁ। কে তুমি?'

'ভার্ন।'

আমার কথা শুনে মনে হলো ওপাশে মৃত্যুর নিরবতা নেমে এসেছে।

'ও মাই গড।'

'টেইলা আমার কথা শোন।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি কোন সিরিয়াল কিলারের সাথে, একজন পেশাদার খুনির সাথে কথা বলছি।'

'শোনো আমি কোন খুনি না।'

'হ্যাঁ অবশ্যই। তারা পাহাড়ের পাশ থেকে লাশগুলো উদ্ধার করেছে।'

'এগুলো একটাও ঠিক না।'

'কিন্তু তুমি কিছু মানুষ খুন করেছ, ঠিক। তোমাকে নিয়ে একটা কিছু ঘটেছে ঠিক?'

'টেইলর প্লিজ আমার কথাটা শোন।'

'আরে পাঁকনা ছেলে। শয়তান খুনি। বলো তুমি এখন কোথায়?'

BanglaBook.org

'মেক্সিকো।'

'ও গড। তুমি কি জানো তোমার বাড়িতে এখন কি হচ্ছে? এটাকে মিয়ামি সমুদ্র তীরের মত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। পুরো শহরটাকে মনে হয় যেন ভিডিও ক্যামেরার তার দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলা হয়েছে। তোমার বাড়ির সামনে কি ঘটছে না ঘটছে সেটা শুধু টিভি ক্যামেরায়ই নয় বরং সরাসরি ওয়েবপেইজে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। এত লোক সমাগমের কারণে সেখানে *বার বি কিউ* এর দোকান খোলা হচ্ছে। আমার ডেড চাচ্ছেন সেখানে একটা পানশালা খুলতে। এখন বোঝো কি অবস্থা। আমি যাচ্ছি সেখানে বাবাকে সাহায্য করতে। তোমার কি এই সব বিশ্বাস হচ্ছে?'

আমি দেখলাম আমার ফোন কার্ডের ক্রেডিট শেষ হয়ে যাচ্ছে।

'টেই আমি একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করেছি।'

লাইনের ভেতর দিয়ে কিছু মিউজিকের শব্দ আর লোকজনের হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। টেইলরের গলা আবার শোনা গেল।

'আমার বন্ধু *ওটা* টাউন থেকে ফোন করেছে।' কথাটা বলে টেই একটু গভীর শ্বাস নিল। তারপর আবার কথা বলা শুরু করল।

'দুঃখিত ভার্ন আমি একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

'আসলে আমি কিন্তু তোমাকে...'

'শোন ভার্ন তোমার তো টাকার দরকার ঠিক না? এই ছুটি কাটানো উপলক্ষে আমার কাছে ছয় শ আছে।'

'আমার আচোদা জীবনটাকে বাঁচানোর জন্য এই টাকাগুলোই যথেষ্ট।'

মনে হলো টেইলর একটু নাক সিটকালো। তার গলার স্বর নিচু হয়ে গেল।

'তুমি খুনি আমার সাথে খুব নোংরাভাবে কথা বলছ। তুমি একটা যাচ্ছে তাই নষ্ট। তোমার এই নোংরা কাজ কোথায় থামবে বলতে পারো?'

'আহা তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। আমি বলতে চাচ্ছি যে ঠিক আছে।'

'ভার্ন তুমি আমাকে কোন বড় শহর বা হোটেল থেকে ফোন করো আমি তোমাকে টাকাটা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে পাঠিয়ে দিব।'

ফোনটা যখন নামিয়ে রাখলাম তখন আমি যেন সৌভাগ্যের গান শুনছিলাম। ছয়শত বাক দিয়ে আমি খুব সম্ভবত এখানে সমুদ্রের পাড়ে একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারব। আমার খুব ফুর্তি লাগছিল। ভাবলাম মার বান্ধবী পেমকে একটা ফোন করি।

'হ্যাঁলো?'

'পেম, আমি ভার্ন...'

'ও মাই গড ভারনি! তুমি? আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তুমি এখন কোথায়?'

BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারলাম মা পাশেই আছে। পেম হয়ত মাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

'তুমি কি খেয়েছ ঠিক মত? আমাকে এটা বলো না যে তুমি কিছু খাওনি। হা ঈশ্বর।'

মা রিসিভারটা পেমের কাছ থেকে কেড়ে নিল।

'ভারনন, মা বলছি।' আমি জানি মা এখনই চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করবে। আমার চোখও প্রায় ভিজে উঠছিল। সত্যিই মুহূর্তটা আসলেই কঠিন।

'মা আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'গোয়েন্দারা বলেছে তুমি যদি এখনই ফিরে আস তাহলে সব কিছু সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

'আমার মনে হয় না আমি এটা করতে পারব।'

'কিন্তু ভারনন তুমি এখন কোথায়?'

'মা শোনো আমি কাউকে হত্যা করিনি। আর আমি সেজন্য পালিয়েও বেড়াচ্ছি না। আমি ভালো একটা কিছু করতে চাই। আমি খুব সম্ভবত কানাডা কিংবা সুরিনাম অথবা অন্য কোথাও চলে যাব।'

আমি কথা বলা শেষ করে ধারণা করলাম মা নিশ্চয়ই এখন আমি যে জায়গাটার কথা উচ্চারণ করিনি সেটার কথাই বলবে।

আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে মা বলল, 'ও ভারনন মেক্সিকো! আমার বাচ্চা তুমি কি মেক্সিকো চলে যাচ্ছ?'

'মা আমি মেক্সিকোর কথা বলিনি। আমি বলেছি কানাডা অথবা সুরিনাম।'

'কিন্তু ভারনন তুমি যত দূরে থাকবে তত সমস্যা বাড়তে থাকবে। ভারনন মি. আবডিনি আমাকে বলেছে সে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে। সে কিছু সূত্র খুঁজে পেয়েছে। আর লেলিটো যখন ফিরে আসবে তখন দেখবে আমরা আবার সত্যিকারের একটা পরিবার হয়ে উঠব। সেই আগের মত।'

'তুমি এখনো লেলির জন্য অপেক্ষা করছ।'

'কেন নয় ভারনন? আর এটা হলো ভালোবাসা। একজন মেয়ে মানুষই এটা ভালো জানে।'

'মাম তুমি লেলির সাথে সর্বশেষ কবে কথা বলেছ?'

'ও তুমি তো জানো সে খুব ব্যাস্ত।'

আমি চুপ থাকলাম। আমার মনে হচ্ছিল ফোনের ভেতর দিয়ে আমার অস্থিরতাটা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

মা আবার কথা বলা শুরু করল।

'ভারনন তুমি শুধু আমাকে বলো যে এখন তুমি কোথায় আছ?'

BanglaBook.org

ওপাশ থেকে পেম বলল, 'তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো সর্বশেষ ও কখন খাবার খেয়েছে।'

'মাম আমার ফোনের কার্ড শেষ হয়ে আসছে। মূল কথা হলো আমি এখন ভালো আছি। আমি স্থির আর নিরাপদে কোথায় অবস্থান করার পর তোমাকে আবার ফোন দেব।'

'ও ভারনন।' মা আবার কাঁদতে শুরু করল।

আমি অবশ্য একবার বলতে চাইছিলাম যে মা টেইলি আমাকে ছয়শ বাক দিতে রাজি হয়েছে। আমি সেটা দিয়ে সমুদ্রের তীরে একটা বাড়ি কিনব। তুমি ইচ্ছে করলে সেখানে বেড়াতে আসতে পারো। কিন্তু আমি সেটা কিছুতেই বলতে পারলাম না। আমি শুধু আমার ফোন লাইনটা কেটে দিলাম।

BanglaBook.org

সতেরো

'আই-ই-ই-ই-ই লিউ পিটা! আই-ই-ই-ই-ই'

আমরা যখন ট্রাকে করে দক্ষিণে যাচ্ছিলাম তখন রেডিও থেকে এই রকম একটা সুর ভেসে আসছিল। আমার সাথে ছিল ট্রাক ড্রাইভার পেলেইউ, তার ছেলে এবং আমার বন্ধু জিসাস একজন মৃত মেক্সিকান। জিসাসকে আমি কিছুতেই আমার মাথার ভেতর থেকে ফেলতে পারছিলাম না।

'তোমাদের এই একত্রিত হওয়া এটা একটা জগাখিচুড়ি।' হারামজাদা নাকলেস আমাদের একসাথে দেখলে সব সময় এই কথাটা বলত। নানান রকম বাদ্যযন্ত্রসহ এখানকার স্থানীয় সুর সংগীত শুনলে তোমার মাথা থেকে কিছুটা হলেও বোঝা হাল্কা হবে।

আমি ট্রাকটার প্যাসেঞ্জারের সিটে খুব ভাব নিয়ে বসেছিলাম। পেলেউর ছেলেটা আমার সাথে দুষ্টমি করছিল। একধরনের খেলা খেলার চেষ্টা করছিল আমার সাথে। ওর নাম হলো লুকাস। ভিষণ দুষ্ট আর ডানপিটে। আমি চোখ দিয়ে এক ধরনের লুকোচুরি খেলার চেষ্টা করছিলাম ওর সাথে। খুব মজা পাচ্ছিল লুকাস। আমি চোখের কোণা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ওকে দেখার চেষ্টা করছি আর লুকাস চেষ্টা করছে আমার দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে। হঠাৎ করে আমি ওর দিকে তাকালাম। আর লুকাস পাগলের মত হেসে ওর কাঁধ দিয়ে মুখটাকে ঢেকে ফেলল। আমি সত্যিকার অর্থেই এই খেলাটায় মজা পাচ্ছিলাম। আনন্দের একটা ঢেউ আমার বুকের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সত্যি করে বলছি। আমাকে আবার ভুল বোঝো না। যদিও আমি একটা মাদারচোত।

আমরা মেক্সিকোর অনেক গভীরে যাচ্ছিলাম। মেথুয়ালা এবং সেন লুইস পার হয়ে যেখানে সবুজ দৃশ্যগুলো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল আর আমাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন মাতাল করে তুলছিল। তার সাথে জমাট বেঁধে যাচ্ছিল আমার স্বপ্ন, বাড়ি ফেরা আর টেইলর। রেশমি সুতোয় বোনা এই স্বপ্নগুলোকে আমি দূর করে দিতে চাচ্ছিলাম। আমার মাথার ভেতর এর বাইরেও আরো

BanglaBook.org

নানা ভাবনা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সমস্ত চিন্তাগুলো আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বারবার। ভাবনা চিন্তাগুলো নিয়েই আমি মেক্সিকো শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। যদিও আমার কাছে মনে হচ্ছিল চারপাশের সকল শব্দ সকল মানুষ শুধু একটা কথাই বলছে, 'ধ্বংস করে দাও, ধ্বংস করে দাও। এই বানচোতকে এখানেই থামিয়ে দাও। দেখো সে এখনো দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

জুন মাসের অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত শুক্রবারের মধ্যরাতে একটা স্থায়ী ভীতিকর কাঁপুনি আমাকে পেয়ে বসল। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার রক্ত মাংস হাড় সব কিছু মেক্সিকোর উত্তর প্রান্তে রেখে এসেছি আর মেক্সিকোর দক্ষিণ প্রান্তে শুধু যাচ্ছে আমার অনুভূতিগুলো। মনে হচ্ছিল আমি যেন ঠিক আমার ভেতর নেই।

আমরা অবশেষে শহরের এমন একটা প্রান্তে পৌঁছলাম যেখানে মনে হয় মশা মাছির কোন কারখানা বা ফার্ম আছে। পুরো শহর জুড়ে এত মাছি ভনভন করছিল যে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। কিছু হট ডগের উপর কিছু মাছি ওড়াওড়ি করছে। আমি চারপাশটা ভালো করে একবার দেখে নিলাম।

একপুলকো শহরটা দেখতে আমাদের মারটিরিও শহরের মতই। আমরা যখন পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছিলাম তখনই শহরের প্রান্তটা দেখা যাচ্ছিল। *একপুলকো* থেকে আরো অনেক উত্তরে পিলাইউ তার গ্রামের দিকে রওনা দেবার আগেই ট্রাকের মালামালগুলো খালাস করে নিল।

পাহাড়ের পাশ বেয়ে অনেক দূর থেকে নীল সমুদ্র হতে পাহাড়ি বাতাস ভেসে এসে আমাদের পেঁচিয়ে রাখছিল। একপুলকো শহরে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে অনেক হোটেল আছে। শুধু হোটেল আর হোটেল। এই হোটেলগুলো থেকে বড় একটা হোটেল বেছে নিয়ে আমাকে টেইলরকে ফোন করতে হবে। আমি বুঝতে পারছিলাম এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আমি টেইলরের সাথে যোগাযোগ করলে আমাকে খুব দ্রুত চিহ্নিত করে ফেলতে পারবে। কারণ এই জায়গাটার নাম আমি বাড়ি থেকেই জানতাম। তার মানে এখানে পর্যটকরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে ঘুরতে আসে। এখানে হয়ত মাদার ফাঁকার লিওনাও কয়েকবার আসতে পারে। আমি শ্বাস নিতে নিতে আবারো এক ধরনের কম্পন আমার বুকের ভেতর টের পাচ্ছিলাম।

আমি একটা যুৎসই হোটেল খুঁজতে থাকলাম যেখান থেকে নিরাপদে ফোন করা যাবে। এবং ফোন করাটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে না। নিরাপদ একটা হোটেলের জন্য আমি চারদিকটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিলাম। যদিও আমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমি যেন সমুদ্রের চারপাশটা খুব মুগ্ধ চোখে দেখছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম আমি সেটা পাবো না। আমি নিজের সাথেই একটা খেলা খেলছিলাম। রাস্তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি যদি কোন

BanglaBook.org

নীল সাইন খুঁজে পাই তাহলেই আমি পিলেইউকে গাড়ি থামাতে বলব। কিন্তু আমার মন কিছুতেই সেটা হতে দিচ্ছিল না। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যদি কোন সবুজ চিহ্ন দেখি তাহলে অবশ্যই আমি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ব। অবশেষে পিলিইউ নিজেই আমার দ্বিধাগ্রস্থ সিদ্ধান্তের একটা সমাধান করে দিল। সে রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা বারের কাছে গাড়িটা থামাল। আমরা এখন পর্যন্ত ভালোভাবে কিছু খাইনি। শুক্রবারের পর যদিও শনিবার চলে যাচ্ছে।

পিলিইউ বারের পাশে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে একবার তাকাল।

সে বুঝতে পারল আমি ফিরে যেতে চাই। তবে সে আমাকে এটা বুঝিয়ে দিল যে আমি যদি তার সাথে যেতে চাই তাহলে ট্রাকের মালামালগুলো খালাস করতে যে দু ঘণ্টা লাগবে ততক্ষণ আমাকে তার সাথে থাকতে হবে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল আসলে আমি তার সাথে থাকতে চাই না। আমাদের এতক্ষণের বন্ধুত্বকে স্মরণ করে সে আমার পিঠে হাল্কা একটা চাপড় মেরে তার অদৃশ্য বন্দুকটা সাথে নিয়ে পানশালার ভিতরে চলে গেল। তার ছেলে লুকাস আমার দিকে বেশ সংশয়ের চোখে চেয়েছিল। ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

ভারনন গডজিলা লিটল তোমার জন্য অনেক করা হয়েছে।

দুইপাশে গাছের সারি দিয়ে আবৃত করা রাস্তার পাশ দিয়ে আমি যখন বিচের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন আমার শরীর ঘামে নেয়ে গেছে। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে যেহেতু টাকা লাগবে না তাই আমি পায়ের স্যান্ডেল জোড়া খুলে খালি পায়ে হাঁটা শুরু করলাম। আমার শার্টটা খুলে ফেললাম। এখন আমাকে আবার খাটি আমেরিকানের মত লাগছে। আমি খুব জাকজমক একটা হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম। হোটেলের দুজন গার্ড যখন আমাকে দেখল আর তাদের চোখের সাথে আমার চোখাচোখি হলো তখন তারা মাথাটাকে একটা দোলালো। আমার মাথার চুলগুলোকে হাত দিয়ে একটু পিছনে সরিয়ে দিলাম। তারপর খুব ভাব নিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকলাম। হোটেলের লবিটাকে বিশাল একটা এয়ারপোর্টের মত খোলামেলা লাগছিল। দামি মার্বেল পাথর দিয়ে মেঝে বাধানো। চারপাশে সব ঝকঝকে লোকে চকমক করছে।

দুজন অভ্যর্থনার্থী লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। লিফট খোলা।

আমি কাছে যেতে না যেতেই তারা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার কি যাচ্ছেন?'

আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলাম। যদিও কাজটা খুব সহজ ছিল না। আমি ভাবলাম গতকাল রাতে আমি কোথায় ছিলাম। মাছি ভনভনে একটা পানশালায়, যেখানে পচা সব্জির গন্ধে চারদিক মম করছিল। অথচ আজ আমি

BanglaBook.org

কোথায়। আমি শপথ করে বলতে পারি মাদারচোত লিওনা এই রকম একটা হোটেলে থাকার শুধু স্বপ্নই দেখতে পারে।

আমার পাশ দিয়ে একটা আমেরিকান পরিবার লিফটের দিকে চলে গেল। তাদের সাথে দুটো বাচ্চা। একটা নিশ্চয়ই দুষ্ট আরেকটা ভালো। তারা বেশ উৎফুল্লের সাথে রাতের মিউজিকসহ তাদের আনন্দ অনুভূতি নিয়ে কথাবার্তা বলছিল।

'শোনো ববি আমরা কি বলেছিলাম সেটা তোমাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই শর্তের বিষয়গুলো জানো।' মা বলল।

'হ্যাঁ ববি।' বাবা বলল। বাবার কথা শুনে মেয়েটা তার ভ্রুটাকে একটু কুচকে তাকাল।

'কিন্তু আমার কাছে তো ভালো লাগছে না।' ববি বলল।

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমি সস আর কফির গন্ধ শুকে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলাম আর পাবলিক ফোন বুথ খুঁজতে লাগলাম। বাইরে একটা খোলা জায়গায় আমি খাবার বিক্রির একটা কাউন্টার দেখলাম। সেখান থেকে আমি বোকার মত একটা খাবারের মেনু তুলে নিলাম। চোখ বুলিয়ে দেখলাম সবচেয়ে কম দামের যে খাবার সেটা দিয়ে মোটামুটি সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা আনন্দময় হেলিকপ্টার ভ্রমণ দেয়া যাবে।

একজন ওয়েটারকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। আমি দ্রুত খাবারের মেনুটা টেবিলের উপর রেখে একটা সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে বাথরুমের দিকে হাঁটা দিলাম। যেতে যেতে দেখলাম বেশ কয়েকটা বাচ্চা পানিতে হল্লা ঝল্লা করছে। এর মধ্যে দুই ভাইবোন। বোনটা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর ভাইটা বেশ মোটা। সে পাড় থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম ঐ লোকটার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। আমি তোমাকে ওর পাশে পড়তে বলিনি।'

বাচ্চা ছেলেটার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে চুতিয়া একদিন সিনেটর হবে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের দিকে মুখ করে রাখা বেশ কয়েকটা চেয়ার অতিক্রম করলাম। সমুদ্রের ঢেউয়ে কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছিল। এগুলো দেখতে দেখতে আমার মাথার ভেতর বেশ অদ্ভুত কতগুলো ভাবনা চলে আসল। এই বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা প্রেসিডেন্টের বাচ্চা। সে পানিতে ডুবে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে পানি থেকে উদ্ধার করলাম। প্রেসিডেন্ট আমার কাছে এসে হাতজোড় করে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলছে। আহ! কি সমস্ত ভাবনা মাথায় আসছে।

BanglaBook.org

আমি মাথা থেকে এই সব জঞ্জাল দূর করে দেয়ার জন্য একটু দূরে ফুটপাতের পাশেই একটা পাবলিক ফোন বুথের দিকে গেলাম।

টেইলরকে ফোন করতে হবে। আমি রিসিভার উঠিয়ে টেইলরের নাম্বার চাপলাম।

রিং হচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে ফোন বুথের সামনে এসে মেক্সিকেন দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল।

'টেইলর বলছি।' ওপাশ থেকে উত্তর এল।

আমি বাচ্চাটাকে সরিয়ে দিলাম।

'মেক্সিকো থেকে বলছি।' আমি বললাম।

'হাই খুনি। কি খবর তোমার।' টেইলর বলল।

ওর গলার স্বর শুনে আমার মনে হলো কিছু একটা ভুল হচ্ছে। কিছু একটা ঠিক নেই।

'সবকিছু ঠিক আছে তো?' আমি বললাম।

টেইলর এক ঝলক হেসে উঠল। 'তুমি আমার জন্য যেমন অমঙ্গল চেয়েছিলে আমি তেমন আছি।'

'কেন কি হয়েছে? ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে?'

'এই আর কি নামমাত্র ডাক্তার। আমি পালিয়ে বেঁচে এসেছি।'

'এখন তুমি কেমন বোধ করছ?'

'এই আর কি। যাই হোক তুমি এখন কোথায়?' টেইলর তার নাক ঝারতে ঝাড়তে বলল।

'একপুলকো।'

'নোংরা কুকুর! দাঁড়াও আমি ম্যাপ দেখে বলছি তুমি এখন কোথায় আছ? তুমি এখন একটা সমুদ্রের তীরের পাশে আছ।'

'হ্যাঁ। মূল যে বাগান তার পাশে।'

'এখানে অবশ্য একটা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের এজেন্ট আছে। জায়গাটার নাম হলো *কমার্শিয়াল মেক্সিকানা।*'

'টেইলর এই কমার্শিয়াল মেক্সিকানাটা আমি তোমার জন্য তৈরি করেছি।'

'কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। শোনো আগামীকাল রবিবার। সোমবারের আগে আমি কোন ক্যাশ পাচ্ছো না। আর ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের এই শাখাটা খুলবে সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায়। সুতরাং তুমি যদি সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায়...'

'না ডার্লিং এভাবে বলে না।' আমি ঝুঁকে ফোন বুথের সবশেষ ক্রেডিটটা দেখলাম। ওটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

'আর ভের...' টেইলর বলল। কিন্তু কথা শেষ হলো না।

বিপ বিপ শব্দ হলো। লাইনটা কেটে গেল।

BanglaBook.org

পিলাইউর সাথে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন পথ ছিল না। আমি পিলাইউর গাড়িতে বসে মাথাটা ভেতরের দিকে টেনে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখছিলাম। সমুদ্রের দৃশ্যপট আমাদের পিছনেই ছিল। পিলাইউর ট্রাকটা পাহাড় বেয়ে উঠছিল। আর সমুদ্রের পারের নারিকেল গাছ আর খোলা মাঠ টিভি মুভির দৃশ্যের মত আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সমুদ্রের পারটা তত শুভ্র ছিল না আর পানিও তত নীল ছিল না। বরং কিছুটা ধূসর ছিল। পথ চলতে চলতে আমরা একটা মিলিটারি বাধার মাঝেও পড়লাম। সৈন্যগুলো দেখে যদিও আমার পেটের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারা তেমন কোন সমস্যা করেনি।

বেশ কয়েক ঘণ্টা চলার পর আমরা এই রাস্তা ছেড়ে সোজা সমুদ্রের দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেদিকে রওনা দিলাম। ট্রাকটা থামল একেবারে প্রায় সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে। পেছনেই গাছপালার কিছু ঝোপ আছে।

ছোট ছোট কাঠের ঘর আর হাঁস মুরগি নিয়ে শহরটা বেশ ছোট ছিল। বেশ কয়েকটা অলস কুকুরও দেখা গেল শহরজুড়ে। কি অদ্ভুত এক নিসর্গ। পিলাইউ একটা দোকানের সামনে তার গাড়িটা থামাল। দোকানটার মুখে একটা ফান্টার সাইনবোর্ড ঝুলছে আর তার পাশেই শুষ্ক একটা তালগাছের ছবি। মনে হয় বোঝাতে যাচ্ছে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য এটাই আসল জায়গা। আমি ভাবলাম তাহলে ঠিক জায়গাটাতেই এসেছি। দুজন লোক পাটসুতো দিয়ে তৈরি দোলনাতে শুয়ে শুয়ে দোল খাচ্ছিল আর সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে বিয়ার খাচ্ছিল। আমরা ট্রাক থেকে নেমে আসার পর এক দল বাচ্চা পোলাপান আমাদের ঘিরে ধরল। নতুন এই পরিবেশে নতুন এই জায়গায় আমি একেবারেই বেমানান এক অদ্ভুত আগন্তুক। পিলাইউ চেষ্টা করল আমাকে সহজ স্বাভাবিক থাকতে। সে বাচ্চাগুলোকে ভাগিয়ে দিল। তারপর দোকানের ওয়েটারকে বলল আমাদের জন্য বিয়ার নিয়ে আসতে।

আমি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছিলাম আর বাতাসে নতুন কিছুর ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। আশেপাশের বাচ্চাগুলোর কিচিরমিচির শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছিল কোন অপরিচিত ডিকশেনারির পৃষ্ঠা আমি উল্টাচ্ছি যার একটা শব্দও আমার ভেতর ঢুকছে না। আমি ওদের কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

পিলাইউ তার দাঁত দিয়ে বিয়ার ক্যানের মুখটা খুলল। তারপর বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার দিকে আসল। আমি যেন সমুদ্রের পারের সুন্দর এই দৃশ্য উপভোগ করতে পারি। দুজন বুড়ো বুড়ি একটা টেবিলের পাশে বসেছিল। একটা প্রায় নগ্ন বাচ্চা হঠাৎ করেই বুড়িটার পাশ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে একটা আহত কাকড়াকে কাঠি দিয়ে মেঝের সাথে গেঁথে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু বাচ্চাটা পৌঁছানোর আগেই পিলাইউ লাথি দিয়ে কাকড়াটাকে অনেক দূরে ফেলে দিল। তারপর আমাকে নিয়ে সমুদ্রের পাশেই একটা টেবিলে বসল। টেবিলের উপর অনেকগুলো বোতল জড়ো করা ছিল।

BanglaBook.org

সন্ধ্যার দিকে একজন ভদ্রলোকের সাথে আমাদের দেখা হলো। সে কিছু ইংলিশ বলতে পারে। দেখতে বেশ সুদর্শন। তার নাম হলো ভিক্টোর। সে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল জীবনে সামনে এগুনো যে কত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ট্রাকে মেক্সিকেন ভাষায় যে কথাটা লেখা আছে সে আমাকে সেই কথাটাও বুঝিয়ে দিল। *'তুমি আমাকে দেখ আর কষ্ট পাও।'*

ভিক্টর আর পিলেইউ আমাকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতের নানা জায়গায় নিয়ে গেল। স্থানীয় ছেলে পুলাপানরা আমাদের পিছু পিছু আসছিল। একদল ছেলে আমাকে কতগুলো ঝিনুক দিতে চাইল। কিন্তু ভিক্টর আমার হাত ধরে আরো সামনে নিয়ে গেল। বাচ্চাগুলো তখনো আমাদের পিছু পিছু আসছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর ভিক্টোর থামল। সে আমাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে অনেক দূরে কিছু একটা দেখাল। ভিক্টরের আঙুল অনুসরণ করে আমরা দেখলাম বালুচরের বেশ দূরে একটা ঝোপের পাশে সাদা সামুদ্রিক বাড়ি। এটা নিশ্চয়ই আমাদের থাকার জায়গা হবে।

আমাদের সাথে আসা ছেলেগুলো বলল যে এখানে সোমবার পর্যন্ত থাকা যাবে। এটা যদিও অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। আমরা বাড়িতে ঢোকার আগেই ছেলেগুলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল। বাড়ির একটা বেলকনিতে শেষবিকেলে আমি একটু স্থির হয়ে বসলাম। সন্ধ্যার সমুদ্রটাকে দেখতে থাকলাম। দৃশ্যগুলো আমার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে আমার ভেতর নানারকম স্বপ্নের একটা ঢেউ এক সুরে জেগে উঠল। মনে হচ্ছিল নানা রং এর সুরে আমার আসল স্বপ্নগুলো আমার সামনে নাচানাচি শুরু করেছে। হঠাৎ করেই যেন আমি আমার মাকে দেখতে পেলাম। তিনি বাড়িতে ঢুকেই বাড়ির সুযোগ সুবিধাগুলো পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। আমি ভালো আছি কি না সেটা দেখছেন।

আমাকে হয়ত এখানে নামটা পরিবর্তন করতে হতে পারে। হয়ত মেক্সিকান একটা নাম ধারণ করতে হবে। আমি এই জায়গাটার চারপাশের বাগানগুলো ভালো করে দেখলাম। আমার মনে হলো সমুদ্র তীরে টেইলর একটা বাদামী পেন্টি পরে দৌড়াচ্ছে। দেখতে বেশ ভালো লাগছে।

আমার স্বপ্নগুলো নিয়ে এক ধরনের তন্দ্রাবিলাশে আমি পুরো রবিবারটা এখানে কাটিয়ে দিলাম। সোমবার সকালে আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন গরম আর ভেজা একটা বাতাস আমার মুখের উপর দিয়ে ঝাপটা দিয়ে গেল। আমি উঠে একটু বাইরে তাকালাম। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। নারিকেল গাছের মাথাগুলো বেশ জোর বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। আমার জীবনটাও আমি এমনই চেয়েছিলাম তীব্র গতিময়, আর নিখুঁত। এই প্রথমবারের মত আজকের সকালে অনেক দিন পর আমার মনে একটু ফুর্তি লাগল।

BanglaBook.org

আজ আমার জন্ম দিন।

একাপুলকো শহরের দুপুরে আমি যখন হাঁটছিলাম তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যেন লাছভোগাছে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমার বয়স ষোল আর আমি আছি লাছভোগাছে। বাহ চমৎকার। কোন বাসে বা গাড়িতে না চড়ে আমি হেঁটে হেঁটেই বেড়াচ্ছিলাম। চারদিকে নানা ধরনের গুঞ্জন, পাখির কিচির মিচির, মাছের গন্ধ বিশাল হৈচৈ। সমুদ্রের পারে একটা ঘর আছে। এটা একজন ফল ব্যবসায়ি কৃষকের। সে অবশ্য কখনো এই বাড়িটা ব্যবহার করেনি। ভিক্টোর মনে করে আমি যদি এখানে থাকি তাহলে বেশ স্বাধীনভাবেই থাকতে পারব।

একাপুলকো শহরের এই রাস্তাগুলো যা দুপাশ দিয়ে নানারকমের গাছ দিয়ে আচ্ছাদিত আজ সন্ধ্যার সময় সেই রাস্তাগুলোকে কেমন স্যাঁতস্যাতে লাগছিল। বিভিন্ন রকমের রঙিন বাতির আলো রাস্তার উপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। ভিক্টর আমার জন্য একটা খড়ের টুপি জোগাড় করে দিয়েছে। টুপিটা মাথায় দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ানোর পর আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি যেন সত্যিকারের একজন মেক্সিকান। টুপিটা মাথায় দিয়ে আমি একটা মার্কেটের ভেতর ঢুকলাম। চারদিকটা ভালো করে দেখলাম। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের বুথটা কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করলাম। সেখানে বেশ কিছু সাদা আর লাল চামড়ার লোকজনকে ভিড় করতে দেখা গেল। আমি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম।

'আ! হোস্টন শহরের টেক্সাস থেকে কিছু টাকা আসার কথা।'

'কি নামে আসবে?' কর্মচারি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি প্রমাদ গুণতে লাগলাম। কি বলা যায়।

'আ আমি ঠিক নিশ্চিত নই মেয়েটা ঠিক কাকে টাকাটা পাঠাবে।'

'আপনার কাছে কি কোন পাসওয়ার্ড আছে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল। আমার কাছে মনে হলো আমার পিছনে আরো অনেক লোকের লাইন। তারা অপেক্ষা করছে টাকা উঠানোর জন্য।

'আচ্ছা সবচেয়ে ভালো হয় তার কাছে ফোন করে আমি পাসওয়ার্ডটা নিচ্ছি।' আমি বললাম।

আশেপাশের লোকজন আমার দিকে বেশ অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। আমি দ্রুত দোকান থেকে বের হয়ে আসলাম। টেইলরের সাথে আমাকে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে। সে হয়ত পাসওয়ার্ডটা জানে কিন্তু পাঠায়নি। আমার ফোনকার্ডটির দিকে চেয়ে দেখলাম সেখানে একটুও ব্যালেন্স নেই। আমি এখন কাউকেই ফোন করতে পারব না। এমনকি পিলাইউকেও না। আমার মুখের ভেতর ঘামের কটু স্বাদ আমি টের পেলাম। রাগ বিরক্তি আর হতাশায় আমার এরকম হয়। শালা এই শহরটার হোগা মারতে ইচ্ছে করছে এখন।

BanglaBook.org

আমি দু পাশ দিয়ে সবুজ গাছে ছাওয়া বড় রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। কি করা যায় এখন।

আমি একটা পাবলিক বুথ দেখে সেখানে গেলাম ফোন করতে। আমি ঠিক জানি না এই টেলিফোন বুথটা টিভি মুভির মত কি না। কারণ টিভি মুভিতে পাবলিকের বুথ থেকে যে কোন জায়গায় যে কারো কাছে টাকা ছাড়া ফোন করা যায়। আমি রিসিভার উঠিয়ে টেইলরের মোবাইল নাম্বারে ফোন করলাম। ওপাশ থেকে অপারেটর মহিলার স্বয়ংক্রিয় গলার স্বর শোনা গেল।

'এই নাম্বারে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

আমার কানের দু পাশ আবার ঘামতে শুরু করছে। কি করব আমি এখন। আমার এখন চিৎকার করে রাস্তায় নেমে যেতে ইচ্ছে করছে। ক্রোধে অস্থির হয়ে আমি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সেই বুথের কাছে আবার গেলাম। এখন খুব একটা লোকজনের ভিড় এখানে নেই। কর্মচারিটা আবার আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

'আমি পাসওয়ার্ডটা এখনো আনতে পারিনি।' আমি তাকে বললাম।

'কি নাম তোমার?'

'ভারনন লিটল।' আমি তার কুঁচকানো ভ্রুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

সে একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত টাকা পাঠাতে পারে।'

'ছয় শ ডলার।'

লোকটা কিছুক্ষণ কম্পিউটারের কি বোর্ডে টেপাটেপি করে আমার দিকে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'দুঃখিত এই নামে কোন টাকা নেই।'

আমি এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলাম। লোকটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে কাকে যেন দেখল।

হঠাৎ করে কেউ একজন আমার কোমর চেপে ধরল।

'ফ্রিজ! এক ফোঁটাও নড়বে না।'

পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা স্বরটা বলল।

BanglaBook.org

আঠারো

মনে হলো আমার পাছাটা কার্টুনের মত লাফ দিয়ে আমার গলার কাছে চলে এসেছে।

আমার কোমরের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি আগন্তুকের দিকে ফিরলাম। সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

'শুভ জন্মদিন!' চুতিয়া টেইলর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

খুশিতে আমার একবার ইচ্ছে করল নেচে উঠি। টেইলর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেইলর যখন আমার কোমরটা ওর হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আমাকে দোকান থেকে প্রায় টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন দোকানের কর্মচারিরা সেটা দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল।

'এই পাসওয়ার্ডের জন্য তোমার অপেক্ষা করার কোন দরকার ছিল না।'

'ওহ হো তুমি তাহলে একটা আচোদা পরিকল্পনা করেই এসেছ?'

'এত নষ্ট কথা বলতে পার তুমি। নোংরা মুখি।'

'আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে কিন্তু আমি তোমাকে এখানে এইভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারি না। আমি বাড়িতে ফিরে যাব। এই হলো আমার ছুটি কাটানোর টাকা। এখান থেকে ভাগাভাগি করে নিতে তুমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। এই যে এখানে তিনশ ডলার আছে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কীভাবে জানলে আজ আমার জন্মদিন?'

'কি বলো তুমি! সারা পৃথিবীর লোক জানে আজ তোমার জন্মদিন।'

আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে তার মাথা মুণ্ড আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাথাটায় কেমন জট পেঁকে যাচ্ছে সব কিছু।

টেইলর এখানে। আমি সমুদ্রের পারে একারি একটা বাড়ি পেয়েছি। টেইলর এখানে এসেছে আমার কাছে। তার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে।

'দাঁড়াও তুমি কি জানো আমরা এখন কোথায় আছি। ঐ লোকগুলো যদি তোমাকে ভালো করে লক্ষ্য করে তাহলে তারা তোমাকে একজন ভারতীয় মনে

BanglaBook.org

করবে। কারণ তোমাকে সেরকমই দেখাচ্ছে।' টেইলর আমাকে ফুটপাথ দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল।

'তুমি কি কোন হোটেলে উঠেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হোটেলের দুটো ঘর ভাড়া করেছি। ফলে আমি আশা করতে পারি তুমি আমার সাথে ভদ্র আচরণ করবে দক্ষ খুনি।'

আমি টেইলরকে বাধা দিয়ে বললাম, 'দাঁড়াও আমিও থাকার জন্য খুব সুন্দর একটা জায়গা পেয়েছি। তুমি বিশ্বাসই করবে না। সমুদ্রের তীরে, ঘন জঙ্গলের পাশে।'

'ভেক মাকড়শা আর পোকা মাকড়ের সাথে থাকতে হবে! অসম্ভব।' টেইলর মুখটা কুঁচকে বলল।

'তুমি এইরকম একটা জায়গা কখনোই দেখনি।'

'কিন্তু ভারন আমি এর মধ্যে হোটেলের জন্য টাকা পরিকোঁধ করে ফেলেছি।'

যাইহোক আমরা যখন হাঁটছিলাম তখন আমি সতর্ক ছিলাম কোন রকমের ঝামেলামূলক আচরণ যেন টেইলরের সাথে না হয়। তোমার যখন কোন কিছু হারানোর না থাকবে তখন তুমি তোমার সাথে নিজের মত করে আচরণ করতে পারবে। কিন্তু তারপরেও আমি সর্তক ছিলাম।

টেইলর আজ সাদা রংএর খাটো জামা পরেছে। টেইলর খাটো জামার নিচে কোন পেন্টি পরেছে কি না সেটা আমি তোমাকে বলতে পারব না। যদিও তার পেন্টির জায়গায় একটা ভাজের মত দেখা যাচ্ছে। শর্টসের উপর টেইলর একটা টি-শার্টও পরেছে। টি-শার্টের উপর একটা কাকড়া বিছার ছবি দেখা যাচ্ছে। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা মোজাটা শরীরের সাথে এঁটে লেগে আছে। আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। টেইলর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

আমরা যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন এর মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হোটেলটা শহরের সবচেয়ে বড় হোটেলগুলোর একটি। সে আমাকে হোটেলের লবিতে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার কাঁধটা একটু কেঁপে উঠল। সব কিছুই কেমন অদ্ভুত আর বড় বেশি অচেনা লাগছিল। আমি ঠিকমত নড়তে পারছিলাম না। একদম চুপ হয়ে গেলাম।

টেইলর রিসেপশন থেকে তার রুমের চাবি নিল। তারপর হয়ত উঁচু গলায় হবে কিংবা নিচু গলায় সে বলল, 'চলো ভারনন ঘরটা দেখলে তোমার ভালো লাগবে।'

আমি টেইলরের নাক, ত্বক, চুলের দিকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলাম। সে খুব ছোট্ট একটা কোমল মুচকি হাসি দিল। তারপর আমার হাতটা ধরল। আসলে সে প্রথমে আমার হাতের আঙুলের মাথাটা ধরল

BanglaBook.org

তারপর আস্তে আস্তে হাতের তালুটা শক্ত করে স্পর্শ করল। আমি পুরো শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। একটা লিফটে চড়ে আমরা নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছলাম।

খুব সুন্দর একটা ঘর টেইলর নিয়েছে। ঘরের জানালা থেকে পুরো সমুদ্রের উপত্যকাটা দেখা যায়। বাথরুমের বাতিগুলোর চকচকে সাদা আলোয় ছোট ছোট শ্যাম্পুর বোতলগুলো ঝকমক করছিল।

'এই ঘরে তোমাকে স্বাগতম।' টেইলর বলল। সে ঘরের ছোট্ট পানশালা থেকে উত্তেজক পানিয়ের বোতল বের করল। আমি তখন একটা চিনচিনে অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। টেইলর হামাগুড়ি দিয়ে জানালার পাশে বিছানায় উঠে গেল। ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার কোথাও হয়ত কোন ফুঁটো ছিল, সেই ফুঁটো দিয়ে বাইরের সমুদ্রের উপত্যকার নানাধরনের ঘ্রাণ, ফলের কটু গন্ধ, ভিনেগার, বালুচরের গন্ধ রুমের ভেতর এসে আমার নাকে লাগছিল। আমি এই সব কিছু দূরে ঠেলে টেইলরের পাশে বিছানায় গিয়ে বসলাম। দিনটাকে আমার সত্যিকার অর্থেই ছুটির দিনের মত ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। আমার ষোল বছরের জন্মদিনটা আমি উপভোগ করছিলাম। অথচ আমার মাও নিশ্চয়ই বাড়িতে জানে আজ আমার ষোলতম জন্মদিন। তিনি নিশ্চয়ই তার মাথা থেকে সব চিন্তা সরিয়ে শুধু এটা নিয়েই ভাবছেন। হয়ত তিনি আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটা কেক কিনে এনেছেন। যদিও আমি আজ এখন এখানে। তারপর কেকটার সামনে বসে শুধু তাকিয়ে আছেন কেকটার দিকে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা একাকি কেক টেবিলের উপর রাখা। আর মা তার সামনে বিষণ্নভাবে বসা। চিত্রটা আমার মনটাকে খারাপ করে দিল। টেইলর হয়ত বিষয়টা লক্ষ্য করেছে। তাই সে উত্তেজনা কমানোর পানিয়টুকু আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা খাও, ভালো লাগবে।'

আমি খুব নরমভাবে এটা নিলাম। তারপর বললাম, 'টেইলর তুমি তো এখানে এসেছ। দেখতেই পাচ্ছ আমি কোন খুন করিনি। আর তুমি নিজেও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলে। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা বাদ দাও ঐসব। তুমি তো জানো আমি ঐসব পছন্দ করি না। আমি এখানে এসেছি শুধু এমনিতেই।'

'কিন্তু কোর্টে যদি, আমি বলতে চাচ্ছি...'

'তুমি কি আসলেই খুনি?' কথাটা বলে টেইলর বিছানার চাদর দিয়ে তার উরুটা ঢেকে নিল। তারপর আবার বলল, 'তোমার টেইলরকে একটু আদর করার জন্য কাছে আসো।'

টেইলর ওর বোতলটা উঁচিয়ে ধরল। আমিও আমার বোতলটা উঁচিয়ে ধরে

BanglaBook.org

এক সাথে পানীয়টুকু শেষ করলাম। টেইলর উবু হয়ে শুয়ে আমার দিকে ঘুরে গেল। ও যখন উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল তখন ওর পাছাটা বেশ ফোলা দেখাচ্ছিল। পেন্টির লাইনগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। আমার সব সময় এরকম একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি আর টেইলর খুব নিরাপদ একটা জায়গায় ঘনিষ্ট হয়ে লেপটালেপটি করে শুয়ে আছি। কিন্তু এরকম ঝকঝকে মসৃণ ঘরের স্বপ্ন কখনো ছিল না। বরং কোন ঝোপ কিংবা জঙ্গল অথবা খোলা মাঠের মধ্যে আমরা আছি। সে আমাকে নিরীহ কোন প্রাণীর মত খুব করে আদর করছে।

চার পেক পানীয় খাওয়ার পর আমি কনুইয়ের উপর এলিয়ে পড়লাম। আমার জন্মদিনটা তখন খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছিল আমার কাছে। বিশেষ ধরনের পানীয় কখনো কখনো সত্যিই উপাদেয়। টেইলর তার পায়ের চামড়ার স্যান্ডেল দুটো লাথি মেরে অনেক দূরে ফেলে দিল। এর মধ্যে একপাটি গিয়ে পড়ল টিভির পেছনে। সে তার বোতলের মুখের উপর দিয়ে হাতের আঙুলগুলো বুলিয়ে নিল। তারপর একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মত আদুরে গলায় বলল, 'ভারনন তুমি আমাকে বলো কি ঘটনা তুমি সেদিন ঘটিয়েছিলে।'

এই সমস্যাটা আমি কিইবা বলতে পারি। টেইলর ঘুরে আমার আরো কাছে চলে আসল। এখন আমাদের দুজনার মাঝে এক ইঞ্চি ফাঁকাও নেই। আমরা একে অপরের শ্বাস-প্রশ্বাসের গরম বাতাস টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা একে অপরকে মোটেও স্পর্শ করছিলাম না। বরং কুকুরের মত ছোক ছোক করে বোতলের পানীয়টুকু খেয়ে শেষ করছিলাম। তারপর হঠাৎ করেই আমি ওর নাকের কাঁপুনি টের পেলাম। যেটা আমার নাককে স্পর্শ করল। আমরা একে অপরকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরলাম। আমার হাতের তালুতে টেইলরের গোলাকার কোমল পাছার স্পর্শ পেলাম। মৃদু চাপ দিলাম তাতে।

'তুমি আস্ত একটা খেপা ছেলে।' টেইলর আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল। 'বলো তুমি যে খুনটা করেছ সেটা শুধু আমার জন্যই করেছ।'

টেইলরের ফিসফিসানি সুতোর বুনোনের মত আমার ভেতরে কিছু একটা যেন বুনে যাচ্ছিল। তীব্র একটা উত্তাপ আমি টের পাচ্ছিলাম। সে মোচড়াতে মোচড়াতে তার শর্টসটা খুলে ফেলল। পা দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে মারল ছোট্ট বারের কাছে। এখন তার শরীরে শুধু বাকি রইল পেন্টিটা। সর্বশেষ সীমান্ত। আমি মাথাটা নিচু করে ওর খেপে ওঠা পাহাড়ের দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিলাম। স্পর্শগুলো আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। আমার হাতটা ওর পেন্টির কাছে চলে আসল। আমি টেইলরের গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলাম। সে ফিসফিস করে বলছে, 'আহ! কি দুষ্ট তুমি। আমাকে বলো তুমি ঐ লোকগুলোর সাথে কি করেছিলে। ঐ ভয়ংকর কাজটা করতে তোমার কি ভালো লেগেছিল?'

আমি ওর কথার উত্তরে কোন কিছু না বলে চুপ থাকলাম।

BanglaBook.org

'বলো আমাকে বলো তুমি খুনটা করেছিলে।'

টেইলর আরো শক্ত করে তার পা দিয়ে আমাকে চাপ দিচ্ছিল। তারপর ফিসফিস করতে করতে এক সময় শান্ত হয়ে আসল।

'ভারনন বলো তুমি কি ঐ খুনটা শুধু আমার জন্যই করেছিলে...আমাদের জন্যই করেছিলে?'

আমার ভিতরে খেপাটে এক তাড়না আমি অনুভব করছিলাম। আমি ফিস ফিস করে প্রায় গোঙাতে গোঙাতে বললাম, 'হা আমি এটা শুধু তোমার জন্যই করেছিলাম।'

আমি তখনো ফিসফিস করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই সময়ও আমি বুঝতে পারিনি নতুন আরেকটা বাস্তবতা আমার সামনে চলে আসতেছে। আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই টেইলর তার পেন্টিটা টেনে ধরল। হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার শেষ মাথায় চলে গেল। তার শর্টসটা উঠিয়ে সেটা গায়ে দিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করল।

'ঠিক আছে। কাজ হয়েছে।' টেইলর তার জ্যাকেটের ভেতর বুকের উপর থুতনিটাকে নামিয়ে বলল। মনে হলো জ্যাকেটের ভেতর কোন মাউথ পিস আছে। তার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঘরের দরোজা খুলে গেল আর চারজন মানুষ ঘরের ভেতর ঢুকল। ক্যামেরার তীব্র আলোতে আমি চোখটা নামিয়ে নিলাম।

'ভারনন গ্রিগোরি লিটল?' কেউ একজন খুব তাচ্ছিল্যের সুরে জিজ্ঞেস করল।

হোটেলের বিশাল বারান্দায় যতগুলো লোক একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল আমি তাদের সবার দৃষ্টিকেই উপেক্ষা করে অনেক দূরে ছুঁড়ে মারতে পারতাম। তবে টেইলরের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু টেইলরের দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না। এমনকি সে আমার দিকে তাকিয়েও ছিল না। তার মুখ ছিল অন্য দিকে ফেরানো। সে আরেকজন ক্যামেরার টেকনেশিয়ানের সাথে নিচু গলায় কথা বলছিল। মাঝে মাঝে তার জ্যাকেটের ভেতর যে মাউথপিসটা ছিল সেটার উপর ঝুঁকে কথার উত্তর দিচ্ছিল।

'এটা সত্যিকার অর্থেই খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল। তোমার কি মনে হয় আমি শোটাকে আরো অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারব। আহ! লেলিটো তুমি একটা...'

টেইলরের তাচ্ছিল্যের হাসিটা আমি পেছনে ফেলে হোটেল থেকে বের হয়ে আসছিলাম। যখন আমার হাত আর পায়ে বেড়ি বেঁধে আমাকে হোটেলের লবি থেকে বের করা হচ্ছিল তখন হোটেলের লোকজন এত

BanglaBook.org

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যেন আমি এই পৃথিবীর কেউ না। আমার বলার মত কিছুই ছিল না।

একটা প্লেন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দুজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা নিয়ে প্লেনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তারা আমার পাশে পাশে হাঁটার সময় আমাকে কীভাবে ধরেছে আর আমি যে কি ভয়ংকর সে বিষয়ে নানারকম গল্প করছিল। শুধু তাই না তারা তাদের নতুন গাড়ি আর নৈশভোজের বিষয়েও নানা গল্প করছিল।

আমি প্লেনের ভেতর বসে বাইরের অন্ধকারে শুধু প্লেনের পাখার বাতিগুলো জ্বলতে দেখলাম। দু ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে আমরা হোস্টোন আভ্যন্তরীণ বিমান বন্দরে নামলাম। প্লেনটা যখন নামছিল তখন আনুমানিক আট হাজার গাড়ি নিচে টহল দিচ্ছিল। তাদের সাইরেনের শব্দ আর ফ্লাস লাইট পুরো বিমানবন্দরে কেমন একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলল।

এই সব কিছুই ভারনন, ভারনন লিটল তোমার জন্য।

আমরা যখন প্লেন থেকে নামছিলাম তখন বাইরে মিডিয়ার লোকজনের গুঞ্জন আর ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছিল। তারা বলাবলি করছে ঐ যে ঐ যে সে আসছে।

আজকে হলো মঙ্গলবার। ঐ ঘটনার তিন সপ্তাহ হলো আজ।

দুজন উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আমাকে সাথে নিয়ে প্লেন থেকে নেমে আসল। সামনে সুরক্ষিত একটা জায়গার দিকে নিয়ে গেল। সেই সুরক্ষিত জায়গার পরই একটা কাঁটাতারের বেষ্টনি, বেষ্টনির ঐ পাশে দেখা যাচ্ছে ক্রুদ্ধ মানুষের মুখ। আমাকে একটা সাদা রং-এর ট্রাকে নেওয়া হলো। ট্রাকের ভেতর কিছু লোক ছিল মুখে হেলমেট আর ডাক্তারি পোশাক পরা। আমাদের পেছনে পেছনে মনে হলো পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সবগুলো হেলিকপ্টারই আমাদের মাথার উপর উড়ছে। উপর থেকে মোটা বিম লাইট নিচে ফেলা হচ্ছিল। পুরো ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে হলিউডের কোন ছবির প্রিমিয়ার শো চলছে। আর আমি হলাম সেই শোয়ের ওস্কার বালক।

আজকের রাতে সবাই খুব আমোদে থাকবে। অনেকেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করবে যে আমি কত নিষ্পাপ ছিলাম। তারপর আমাকে পাঠানো হবে এক নরক কুঠুরিতে। আমার বাড়িতে না। বরং এই হ্যারিস কাউন্টিতে যেখানে অনেক ঘটনাই ঘটেছে।

আমি সেলের ভেতর বসে চোখ বন্ধ করে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো আবার ভাবছিলাম। আমার সেই ভাবনার মধ্যে আমি মোটেও অপরাধি ছিলাম না। বরং আমি হলাম সেই ছেলে যে পুরো ঘটনার বাইরে ছিল আর শুনতে পেয়েছিল যে কেউ একজন বা একাধিক মানুষ অনেক বিপদে

BanglaBook.org

পড়েছে। হয়ত অন্য কোন ছেলে তার বাবার ঘরে রাখা বন্দুকটা নিয়ে বের হয়ে গেছে। তারপর ক্লাসের ভেতর ঢুকে তার অনেকগুলো সহপাঠিকে উড়িয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর জানেন এটা কত ভয়ংকর ঘটনা। হতে পারে আমি সেই বালক যে কি না শুধু ঘটনার বিষয়টা শুনেছে। কিছু দেখে নি। শুধু কিছু শুনেছে। তারপর তার ক্লাসে ফিরে গেছে।

যখন বন্দুক নিয়ে ছেলেটা স্কুলে চলে আসল তখন আমি হয়ত সেই বালক যে কি ঘটতে যাচ্ছে তার কিছুই জানে না। যেভাবে কোন ভয়ংকর ঘটনা ঘটার আগে সাধারণ মানুষ কিছুই টের পায় না, অথচ কেউ কেউ সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

এটাও সেরকম একটা দিন ছিল।

আমি শুয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। আমার আশেপাশে পাহারাদাররা হাঁটাহাঁটি করছিল। কেউ কেউ দরোজার সামনে এসে খট খট করে বলল, 'ভারনন তুমি একটা মাদার চোত হিরো।'

'তুমি ঠিক বলেছ।' আমি বললাম। 'তোমার বাবাদেরকে সেইটা বলো।'

'তুমি আচোদা সবচেয়ে সেরা একজন এটর্নি তোমার পক্ষে পেতে যাচ্ছ। যে তোমার বিষয়ে লড়বে। শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি।'

'আমার এটর্নি তো একটা চুতিয়া। ও শালা ভালো করে ইংরেজি বলতে পারে না।'

'না তুমি একটা ধইনচা। আমি টিভিতে দেখেছি তোমার এটর্নি বলেছে সে এখনো কাজ করছে। অথচ তুমি তার কিছুই জানো না। তুমি এখন লড়াই করার জন্য আরো শক্তিশালী একটা বন্দুক পাবে। শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি।'

লোকটা আস্তে আস্তে চুপ মেরে গেল। আর তখন আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর একজন কারারক্ষি এসে আমাকে নিয়ে গেল ফোন ধরার জন্য। তারা আমাকে মনে হচ্ছিল প্যারেড করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার পাশের সেলগুলোর বন্দিরা উঠে আমাকে দেখতে লাগল আমি যখন তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম।

'ঐ তুই ভারন, ভারনন লিটল। ঐ তুই...

আমি ফোনের পাশে বসলাম। কারারক্ষি একটা হেড ফোন আমার কানে লাগিয়ে দিল। তারপর আমার বাসার নাম্বারে ফোন করল। কিন্তু লাইনটা কেটে গেল। আমি তখন বললাম পেমকে ফোন করতে।

'উহ! হু। কে?' পেম মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে উত্তর দিল।

'পেম আমি ভার্ন।'

'ভার্ন! হায় ঈশ্বর, তুমি এখন কোথায়।'

'হোস্টন।'

BanglaBook.org

'আহ! ঠিক আছে। আমরা টিভিতে এটা দেখেছি। তারা কি তোমাকে খেতে দিয়েছে?'

গার্ড আমার কানের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ডিম আর সব্জি। আধ ঘণ্টা আগে।'

'আ ডিম আর সব্জি খেতে দিয়েছে।'

'কি শুধু ডিম আর সব্জি?'

গার্ড আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। যেন সে আমাকে আরো অনেক কিছু খাইয়েছে।

আমি বললাম, 'এক ডিশ ভর্তি আরো অনেক কিছু।'

মা এর মধ্যেই ফোনের পাশে চলে এসেছে। যাক মাকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

'ভারনন?'

'হাই মা।'

'কি খবর? তুমি ভালো আছো তো?'

'আমার মনে হয় ভালোই আছি। তোমার কি খবর মা?'

'লেলি তো লিওনাকে ধোঁকা দিয়েছে। যেটা আমরা কখনো তার কাছ থেকে চিন্তাও করিনি।' মা একটু ঘোৎ ঘোৎ করল।

'মা আমাকে একটু সময় দাও। একটু পরে কথা বলছি।' মা আমাকে সময় দিল না। কথা বলতেই থাকল।

'শোন ভার্ন তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো। নতুন এই দায়িত্বের সময় তার পাশে একজন শক্ত সামর্থ মহিলার দরকার ঠিক আমার মত।'

'দায়িত্ব! হুহ।'

'ঠিক আছে তুমি হয়ত শুনে থাকবে যে লেলি তোমার বিচার অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্বটুকু কিনে নিয়েছে। সে এখন তার তত্বাবধানেই এটাকে প্রচার করবে। সে তার কাজের সীমানাটা আরো বিস্তৃত করতে চাচ্ছে। ঠিক এই সময় তার পাশে সত্যিকার অর্থে এমন একজন দরকার যে তাকে বুঝতে পারবে, সত্যিকার অর্থেই তার যত্ন নিবে।'

আমি চুপ হয়ে মার কথা শুনছিলাম। আমার নিরবতা হয়ত মা বুঝতে পেরেছিল। তাই কিছুক্ষণ পর মা তার কথার বিষয় পাল্টালো যাতে আমি তার বক্তব্যে অংশ নিতে পারি।

'ভারন তোমার জন্মদিনটা কেমন গিয়েছে? ভালো তো।'

'অত ভালো নয়।'

'অবশ্য আমি এই বছর কেকটা কিনতে পারিনি। আমি জানতামই না যে তুমি শহরে আছ।'

BanglaBook.org

আমি মার সাথে কথা শেষ করে ফেললাম। কথা শেষ করে অনেক দিন পর খুব চমৎকার একটা ব্রেকফাস্ট করলাম। সকালের নাস্তায় ডিম, টোস্ট, সাথে সব্জি আরো অনেক কিছু দিল। নাস্তা শেষ করার পরই আমার নতুন এটর্নি এসে হাজির হলো। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়োগ দিয়েছে। নতুন এই এটর্নির নাম ব্রিয়ান ডেনহি। ব্রিয়ান আমাকে সত্যিকার অর্থেই অনেক আশার কথা শোনাল। সে আজ পর্যন্ত কোন আইনি লড়াইয়ে হারেনি। তাকে নিয়ে আমিও মোটামুটি আশাবাদি ছিলাম। কারণ আমি জানি জুরিবোর্ড তাকে ভালোবাসে। পছন্দ করে। ব্রিয়ানের সাথে আমি দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম।

'তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। তুমি সেই ঘটনার সময় ঐখানে ছিলেই না?' ব্রিয়ান জিজ্ঞেস করল।

'শুনুন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি তখন স্কুলে যাওয়ার পথে সেখানে ছিলাম। আর আমি মনে করি বেরিগুরি যেখানে মরে পড়েছিল আমি সেই জায়গাটা দিয়ে তখন অতিক্রম করছিলাম। কিন্তু...'

ব্রিয়ান তার ভ্রুটা কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তারপর হাত দুটোকে মুঠিবদ্ধ করে বসল।

'শোন ভারন তুমি যে বক্তব্য দিচ্ছ তাতে বিচারকরা খুশি হবে না। তুমি কি আমার কথা শুনবে?'

'আ অবশ্যই।'

'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিরোধ। এখানে ভাগ্যের সাথে বাজি ধরার কোন দরকার নেই। এটা তোমার জন্যও গুরুত্বর্পূণ আমার জন্যও।' ব্রিয়ান উঠে চলে যাওয়ার সময় দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে কথাটা বলল।

'আপনি যা বললেন সেটা শুনে আমি খুব খুশি হলাম।'

'ও অবশ্যই।' সে তার মাথাটাকে একটু নাড়ল। 'রাজধানীর বিচার কাজগুলো আমাদের বিচারিক পদ্ধতিতে নতুন কিছু একটা পরিবর্তন করতে যাচ্ছে।'

'তো মি. লিটল তুমি হবা নতুন এই বিচারিক পদ্ধতির প্রথম ব্যক্তি।

BanglaBook.org

পর্ব : ৪

কীভাবে আমার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল

উনিশ

প্রতি তিতাল্লিশতম মুহূর্তে হোস্টন শহরে যাওয়ার পথে আমাকে যে পুলিশের গাড়িগুলো অনুসরণ করছিল তাদের ফ্লাস লাইটগুলো এক সাথে মিটমিট করে জ্বলে উঠছিল। আবার কিছুক্ষণ পর গাড়িগুলোর ফ্লাস লাইট ভিন্ন ভিন্নভাবে জ্বলতে থাকল। কয়েক মিনিট পর একের পর এক জ্বলতে থাকল। তারো কয়েক মুহূর্ত পর আবার সবগুলো বাতি এক সাথে মিটমিট করে জ্বলে উঠল।

আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হলো আমাকে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘ আর অনেকগুলো হেলিকপ্টার আর নিচে পুলিশের গাড়ির পাহারায় হোস্টোনের আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজ আমার বিচারের প্রথম দিন। অধিকাংশ সময় দেখবে তুমি খাপে খাপ সবকিছু এক সাথে কাজ করে না। কখনো কখনো একবার কি দুবার এক সাথে সব কিছুই পাওয়া যায়।

উদাহরণ হিসেবে আমাকে দেখতে পারো। আমি যখন ঘর থেকে পালিয়ে গেলাম তখন থেকে এই পর্যন্ত টেক্সাসে ঘটে যাওয়া সবগুলো হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাকে দোষী করা হয়েছে। শুধু তাই না মঙ্গলবারের সেই মর্মান্তিক ঘটনার জন্যও আমাকে দায়ী করা হচ্ছে। অথচ দেখো সবাই জিসাসের বিষয়টা ভুলে গেছে। কিন্তু আমি ভুলিনি।

পুরো গ্রিষ্মের সময়টাই আমার কথাবার্তা নিয়ে নানারকম সমস্যার মুখে আমাকে পড়তে হয়েছিল। গ্রীষ্মকালটা আমি কাটালাম একেবারে বন্দি অবস্থায় শুধুমাত্র বিচারের অপেক্ষায়। আমার কল্পনায় শুধু জিসাস ছিল। আমি তার সাথে কোন কথা বলিনি। জীবনটা এখন সত্যিকার অর্থেই আমার কাছে বড্ড অন্যরকম লাগছে। হতে পারে আমার অভিজ্ঞতায় দিক দিক দিয়ে আমি বড় হচ্ছি।

গত এক সপ্তাহের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়ে আমি ভাবছিলাম। যেমন ধরো আমার মা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। পেম আমাকে সব বলেছে। সে বলেছে যে মা একদিন তার ঘরের দরোজা বন্ধ করে ওভেন পুরোপুরি খুলে

BanglaBook.org

রেখেছিল। এবং তারপর একটা খোলা দরোজার সামনে বসে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছিল। হয়ত কোন ধরনের সাহায্য চাচ্ছিল কারো কাছে।

পেম এখন তাকে খাবার খাওয়াচ্ছে। শশ্রুষা করছে।

আজকের দিনটায় আমি একটা রদ্দিমাল রেফ্রিজারেটরের মত হয়ে গেছি। আমার ভেতরটা গান্ধা, শূন্য এমনকি জীবন্ত থাকার জন্য বিদ্যুতের সাথে যে রেফ্রিজারেটরের যে ফ্রিজটা লাগানো থাকে সেটাও খোলা। আমার শরীরটা উপলব্ধি করছিল যে এর কোন অনুভূতি নেই, চিন্তা-চেতনা নেই। একেবারে নিঃসার নির্জীব। অথচ বেঁচে থাকার জন্য আমার শরীরের এখন দরকার প্রচুর অনুভূতি, বুদ্ধি আর যৌক্তিক জ্ঞান।

এখানে এসে আমি একজন সাইকোলোজিস্টের সাথে কথা বলেছি। আমি তাকে বলেছি যে আমার মধ্যে কোন মানবীয় গুণাবলী নেই। আমার পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব না। কারণ আমার মধ্যে কোন দক্ষতা নেই। কিন্তু সাইকোলজিস্ট আমাকে বললেন যে এই ঘটনাটা সত্য না। বরং কোন কিছু উপলব্ধি করার ক্ষমতা আর ধারণ করার ক্ষমতা আমার অনেক বেশি। তার কথা শুনে আমার ধারণা হলো যে সত্যিকার অর্থেই আমার এসব গুণ আছে। আমি যে কোন বিপদ শুরু হওয়ার আগেই তার গন্ধ শুকে বুঝতে পারি। এটা অবশ্যই একটা ভালো গুণ। এটাকে গণনায় আনা যায়।

আমাকে নিয়ে আরেকটা ভালো খবর হচ্ছে যে তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো আমি গালাগালি করা মুখ খারাপ করা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন আমি আর কথায় কথায় গালির তুবড়ি ছড়ায়নি। এই সময়টা আমি শুধু বসে বসে টিভি দেখে কাটিয়ে দিচ্ছি। কোন ধরনের সমস্যা নিয়েই ভাবছি না। কারণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করাটা এই মুহূর্তে আমার জন্য অনেক বড় একটা সমস্যা।

সাইকোলোজিস্ট আমাকে বলেছে যে এই মুহূর্তে পরিবর্তনের জন্য আমাকে শুধু উপলব্ধির ক্ষমতাটা বাড়াতে হবে। সব কিছুই উপলব্ধি করতে হবে। আমি এখন শুধু টিভির মুভিগুলো দেখেই সময় কাটাচ্ছি। আর আমার ভুল ছিল কোথায় সেটা নিয়েও ভাবছি। তুমি বিশ্বাস করবে না টিভি মুভি দেখে একদিন আমি কেঁদেছি।

একটা ভ্যানে করে আমাকে যখন কোর্টহাউসে নিয়ে আসা হলো তখন ফুটপাতে অসংখ্য মানুষের ভিড়। চিৎকার চেঁচামেচি। হৈ চৈ।

আমি তাদেরকে আমার ভেনের ছোট্ট জানালা দিয়ে দেখছিলাম। আর টিভি ক্যামেরাগুলো তাদেরকে দৃষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিল। এখানে অবশ্য একদল লোক

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছিল যারা আমার সমর্থনে চেঁচামেচি করছে।

কোর্টের সামনের দিকটা একেবারে জবরজং হয়ে গেছে। নানারকম ক্যামেরা বিভিন্ন কোণা থেকে স্থাপন করা হয়েছিল। ফ্লাস লাইটের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। পুরো বিচারকার্য সরাসরি প্রচারের জন্য লাইভ স্টুডিও রাখা হয়েছে। শুধু তাই না এর আশেপাশে হটডগের দোকান, বেলুনের দোকান, টি শার্টের দোকানসহ আরো নানারকম স্টলের মেলা বসে গেছে।

আমাকে সরাসরি কোর্টরুমে নিয়ে যাওয়া হলো না। বরং পাশের বিল্ডিং-এ একটা মেকাপ রুমে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। কোর্টের অন্যান্য বিশেষ লোকজনরা সেই মেকাপ রুমে আসলেন তাদের কটু চেহারাটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য। তারা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে হাসল যেন আমি তাদের অফিসের খুব কাছের একজন সহকর্মী। আর আজ যেন একটা মজার খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করলাম আমার মেকাপটা কেমন বাদামি আর ধূসর হচ্ছে।

লম্বা একটা বারান্দার করিডোর দিয়ে আমি অবশেষে কোর্টরুমে ঢুকলাম। আসল কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা সেদিকেই এগুচ্ছি। আমাকে বলতেই হবে যে আমি এই কোর্টে ঢুকছি একজন নিষ্পাপ নিরপরাধ মানুষ হিসেবে। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তারা যখন আমার কাহিনীটা শুনবে তখন তারা এই সদরদরোজা দিয়েই আমাকে মুক্ত করে দিবে। তুমি তো জানো সত্য সবসময়ই বিজয়ী হয়। বিভিন্ন কোণা থেকে ক্যামেরাগুলো আমার দিকে তাক করা আছে। তার উপর দিয়ে লোকজন কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছে। যেন তারা চিড়িয়াখানার খাঁচাবন্দি কোন প্রাণীকে দেখছে।

সামনের যে খাঁচাটা রাখা হয়েছে তার ভেতরে আরেকটা চার ইঞ্চি পুরু একটা তাকিয়া রাখা হয়েছে। পেছন থেকে একজন রক্ষি খাঁচাটার দরোজা খুলল। তারপর দ্বিতীয় আরেকজন আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। খাঁচাটার সামনে ছোট্ট একটা বোর্ডে লেখা যে খাঁচাটা এতই শক্তিশালী যে একজন বলশালী ব্যক্তির পক্ষে এটাকে একা ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে না।

আমি সমস্ত হলরুমের উপর দিয়ে আমার চোখটা একবার বুলিয়ে নিয়ে আসলাম। ঐ যে দূরে আমার মা বসে আছে। খুবই বিষণ্ন আর নেতিয়ে গেছে। দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। তার কোমরে বেন্ডেজ। আত্মহত্যা করার সময় সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে করতে তিনি হয়ত ব্যথা পেয়েছিলেন। আমি তাই ধারণা করছি।

পেম তার পাশেই বসেছিল। তাদের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে সকালে আজ তাদের খুব ভালো একটা নাস্তা করা হয়নি। তারা হাসপাতালের খাবার,

BanglaBook.org

মোটেলের খাবারসহ আরো নানাধরনের রুচিকর খাবার খুব পছন্দ করে। মা তার ক্যামেরা পজিশনেই বসে আছে।

আমার নতুন এটর্নিকে সত্যিকার অর্থেই খুব পজিটিভ মনে হচ্ছে। ওলে ব্রিয়ান। আসলেই একজন আত্মবিশ্বাসী লোক। সে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত পিট পিট করে তাকাল। তারপরেই সে তার বক্সটা খুলে কতগুলো কাগজ বের করে ডেস্কের উপর রাখল। কোর্টের কাজ চালনার জন্য নতুন কর্তাব্যক্তিদেরও তার পাশে দেখা গেল।

সর্বোচ্চ সারিতে বসে আছে প্রধান বিচারক। তিনি তার হাত দুটো একত্রিত করে এটর্নির দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু ঝাঁকালেন। পুরো কোর্ট রুমে বিশ্রি একটা নিরবতা নেমে এল।

'আজকের বিচার কার্যক্রমের ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ।' বিচার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে একজন আইনজীবি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন। 'আজকে আমরা এমন একটা আইনি বিচারকার্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি যেটার উদাহরণ এই রাষ্ট্রে এর আগে কখনো পাওয়া যায়নি। আপনাদের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। যে বত্রিশ জন সুস্থ নাগরিকের প্রাণ হরণ করেছে। তার মধ্যে অনেক শিশু ছিল। শুধু তাই নয় তার বন্ধুরাও ছিল। এ ছাড়াও তার স্কুলে ভয়াবহ একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সে সরাসরি উপস্থিত ছিল। সে অন্যান্য ষোলটা প্রদেশে নানারকম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীরাও রয়েছে যারা তাকে এই সমস্ত কাজের সাথে দেখেছে। সে এমন এক ব্যক্তি যার বাল্যকালটা মৃত্যু আর রক্তের গন্ধে ভরা। এবং সে এমন একজন ব্যক্তি যার যৌনচেতনাও সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং উদ্ভট। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ আজ আমরা আপনাদের সেই লোকটার সাথেই পরিচয় করিয়ে দিব যার বয়স মাত্র ষোল এবং যাকে জন ওয়নি গেছির মতই মনে হয়।'

সে তার একটা হাত ঘুরিয়ে আমি যে খাঁচার ভেতর ছিলাম সেদিকে ইঙ্গিত করল। তারপর মুখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি নির্বিকারভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আইনজীবী আমার দিকে তাকিয়ে খুব মধুর একটা হাসি দিল। যেন সে এইমাত্র আমাকে খুব সুন্দর একটা জোকস শুনিয়েছে।

'তারপর তুমি কি জানো?' সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি হলা গেছির মত যে সব সময় চিৎকার করত যে সে নিষ্পাপ অথচ এর মধ্যেই সে বত্রিশটি ভয়াবহ অন্যায় করে বসে আছে।'

আমি শরীরটাকে একটু নাড়াচাড়া দিলাম যখন দেখলাম যে আমার এটর্নি ব্রিয়ান কিছু বলার জন্য দাঁড়াচ্ছে।

এটর্নি ব্রিয়ান কোর্টের সামনে ফাঁকা জায়গাটুকুতে একটু পায়চারি করল।

BanglaBook.org

তারপর থেমে বিচারকমণ্ডলির সারির দিকে তাকাল। মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে তার মাথাটা নারল।

'ঈশ্বর জানেন।' সে কথা বলা শুরু করল। 'সারাদিন পরিশ্রম কঠোর পরিশ্রম করে টিভি সেটের সামনে বসে আরাম করাটা সত্যিকার অর্থেই খুব মজার একটা বিষয়।' ব্রিয়ান তার গলার চেইনটাকে একটু ঘষা দিল।

'হতে পারে সেটা কোন চমৎকার মুভি দেখা।' কথা বলার সময় তার ভ্রুটা একটু কুঁচকে গেল। 'আর কেউ যদি নিজেকে টিভির সেই মুভির একজন তারকা বানাতে চায় যাতে সে যখন ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাবে আর তাকে সবাই চিনবে তাহলে তাকে অবশ্যই বেশ কষ্ট করতে হবে। আমি কেন এটা উল্লেখ করছি? আমি এ জন্য উল্লেখ করছি যে চার দশমিক তিনটা হত্যাকাণ্ড এই প্রদেশে প্রতি সপ্তাহে ঘটে থাকে। আমার মক্কেল এখন যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে আমি সেই প্রদেশের কথা বলছি। চার দশমিক তিনটা হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আমার মক্কেলকে হত্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত করার অনেক আগেই। এই চলতি সপ্তাহেও চার দশমিক তিনটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যখন আমার মক্কেল এই কোর্টে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে।'

ব্রিয়ান মাথা ঘুরিয়ে জুরি বোর্ডের দিকে তাকাল।

'তাহলে ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ আমরা কি আবিষ্কার করলাম। আমরা আবিষ্কার করলাম যে এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের কোন অভিযোগ আমার মক্কেলের উপর দেওয়া হয়নি। তবে যখন থেকেই তার ছবিটা টিভিতে প্রচারিত হতে লাগল তখন থেকেই মধ্যবর্তী টেক্সাসে এবং তার আশেপাশে যত হত্যাকাণ্ড ঘটল সবগুলোর দোষই তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হলো। সব হত্যাকারিই তার হত্যাকাণ্ডের পর কিছুটা সময় নেয়। একটু বিরতি নেয় চিন্তা ভাবনা করার। আর ভারনন গ্রিগরি লিটল তার হত্যাকাণ্ডের কোটা শেষ করে যখন অন্য আরেকটা রাষ্ট্রে চলে গেল তখন আরো বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দিয়ে ঘটানো হলো। দয়া করে আপনারা নিজেকে প্রশ্ন করুন। কীভাবে এটা ঘটেছে। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে কি সে দূর থেকে এই সব ঘটিয়েছে। আমি কখনোই সেটা মনে করি না।'

আমার এটর্নি একটু হেঁটে আমার খাঁচার সামনে আসল। সে আমার দিকে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর আবাব হঠাৎ করেই বিচারকমণ্ডলির দিকে ফিরে তাকাল। তারপর আবার কথা বলা শুরু করল।

'আমি যে বিষয়টার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তা হলো প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যের সাথেই মিডিয়া শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ছবি প্রদর্শন করছে। আর সেটা এমন একটা মিডিয়া যার পরিচালককে মে মাসের দুই তারিখের আগে যাকে কেউ চিনত না। মিডিয়ার ঐ ব্যক্তিটি এমন এক ব্যক্তি যার সাথে

BanglaBook.org

আপনাদের সাক্ষাৎ হবে এবং এই বিচার কাজ চলার সময় আপনারা নিজেরাই সেটার বিচার করবেন।'

ব্রিটিয়ান আবার জুরিদের দিকে ঘুরে তাকালেন। তার ভ্রুটা একটু কুঁচকে একদৃষ্টিতে বিচারকমণ্ডলির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ এই নরম-শরম ভদ্র বালকটার দিকে একবার তাকান। যার আগের কুকর্মের কোন রেকর্ড নেই। অথচ সে কি না দুর্ভাগ্যবশত মারটিরিওর মর্মন্তুদ ঘটনার শিকার। এই ছেলেটা যে কিনা প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে অসহায় মনে করে। যে তার আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আমি আপনাদের প্রমাণ করে দেখাব সে এই সমস্ত ঘটনার ভুলের শিকাড়।'

আমার এটর্নি ব্রিটিয়ান যা বলছে সেগুলো শুনতে আমার বেশ ভালো লাগছিল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে পুরো কোর্টরুমটা একবার দেখলাম। এটা এমন একটা বিশেষ জায়গা যেটা সত্য উন্মোচনের জন্য নির্ধারিত।

প্রথম দিনের বিচারকার্যে মধ্যাহ্নভোজের ভিতর দিয়ে প্রথম বিরতি পড়ল।

বিরতির পর আবার কোর্ট শুরু হলো। আমি যথারীতি আমার আসনে বসলাম একেবারে নির্বোধ অবোধ একজন শিশুর মত।

আমার স্কুলের সহপাঠি জিসাসের খেলার ব্যাগটা নিয়ে আসা হলো যেখানে আমার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। এই হাতের ছাপের জন্য বিশ্বের সব বিজ্ঞানিরা এক সপ্তাহ ধরে রাত দিন কাজ করেছে। আমি নির্বিকারভাবে বসেছিলাম। বিচারকমণ্ডলিরা আসতে দেরি করছে। তারা হয়ত আরেকবার মেকাপরুম থেকে ঘুরে আসছে। মুখের মেকাপ মনে হয় টেনশানে নষ্ট হয়ে গেছে।

বিচারিক কাজ আবার শুরু হলো।

উপস্থিত একজন আইনজীবী সাক্ষীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনারা কি ঐ ঘটনার সময় যাকে দেখেছিলেন তাকে এখন চিহ্নিত করতে পারবেন?'

একজন একজন করে প্রত্যক্ষদর্শীরা আমার দিকে আসল, একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'হ্যাঁ ঐ যে খাঁচার ভিতর যে আছে এই সে ব্যক্তি যাকে আমরা ঘটনার সময় দেখেছি।'

অন্যান্য সব কোর্টরুমের নাটকের মত সবাই একের পর এক এসে তাদের কাহিনীগুলো বলে গেল।

'রাষ্ট্র এখন মনোচিকিৎসক ডাক্তার ওলিভার গোসেনসকে ডাকছে।'

ডাক্তার গোসেনস যেখানে সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেয় সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তার গলা আর দেখে মনে হচ্ছে যেন সেখানে কেউ ক্রিম মেখে

BanglaBook.org

চকচকে বানিয়ে দিয়েছে। সে শপথ করল। তারপর বাদি পক্ষের আইনজীবীর সাথে খুব আন্তরিক আর সংক্ষিপ্ত একটা হাসি বিনিময় করল।

'ডাক্তার আপনি তো একজন মনোচিকিৎসক। বিশেষ করে পার্সোনিলিটি ডিসঅর্ডার বিষয়ে আপনার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে?'

'জ্বি আমি অনেকটা সেরকম।'

'এবং আপনি আজ উপস্থিত হয়েছেন একজন নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে।'

'জ্বি।'

বিচারক প্রশ্নকারী আইনজীবীকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আমার এটর্নির দিকে তাকালেন। 'কাউন্সিল এই বিষয়ে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে।'

'না ইউর অনার।' ব্রিয়ান বলল। সে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

'উনি হলেন আপনার মক্কেলের চিকিৎসক। এখানে কোন সাংঘর্ষিক কিছু আসলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে আপনি সেটাকে উপেক্ষা করে যাবেন?'

'এটা সম্পূর্ণই আপনার ইচ্ছা মাননীয়।'

বিচারক তার মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মাথাটা নেড়ে বললেন, 'চালিয়ে যান।'

আইনজীবী আবার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা শুরু করলেন।

'ডাক্তার অলিভার আপনার পেশাগত দিক থেকে একটা মতামত দিবেন। এই ধরনের অন্যায় সাধারণত কি রকম লোক করে থাকে। মানে কি বৈশিষ্ট্যের।'

'অবজেকশন ইওর অনার। অন্যায়গুলো একজন সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত নয়।'

'অবজেকশন অগ্রহণযোগ্য। রাষ্ট্র এই বিষয়টা নির্ধারণ করবে।' জাজ বললেন।

'আমি আবার বলছি।' জেরাকারি আইনজীবী বলল। 'ডাক্তার গোসেনস এই ধরনের অন্যায়ের নিশ্চয়ই কোন একটা নির্দিষ্ট রূপরেখা আছে।'

'হ্যাঁ অবশ্যই আছে।'

'তাহলে সেটা কাদের সম্পর্কিত।'

'এটা আসলে *এন্টিসোশিয়াল পার্সোনালিটি* যাদের আছে তাদের সাথে সম্পর্কিত।'

জেরাকারী আইনজীবী তার থুতনিটা হাত দিয়ে একবার ঘষলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'এই রকম ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের উপসর্গ থেকে সেটা চিনতে পারব?'

'এই ধরনের রোগের ব্যক্তিরা তাদের ইচ্ছাটাকে খুব দ্রুত বাস্তবায়ন করতে চায়। তাদের যে মনোবাসনা তা নিয়ে তারা একটা মুহূর্তের জন্যও অপেক্ষা

BanglaBook.org

করতে চায় না। অপেক্ষা করাটা তাদের পক্ষে অসহনীয়। তারা নিজের কাজের জন্য খুব সহজেই আরেকজনকে প্রভাবিত করে ফেলতে পারে।'

আইনজীবী মনোচিকিৎসকের কথা শুনে তার মাথাটা নিচু করে কিছুক্ষণ নাড়ল। তারপর বলল, 'আমি শুনলাম আপনি বলেছেন যে *এন্টিসোসিয়াল* ডিসঅর্ডার। এই সমস্যায় যাঁরা থাকে তারা কি কোনরকম হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে পারে?'

'অবজেকশন ইওর অনার।' আমার এটর্নি দাঁড়িয়ে গেলেন। 'অধিকাংশ হত্যাকারীই মানসিকভাবে অসুস্থ নয়। আর সব মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগীরাই খুনি নয়।'

বিচারকদের চোখ খুব শান্তভাবে জেরাকারী আইনজীবীর দিকে গেল। 'কাউন্সিল দয়া করে চালিয়ে যান।'

তুমি হয়তো বলতে পারো যে বিচারকরা আরো শক্তভাবে কথাটা বলতে পারত। তবে তুমি তাদের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতে তাদের চোখের ভাষা মুখের ভাষা থেকে কত শক্ত।

'তাহলে ডাক্তার সাহেব।' জেরাকারী উকিল বলল। 'যারা এই ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকে আমি মনে করি তারা তাদের কৃতকর্মের বিষয়ে নির্বিকার থাকে এবং কোন অনুশোচনা ভোগ করে না। আপনার কি মনে হয় আমার ধারণা কি ঠিক?'

ডাক্তার গোসেনস বললেন, 'এই ধরনের রোগীরা ভয়াবহ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তীব্র কৌতুহল থাকে। তারা পূর্বাপর কোন পরিণতি চিন্তা না করেই তার সেই কৌতুহল মেটাতে চেষ্টা করে।'

'ভয়াবহ বিষয় বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? হত্যা!'

'জ্বি।'

জেরাকারী উকিল তার সামনে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একবার তাকালেন তারপর চলে গেলেন ডাক্তার গোসেনসের কাছে।

'ডাক্তার আপনি কি আমাদের বলবেন যে এই ধরনের উপসর্গ যাদের আছে তারা উদ্ভট ধরনের যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্ত। বা তাদের মধ্যে সব সময় একরকম যৌন ফ্যান্টাসি কাজ করে?'

'যৌনতা আমাদের পরিচালনা করার ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী একটা বিষয়। প্রকৃতিগতভাবেই অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, কারো উপরে প্রভাব বিস্তার করার বিষয়ে যৌনতার আলাদা একটা ক্ষমতা আছে। *এন্টিসোসিয়াল* ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে মৃত্যু আর যৌনতা একই বিছানার দুটি ফুল।'

'এই ধরনের অস্বাভাবিক যৌনআচরণ কীভাবে একজন অপরিপক্কের ক্ষেত্রে জাগতে পারে।'

BanglaBook.org

'আসলে বাল্যকালেই অস্বাভাবিক অনুভূতি অনেক সময় বৃদ্ধি পেতে পারে।'

ডাক্তারের কথা শুনে উকিল তার মাথাটাকে একটু নামিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর আবার মাথা তুলল।

'তাহলে ডাক্তার একজন পুরুষের এই ক্ষেত্রে একজন মেয়ে মানুষের প্রতি অস্বাভাবিক অনুভূতি জাগতে পারে?'

'হ্যাঁ একজন পুরুষের তো একজন মেয়েমানুষের প্রতিই অনুভূতি জাগবে।'

'আর এই ক্ষেত্রে পুরুষটা যদি বিফল হয় তাহলে সে কি মেয়েমানুষটাকে খুন করবে?'

'শুধু তাই না, এক্ষেত্রে পুরুষটা মেয়ে মানুষটার জন্য আরো অনেককেও খুন করতে পারে।'

'আমার আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।'

জেরাকারী উকিল তার চেয়ারে এসে বসলেন।

আমার এটর্নি উঠে দাঁড়ালেন। যেখানে সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেয় সেখানে গেলেন। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন।

'তো ডাক্তার অলিভার গোসেনস, কেমন আছেন আজ আপনি?'

'এই তো ভালো। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'ডাক্তার আপনি আমাকে বলেন তো এই ধরনের ডিসঅর্ডারের প্রভাব কি বয়সের সাথে ওঠানামা করে?'

'বয়সটা তেমন প্রয়োজনীয় না। তবে পনের বছর বয়সের ক্ষেত্রে এর প্রভাবটা একটু বেশি।'

'পনের বছর বয়সে এই ডিসঅর্ডার দেখা দিলে সেটা কি নিরাময় করা যায়?'

'অধিকাংশ অস্বাভাবিকতাই যে কোন বয়সে নিরাময়যোগ্য। যদিও *এন্টিসোসিয়াল ডিসঅর্ডার*টা এখনো প্রশ্নের সম্মুখীন।'

'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন এটা সফলতার সাথে নিরাময় করা যায় না?'

'সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণ তাই বলে।'

আমার এটর্নি কোর্টের খালি জায়গাটায় একটু পায়চারি করলেন। মাথা নিচু করে কিছু একটা ভাবলেন, হিসেব-নিকেশ করলেন। তারপর তিনি আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মারটিরিওর লোকাল কোর্টে আপনার রিপোর্টে বলেছেন যে আমার ক্লায়েন্টকে আপনি বন্দি অবস্থায় রাখার পরিবর্তে আপনার তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা

BanglaBook.org

করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনা কি সত্যি?'

গোসেনস বিচারকদের দিকে তাকালেন। বিচারকরা উত্তর দেয়ার জন্য মাথা ঝোঁকালেন।

'জ্বি।' গোসেনস বললেন।

'একজন এমন রোগিকে যার রোগ সারানোটা কিছুটা দুঃসাধ্য সে রকম একজন রোগির প্রতি আপনার যত্ন নেয়াটা কি কিছুটা হাল্কা হয়ে গেল না?'

ডাক্তারের চেহারায় কিছুটা বিরক্তি আর অস্বস্তির চিহ্ন দেখা গেল।

'এক সেশনে এই ধরনের অসুখ সারানো অসম্ভব।'

ব্রিয়ান একটু হেসে বলল, 'ডাক্তার *এন্টিসোসিয়াল ডিসঅর্ডারে* যারা ভোগে তাদের মধ্যে কোন পুরুষ বা যুবক অন্য কোন পুরুষ বা যুবক অথবা বালকের প্রতি যৌন আসক্ত হতে পারে ?'

'অবশ্যই হতে পারে। জেফরি ডামার এ ক্ষেত্রে খুব ভালো উদাহরণ।'

'তাহলে একজন সমকামী আর যে এই এন্টিসোসিয়াল ডিসঅর্ডারে ভুগে চিকিৎসা নিচ্ছে আচরণগত দিক থেকে এদের মাঝে কি কোন পার্থক্য আছে।'

'হ্যাঁ তাতো আছে। কারণ যে ঔষুধ গ্রহণ করছে বা চিকিৎসা নিচ্ছে এ ক্ষেত্রে সে তার ইচ্ছা পূরণের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করবে।'

'তাহলে একজন ব্যক্তি যে তার ইচ্ছাটা পূরণের জন্য একটা বালকের উপর জোর প্রয়োগ করছে সেও তাহলে মানসিকভাবে অসুস্থ?'

'হ্যাঁ এটা হতে পারে।'

আমার এটর্নি ডাক্তার গোসেনসের চারপাশে একটু হেঁটে আসলেন। তারপর তিনি থেমে গোসেনসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তার চোখের ভাষার অর্থ হচ্ছে, 'ঠিক আছে চলো খেলা শুরু করি।'

এটর্নি বললেন, 'ওলিভার গোসেনস আপনি হারলেন পেরিওক্সের নাম শুনেছেন?'

গোসেনসের চেহারাটা কেমন সাদা হয়ে গেল।

ব্রেইন বিচারকদের দিকে ঘুরে তাকালেন।

'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ ও বিচারকগণ দয়া করে আমার ভাষার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' তারপর তিনি আবার ঘুরে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। একটু হেসে বললেন, 'আপনি কি ইন্টারনেটে সমকামিদের যারা বালক এবং কিশোরদের সাথে সেক্স করতে ভালোবাসে তাদের আহ্বান করার জন্য *বাম্বি বয় বাট্ট বাযার* নামে কোন এড্রেস জানেন।'

'মাফ করবেন আপনি এত নোংরা কথা কেন বলছেন?'

'হারলান পেরিওক্স নামে একজন লোক আছেন যিনি অল্পবয়স্ক কিশোরদের

BanglaBook.org

সমকামের জন্য এই এড্রেসের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করেন। দয়া করে বলেন আপনি কি তার বিষয়ে কিছু জানেন?'

'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

ব্রিয়ান একটু মুচকি হেসে তার টেবিল থেকে কতগুলো কাগজ হাতে তুলে নিল।

'আমার কাছে কিছু প্রমাণ আছে যে আপনি ডাক্তার অলিভার গোসেনস অতীতে বেশ কয়েকবার হারলান পেরিওক্স এই নামটার সাথে বেশ ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন।'

সমস্ত কোর্ট জুড়ে একটা ফিসফিসানি শোনা গেল।

'ডাক্তার আমি আপনাকে এই সমস্ত ডকুমেন্ট দিচ্ছি। আপনি একটু চোখ বুলিয়ে দেখেন যে পাঁচ বছর আগে আপনি এই নামটার সাথে পরিচিত ছিলেন। আপনার এই উলঙ্গপনা ওয়েব সাইটের মাধ্যমে ছোট ছোট কিশোর আর বালকদের বিপথগামি করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটা চার্জ হয়েছিল।'

'চার্জ দিয়ে কোন কিছুই প্রমাণিত হয় না।'

'আমি আপনাকে আরো বলছি ডাক্তার শুধু তাই না এখনো আপনি অন্য আরেকটা নামে এই পর্নোগ্রাফি ওয়েব সাইটটা পরিচালনা করে আসছেন। সেটার নাম হলো *সেরেনেড অফ সোডোম।*'

পেছনের সারি থেকে কেউ একজন ফিসসস করে হেসে উঠল। বিচারকরা ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

'ডাক্তার আমি কি ঠিক বলছি?' ব্রিয়ান খুব পরিষ্কার গলায় বলল। 'বলুন হ্যাঁ অথবা না।'

গোসেনস বিচারকদের দিকে তাকাল। তার মাথাটাকে একটু নাড়ল।

'না। এ কথাটা মোটেও সত্য নয়।'

'আমার সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে স্কুলের মর্মান্তিক ঘটনার প্রাক্কালে আপনি কি জিসাস নেভাররোর চিকিৎসা করাচ্ছিলেন? এই বছরের মে মাসে?'

গোসানসের চোখ দুটি নিচে নেমে এল।

'এবং আপনি তার বিরুদ্ধে ক্রেডিট কার্ড চুরি কিংবা ক্রয় সংক্রান্ত একটা বিষয়ে বিচার নিয়ে এসেছিলেন?'

ব্রিয়ান একটা ব্যাগ খুলল। তার ভেতর থেকে জিসাসের পেন্টিটা বেরিয়ে আসল যেটা সে তার বেঁচে থাকার সর্বশেষ দিনটিতে পড়েছিল।

BanglaBook.org

বিশ

আমি কারাগারের পায়খানায় বসে নানারকম আশাবাদী বিষয় ভাবছিলাম। এ ছাড়াও জীবন নিয়ে আরো ব্যাপক সব আজেবাজে ভাবনা আমার মাথায় এসে ভর করছিল। তুমি যাই ভাবনা কেন আমার মাকে দেখবে তোমার সেই ভাবনার মধ্যে তিনি কোন কোন সমস্যা অবশ্যই বের করবেন।

আমার ভাবনাগুলোকে বেশিদূর এগুতে দিলাম না। এখন সকাল। বাইরের বাতাসটা শীতকালের মত ভেজা আর শুষ্ক। ওয়াগনে করে আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার হাতে অল্প কিছু সময় আছে চুপচাপ একা থাকার। তাই জেলখানার উঠোনের পাশে টয়লেটটার মধ্যে আমি চুপচাপ বসে সময় কাটাতে লাগলাম। বসে বসে হাগু করছি আর ভাবছি আমার হাগুর সাথে আমার সব সমস্যাগুলো বের হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে উড়ন্ত প্লেন থেকে বিভিন্ন রকম বস্তা নিচে ফেলা হয়। হাগু বের হচ্ছে আর প্রতিটি সেকেন্ডে আমি হাল্কা বোধ করছি। বসে বসে পাগলের মত পরিকল্পনা করছি।

হাগু বালক তুমি একটা ফালতু।

কোর্টে প্রতিদিন যাওয়া-আসাটা আমার জন্য একঘেঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল।

মেকাপরুম থেকে আমি শুনছিলাম কোর্ট হাউসের উপরে হেলিকপ্টারের উড়ার শব্দ। কি হাস্যকর অবস্থা। যদি আমি পালিয়ে যাই বা এরকম কিছু করে বসি। কি ফালতু সবাই।

কোর্টে সবাই চলে আসছিল। মা এসে তার চেহারাটা ক্যামেরার সামনে ধরে আবার বাইরে চলে গেল। তার পক্ষে সারাদিন কোর্টে থাকা সম্ভব না। পেম হয়ত বাইরে অপেক্ষা করছে।

বিচারকেরা চলে আসল। সবার দিকে একবার নজর বুলালো। তারপর তারা বসল। আমিও পেছনে বসলাম।

'রাষ্ট্র এখন টেইলর ফিগারিওকে ডাকছে।'

BanglaBook.org

টেইলর বাদামি রং-এর স্কার্ট পরে উপস্থিত সকলের ভিড়ের মধ্য থেকে আসল। সে তার মাথার চুলগুলো পেছনে ফেলে দিল। একটু মুচকি হাসি দিল যাতে ক্যামেরায় সেটা ভালো ধরা পড়ে। বেশ শক্তভাবেই সে যেখানে দাঁড়িয়ে স্বাক্ষ দিতে হয় সেখানে দাঁড়িয়ে শপথবাক্য পাঠ করল। ঈশ্বরের দোহাই তাকে আজ এত সুন্দর লাগছিল!

'মিস ফিগারিও দয়া করে আপনার বয়স আর পেশার কথা বলুন।' উকিল বলল।

টেইলর তার ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরল। যেন সে কিছু একটা ভাবছে। কথা বলার সময় তার আবেগ একবার অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল আবার সাথে সাথেই নিচে নেমে আসছিল।

'আমি মাত্র উনিশ পার করেছি। তবে আমি একজন ছাত্রী ছিলাম। কিন্তু এখন আমি মিডিয়াতে আমার জন্য ভালো একটা ক্যারিয়ার তৈরি করার চেষ্টা করছি।'

ঝানু উকিল তার চেহারায় একটা সমবেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলে ভ্রুটা একটু কুঁচকে বলল, 'আমি আপনাকে কোন অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি এই কার্যক্রমকে সমর্থন করেন তাহলে আপনাকে আমার কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতেই হবে। দয়া করে আপনি কিছু মনে করবেন না এবং আমাদের সহায়তা করবেন।'

টেইলর দাঁত দিয়ে তার ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে বলল, 'ঠিক আছে।'

'আপনি খুব সাহসী একটা মেয়ে।' উকিল তার মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল। 'মিস ফিগোরিয়া এখন বলুন আপনি কখনো গোপনে কোন কৌতুহলী কাজের মুখোমুখি হয়েছিলেন?'

'গোপনে?'

'মানে কোন অস্বাভাবিক কৌতুহলের সামনে পড়েছিলেন কোন অপরিচিত জনের মাধ্যমে।'

'হ্যাঁ এরকম একজনের সামনা সামনি আমি পড়েছিলাম।'

'আপনার কেন মনে হয়েছিল যে ঐ লোকটার কৌতুহল ঠিক স্বাভাবিক না আর সবার মত।'

'হ্যাঁ কারণ ঐ লোকটা হঠাৎ করেই তার সকল পাপ কাজের স্বীকৃতি দেয়া শুরু করেছিল।'

'আপনি কি ঐ লোকটাকে আগে থেকে চিনতেন?'

'কিছুটা চিনতাম। মানে আমি বলতে চাচ্ছি একবার কোন একটা অনুষ্ঠানের বাইরে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোন এক অনুষ্ঠানের বাইরে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। কারণ সে ঐ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিল না। তাই বাইরেই সে অপেক্ষা করছিল।'

'ঐ অনুষ্ঠানের বাইরে তখন আর কেউ তার সাথে ছিল?'

'না।'

উকিল মেঝের দিকে একবার তাকিয়ে কিছু একটা ভাবল।

'তার মানে ঐ লোকটা তখন একা ছিল। আর সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। আর সে আপনার সাথে কথা বলেছে।'

'হ্যাঁ। সে আমাকে ফুসলিয়ে একটা গাড়ির পেছনে নিয়ে গিয়েছিল।'

'সে আপনাকে গাড়ির পেছনে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর।'

'তারপর আমার বন্ধুরা অনুষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসলে সে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়।'

আমি টেইলরের কথা শুনছিলাম আর বিচারকদের চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম তাদের কি টেইলরের মত বয়সি কোন মেয়ে আছে কি না। বিচারকদের চোখেমুখে নতুন করে কিছু একটার ঝলক দেখা গেল।

জেরাকারী উকিল বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বিষয়টা সবাইকে বুঝতে সহায়তা করছিল।

তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে পরবর্তীতে কোথায় আবার সেই লোকটার সাথে আপনার দেখা হয়।'

'হোস্টনে।'

'সে কি হোস্টনে ছিল না কি অন্য কোথাও থেকে হোস্টনে এসেছিল।'

'না সে মেক্সিকো যাওয়ার পথে হোস্টনে থেমেছিল।'

'কোত্থেকে সে এসেছিল?'

'মারটিরিও থেকে।'

উকিল বিচারকদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল।

'মারটিরিও থেকে মেক্সিকো যাচ্ছিল হোস্টন হয়ে। এটা তো খুবই ঘোরানো পথ।'

'হ্যাঁ ব্যাপারটা সেরকমই ছিল। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করছিলাম না। সে শুধু আমাকেই দেখতে এসেছিল। সে তার সকল কাজের স্বীকারোক্তি আমাকে দিয়েছে।'

'তারপর কি ঘটেছে?'

'আমার কাজিন চলে আসল। তখন সে তাকে দেখেই পালিয়ে গেল।'

কথাটা শেষ করে টেইলর তার মাথাটা নিচু করে ফেলল। সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল এই বুঝি টেইলর কেঁদে ফেলে। কিন্তু টেইলর তেমন কিছু করল না। উকিল অপেক্ষা করছিল যেন টেইলর নিজেকে সামলে নেয়। যখন সে নিশ্চিত হলো টেইলর ঠিক আছে তখন সে আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি কি

BanglaBook.org

ঐ লোকটাকে এই কোর্টরুমে দেখতে পাচ্ছেন?'

টেইলর তার মাথাটা নিচু করেই আমার খাঁচার দিকে আঙুল তুলে আমাকে ইশারা করল। উকিল তার ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে আরো প্রস্তুতি নিয়ে সামনে এগোল

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী এই সাক্ষী অপরাধী ভারনন গ্রিগরি লিটলকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। মিস ফিগারিও আপনি হয়ত শুনে থাকবেন যে প্রতিরক্ষা কর্মীরা দাবি করছে যে ভারনন লিটল ঐ সময় ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের সময় মেক্সিকোতে ছিল। তারা আরো বলেছে যে আপনি জানতেন সে মেক্সিকোতে ছিল। আপনি কি আসলেই জানতেন?'

'হ্যাঁ আমি যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সে ঐখানে ছিল।'

'আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে এই অপরাধী তখন মেক্সিকোতেই ছিল?'

'কারণ ঘণ্টাখানেক আগে তার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।'

'তাহলে অপরাধী যে দাবি করছে যে সে এই সকল হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে ছিল না, তার এই দাবিকে আপনি সমর্থন করেন না?'

'আমি মনে করি না।'

জেরা পরিচালনাকারী উকিল স্বাক্ষি যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারপাশে গিয়ে একটা রেলিং-এ হাত ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'আমি মনে করি সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে।' তারপর সে খুব নরম গলায় টেইলরকে জিজ্ঞেস করল, 'মেক্সিকোর ঐ কয়েক ঘণ্টা সময়ে সে কি আপনার সাথে কোন কিছু করেছিল?'

টেইলর একটু দম নিয়ে বলল, 'সে আমার সাথে একটু ভালবাসাবাসি করার চেষ্টা করছিল।'

'সেই সময় কি সে তার হত্যাকাণ্ডের বিষয়গুলো স্বীকার করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

পুরো হল রুমে, আমার মনে হয় পুরো পৃথিবীতেই সবাই দম বন্ধ করে এই সব কথা শুনছিল। আমার ভেতরটা বিষাক্ত এই কামড়ে মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু আমার এটর্নি চোখের ইশারায় আমাকে শান্ত থাকতে বলল। ঘরের সমস্ত ক্যামেরা, উপস্থিত সবাই, আমার মনে হলো সারা পৃথিবীর সব লোক তখন আমাকে নতুনভাবে পর্যালোচনা করা শুরু করল। আমাকে নতুনভাবে দেখা শুরু করল।

উকিল একটু মুচকি হাসি দিয়ে তার টেবিলের কাছে গিয়ে একটা সুইচে হাত দিয়ে একটা প্লেয়ার অন করল।

'হ্যাঁ।' আমার গলার স্বর ভেসে এল। 'আমি এই সব কিছু তোমার জন্য করেছি।'

BanglaBook.org

এই কথাগুলো বারবার চলতে থাকল। 'আমি এই সব কিছু তোমার জন্য করেছি। তোমার জন্য করেছি। তোমার জন্য করেছি।'

আমার এটর্নি ব্রিয়ান তার চেহারাটাকে একটু বিবর্ণ করে পকেটে হাত দিয়ে টেইলরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যেভাবে একজন বাবা তার মেয়ের সামনে গম্ভীর চোখে দাঁড়ায়। ব্রিয়ান যেন ক্রস একজামিনেশন দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ব্রিয়ান একদৃষ্টিতে টেইলরের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন টেইলর যা বলেছে এমন অস্বাভাবিক কথা সে ইতোপূর্বে কোথাও শুনেনি। ব্রিয়ানের দৃষ্টির সামনে টেইলর কয়েক পলকের জন্য যেন থতমত খেয়ে গেল। তার চোখের পালক পিটপিট করে উঠল। সে বলে ফেলল, 'কি হয়েছে?'

ব্রিয়ান বলল, 'আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছেন এই অপরাধীকে আপনি মেক্সিকোতে তিন ঘণ্টার জন্য দেখেছিলেন?'

'আহ হু।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই তিন ঘণ্টা বাদে সে বাকি সময়টুকুতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে থাকতে পারে?'

'আমার তাই ধারণা।'

'ভারনন লিটল মেক্সিকোতে আপনার সাথে কেন দেখা করতে এসেছিল?'

টেইলর তার চোখটাকে গোল গোল করে তাকিয়ে বলল, 'হতে পারে সে আমার সাথে যৌন কাজ করতে চেয়েছিল, কিংবা তার অপরাধের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিল কিংবা আরো অন্য কোন কাজে।'

'আপনার সাথে সেক্স করার জন্য আপনি কি তাকে কোন কিছু দিয়েছিলেন?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনি কি তাহলে সেদিন তার সাথে টাকা পয়সা নিয়ে কোন লেনদেনই করেন নি?'

'না বিষয়টা হলো...'

'হ্যাঁ অথবা না বলুন।'

'দেখুন আমি বলতে চাচ্ছি...

'হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনি ভারনন লিটলকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তিনশ ডলার।'

ব্রিয়ান তার কথা শেষ করে উপস্থিত সবার দিকে একবার তাকাল। তার চোখের ভ্রুটাকে একবার উপরের দিকে তুলল। তারপর বলল, 'দুঃস্বাহসী ছেলেরা ভালই হয়।' ব্রিয়ানের পিছনে অনেক দর্শক তার কথা শুনে মুখটিপে হাসতে লাগল।

'অবজেকশন!' আমার বিরোধী উকিল দাঁড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

'অবজেকশন অগ্রহণীয়।' বিচারক বললেন।

ব্রিয়ান আমার দিকে একপলক তাকিয়ে আবার টেইলরের দিকে ফিরে তাকাল। টেইলরের প্রতি ব্রিয়ানের দৃষ্টি ছিল খুবই প্রখর।

'আপনি যে সেদিন মেক্সিকো থাকবেন এটা কি ভারনন আগে থেকেই জানত?'

'দেখুন বিষয়টা হলো...'

'আপনি তাকে অবাক করেছিলেন, তাই নয় কি? আপনি সেই নীল সাগরের তীরে নিরপরাধ একটা ছেলেকে মোটা অংকের টাকার প্রস্তাব দিয়ে প্ররোচিত করেছিলেন। এটা কি সত্য নয়?'

এই কথা শুনে টেইলরের মুখটা কিছুক্ষণের জন্য হাঁ হয়ে গেল। 'হ্যাঁ কিন্তু দেখুন আমাকে বলা হয়েছিল...' টেইলর কথা বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে গেল।

আমার এটর্নি তার হাতটাকে টেইলরের দিকে বাড়িয়ে তারপর আবার ভাঁজ করে নিল।

'আমি আপনাকে বলছি, আপনি হলেন সেই লোক যাকে এই কাজটা করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। আপনাকে ঠিক করা হয়েছিল আপনি যেন এই তরুণকে ফাঁদে ফেলতে পারেন। এটা কোন পুলিশ বা নিরাপত্তা রক্ষিদের কাজ নয় বরং এটা এমন একজন আপনাকে ঠিক করেছে যে এই নাটকটা দিয়ে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হতে পারে। আমার ধারণা সেই লোকটা এই খেলার মঞ্চেই আছে।'

টেইলর একদৃষ্টিতে ব্রিয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'টেইলর ফিগারিও আপনি কি দয়া করে কোর্টের কাছে সেই লোকটার নাম বলবেন যে আপনাকে মেক্সিকো নিয়ে এসেছিল।'

'তার নাম হলো ইউলেলিও লেডিছমা। সবাই তাকে লেলি নামে চেনে। সে মিডিয়ার লোক।'

'আমার আর কোন প্রশ্ন করার নেই।'

লেলি সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে এসে উপস্থিত হলো। তার শরীরে সম্পূর্ণ সাদা পোশাক। চেহারাট বেশ কোমল দেখাচ্ছে। সে যখন সিঁড়ির ধাপে ধাপে দুই সারির মাঝখানে সরু পথ দিয়ে আলোর দিকে আসছিল তখন আশেপাশের ভিড় থেকে লোকেরা তার দিকে কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে দেখছিল। আমার বিপক্ষের জেরাকারী উকিলই প্রথম তাকে প্রশ্ন করা শুরু করল।

'ইউলেলিও লেডিছমা। এই অপরাধীকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আপনার কিন্তু একটা স্বতন্ত্র অবস্থান আছে। কারণ প্রথমত আপনি এই ছেলেটার পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধু এবং পরবর্তীতে আমি নিশ্চিত আপনি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তাকে দেখেছেন...'

BanglaBook.org

'আমাকে মাফ করবেন।' লেলি বলল। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার এই কাজটা কি অনেক সময় লাগবে?'

'প্রতিরক্ষার বিষয়টা আমি জানি না। তবে আমি সংক্ষেপেই শেষ করব।' প্রশ্নকারী আইনজীবী বলল। 'আপনি দয়া করে শুধু বলেন এক কথায় এই যে অভিযুক্ত ছেলেটা তার বৈশিষ্ট্য কি, এক কথায়?'

'আবেগের বাহুল্যে সে একজন মানসিক রোগী।'

'অবজেকশন!।' ব্রিয়ান চিৎকার দিয়ে উঠল।

'কিন্তু আপনার এই অবজেকশনের কোন প্রয়োজন নাই। বিচারক প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোকেই উপেক্ষা করে যাচ্ছেন।'

তার এই কথা শুনে বিচারক উকিলের দিকে খুব কঠিন চোখে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে উকিল কেমন মিইয়ে গেল। মনে হলো তার হাত দুটো কেউ যেন বেঁধে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সে নরমভাবে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল।

'মি. লেডেছমা ওরফে লেলি আপনি দয়া করে কোর্টকে বলবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে কখনো ব্যক্তিগতভাবে স্কুলের মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে কখনো কিছু বলেছে?'

লেলির মুখটা কেমন কঠিন হয়ে গেল। তার ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

'না তেমন কিছু বলেনি।' সে বলল।

'এই ট্রাজেডির সাথে তার সম্পৃক্ততার বিষয়ে সে কি কখনো কিছু বলেছে?'

লেলি লম্বা করে শ্বাস নিল। তারপর আমার দিকে তার কালো চোখ দিয়ে প্রায় গিলে ফেলার মত করে তাকাল। মাথাটা একটু নেড়ে সে বলল, 'ভারনন মাঝে মাঝে তার ঘুমের মধ্যে রাতের বেলা কিছু একটা বলত। ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করত। মাঝে মাঝে সে বিড়বিড় করে বলে উঠত বুউউউম...বুউউউম।' লেলির গলা দিয়ে যেন মৃত্যুর আতংকের মত গড় গড় করে শব্দ বের হলো।

তার কথা শুনে উকিল মাথাটা নিচু করল। কয়েক মুহূর্ত নিরব হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত যে আপনাকে আমি ভয়ংকর একটা স্মৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছি।'

লেলি তার একটা কম্পিত হাত উপরের দিকে তুলে বলল, 'ঐ সমস্ত হতভাগা আত্মাগুলোর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

কোর্ট রুমের ভেতর একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত পর আইনজীবী আবার প্রশ্ন করা শুরু করল।

BanglaBook.org

'আপনি কি এই প্রতিবাদী ছেলেটিকে অফিসার বেরিগুরিকে হত্যা করার সময় দেখেছিলেন?'

'আমি যে জায়গাটাতে আহত অবস্থায় পড়েছিলাম সেখান থেকে আমি এই ছেলেটাকে অফিসার গুরির দিকে দৌড়ে যেতে দেখেছিলাম। তারপর আড়ালে একটু ধস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেলাম। এরপরই শুনলাম তিনটা গুলির শব্দ।'

প্রশ্নকারী উকিল আমার এটর্নির দিকে তাকিয়ে তার মাথাটাকে ঝাঁকাল। যার অর্থ আমার প্রশ্ন করা শেষ এবার আপনার পালা।

আমার এটর্নি ব্রিয়ান তার গলার টাইটাকে একটু হাল্কা করে যেই বক্সে লেলি দাঁড়িয়েছিল সেখানে গেল। তাকে হিংস্র চিতার মত শান্ত মনে হচ্ছিল।

'মি. লেডেছমা আপনি টিভি সাংবাদিক হিসেবে কত দিন ধরে কাজ করছেন?'

'পনের বছর তো হবেই।'

'কোথায় প্রাকটিস করেছেন?'

'নিউইয়র্ক এবং শিকাগোতে।'

'নিকডোচেছে কাজ করেন নি?'

লেলির ভ্রুটা কুঁচকে গেল। তাকে কেমন অস্থির মনে হলো।

'না।'

'সেখানে কখনো গিয়েছিলেন?'

'না।'

ব্রিয়ান একটু মুচকি হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি। যেন সে হাসি দিয়েই লেলিকে কুপোকাত করে দিতে চাচ্ছে।

'মি. লেডেছমা আপনি কি কখনো মিথ্যা বলেছেন?'

'আ হু...'

'হ্যাঁ অথবা না বলুন।'

'না।'

আমার এটর্নি তার মাথাটাকে একটু নাড়িয়ে বিচারকদের দিকে তাকালেন। তার হাতে একটা কলিং কার্ড।

'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ আমি এখন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে একটা ভিজিটিং কার্ড দেখাব। এখানে লেখা আছে ইউলেলিও লেডেছমা গিউটেরেয, প্রেসিডেন্ট এবং সার্ভিস টেকনিশিয়ানস চিফ, কেয়ার মিডিয়া নিকডোচেছ।' ব্রিয়ান কার্ডটাকে লেলির মুখের উপর ছুঁড়ে মারল।

'মি. লেডেছমা এটা কি আপনার ব্যবসায়িক কার্ড?'

'ও প্লিজ।' লেলি বিড়বিড় করে উঠল। হঠাৎ করে তাকে কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল।

BanglaBook.org

ব্রিয়ান তীব্র চোখে লেলির দিকে তাকাল। 'এখন আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করব এটা কি আপনার কার্ড?'

'আমি বলছি না।' লেলি বেশ শক্তভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল।

'ইওর অনার আমি কি এখন এই কার্ডটা যে লেলির সেটা প্রমাণ করার জন্য কাউকে উপস্থিত করতে পারি?'

'আপনি চালিয়ে যান।' বিচারক বললেন।

আমার এটর্নি তার মাথাটাকে নাড়িয়ে কোর্টের পিছনে তাকাল। কোর্টের ডাবল দরোজাটা খুলে গেল। দুজন লোক দরোজায় এসে দাঁড়াল। এর মধ্যে খুব বুড়ো একজন মেক্সিকান মহিলা। তারা যখন সবচেয়ে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তখন এটর্নি লেলির একেবারে কাছে গিয়ে বলল, 'মি. লেডেছমা উনি কি আপনার মা?'

'ঠাট্টা করার চেষ্টা করবেন না।' লেলি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

'লেলি লেলি! আমার লেলি!' বুড়ো মহিলাটা চিৎকার দিয়ে উঠল। একটু জোর কদমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার চেষ্টা করলে তার পা'দুটো একটা টালামাটাল করে সে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। বিচারক ভ্রু কুঁচকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। বুড়ো মহিলাটি তার সহকারীকে ধরে নিজেকে সামলে নিলেন। মহিলাটি চিৎকার করে লেলির গলার স্বর শুনে সেদিকে আসার চেষ্টা করতে থাকল। মহিলাটি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিল তখন ব্রিয়ান তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মিসেস গিউটারেয এটা কি আপনারই ছেলে?'

বুড়ো মহিলাটি তখনো তার পাশের জনের সহায়তায় এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছিল।

'ম্যাম আপনি কি আপনার ছেলেকে চিনতে পারছেন?'

পুরো কোর্টরুমে তখন পিনপতন নিঃশব্দতা। 'লেলো।' মহিলাটি ডাকছে। *'ইউলেলো।'*

কিন্তু লেলি কোন উত্তর দিল না। মহিলাটি বিচারকদের একেবারে কাছে চলে আসলে একজন উকিল তার হাত ধরলে সে বলে উঠল 'লেলি?' কিন্তু আইনজীবী তখন তার হাতটাকে ছেড়ে দিলে সে আরেকজনের হাত ধরে উঠে। এভাবে সে একজনের পর একজনের হাত ধরতে থাকল। তখন বিচারক ভ্রুকুঁচকে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি এই সাক্ষীকে দিয়ে কিছু হবে না।'

তখন আমার এটর্নি বলল, 'ইওর অনার, প্রতিটি মা-ই তার ছেলের গলার স্বরকে চিনতে পারে।'

'লেলি।' মহিলাটি স্টেনোগ্রাফার মেয়েটার হাত ধরল।

বিচারক একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তখন একজন বলে উঠল, 'কাউন্সিল এই

BanglaBook.org

বুড়ো ভদ্রমহিলা চোখে দেখে না।'

আজকের রাতটায় আমার ভালো ঘুম হলো না। আমি বারবার এপাশ ওপাশ করলাম। জিসাসের ভয়ংকর স্মৃতিটুকু বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। পরদিন সকালে আবার যখন চিড়িয়াখানার খাঁচার মত করে আমাকে কোর্টে হাজির করা হলো তখন প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল আমার উপর। ব্রিয়ান ঠিকই যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে চলেছে। বারবার বলছে এটা একটা ফাঁদ। ছেলেটা ষড়যন্ত্রের শিকার। ততক্ষণে সবার দৃষ্টি চলে গিয়েছে লেলির উপর। সবাই বুঝতে পারছে চূড়ান্তভাবে লেলি বন্দি হবে। কোর্টরুমের দান পাল্টে গেছে।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু যখন ঘটে যাচ্ছিল তখন আমার বুকের ভেতর অন্যরকম কম্পন আমি টের পাচ্ছিলাম। জিসাসের কথা বারবার আমার মনে হচ্ছিল। জিসাস আমার মধ্যে একটা ঝড় তুলছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন আমাকে বলছে ভুলে যাও তোমার পারিবারিক সকল গোপনীয়তা, সত্যটা বলে দাও। যা ঘটেছে স্কুলের বাইরে। আর যা তুমি দেখেছ।

আমি এই পৃথিবীটাকে এখনো বুঝতে পারিনি। কীভাবে সব কিছু ঘটছে। কোর্টরুমে ক্যামেরাগুলো আমার উপর চোখ রাখছে। ব্রিয়ান ঘুরে ঘুরে তার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে যাচ্ছে। এক সময় বলা হলো, *'তাকে ছেড়ে দাও।'*

কোর্টরুমে অসংখ্য গুঞ্জন। আমি সেই সব গুঞ্জনকে পাত্তা দিলাম না। আমার মনে হলো কিছু আমাকে বলতে হবে। কীভাবে এই পৃথিবী কাজ করছে। সর্বশেষ আমি উচ্চারণ করলাম, 'মাননীয় বিচারক।'

'হুসসস।' ব্রিয়ান আমাকে বাধা দিল আমি যেন কথা না বলি।

'তুমি বলে যাও ছেলে। কি বলতে চাও তুমি।' বিচারক বলল। 'আমরা কি এই বিচারকার্যটাই আরো চালিয়ে যাব?'

'না স্যার। আমি ভাবছি যেহেতু আমি একটা সুযোগ পেয়েছি সেহেতু আমি সব কিছু সত্যিকার অর্থেই কীভাবে ঘটে সেটা বলতে চাই। তারা শুধু আমাকে এমন কিছু প্রশ্নই করেছে যা আমাকে শুধু মন্দই বানিয়েছে। আমি সেই মর্মন্তুদ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।'

'ইওর অনার।' একজন আইনজীবী বলল। 'আদালত চায় যে এই বিচারের সব কিছু নিরাপদ থাকুক। যদিও এই বিষয় নিয়ে অনেক কাঁদাছোড়া হয়ে গেছে।'

বিচারক বলল, 'আপনি চুপ থাকুন। এই আদলত চায় যে এমন একটা মর্মন্তুদ ঘটনার সত্যটা বের হয়ে আসুক।' বিচারক ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

একটু মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, 'এই ছেলেটাকে শপথবাক্য পাঠ করানো হোক।'

'ইওর অনার।' ব্রিয়ান অসহায়ের মত বলল।

'চুপ থাকুন।' জাজ বলল। তারপর আমার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি যা জানো বলো মি. লিটল।'

আমি লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। তারপর রুটিনমাফিক শপথ নেয়ার জন্য বাইবেলের দিকে গেলাম। আমার যাবতীয় উদ্বেগকে সরিয়ে দিয়ে আমি কথা বলা শুরু করলাম।

'আমি কখনোই কোন ধরনের সমস্যায় ছিলাম না। আমার শিক্ষক মি. নাকলেস এটা জানত। সে আরো জানত কোথায় আমি ছিলাম। আমি সেদিন ক্লাসে ছিলাম না কারণ আমার শিক্ষক সেদিন বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষার জন্য আমাকে একটা মোম আনতে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সে যদি একটু আগেই সবার সাথে কথা বলত তাহলে সেদিনকার এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটত না।'

বিচারক এটর্নিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ সাক্ষীকে এখানে উপস্থিত করা হলো না কেন?'

'তার চিকিৎসক তাকে সুস্থ বলেনি।' ব্রিয়ান বলল। 'এ ছাড়া আমরা নিশ্চিত ছিলাম আমাদের কাছে যে পরিমাণ তথ্য প্রমাণ আছে তা দিয়েই বিচারকার্য শেষ হয়ে যাবে।'

'আমি মনে করি মি. নাকলেসের কথা আমাদের শুনতে হবে।' বিচারক বললেন।

তারপর তিনি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ধারণা সারা পৃথিবীর সবাই মি. নাকলেসের কথা শুনতে চায়।' সে তার হাতটাকে নাড়িয়ে উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বললেন, 'তাকে উপস্থিত করার নির্দেশ দেয়া হোক। প্রয়োজন হলে তার অসুস্থ বিছানার কাছেও আমরা যাব।'

'আপনাকে ধন্যবাদ স্যার।' আমি বললাম।'তবে আরেকটা বিষয় হলো...'

'তুমি তোমার পয়েন্ট বলেছ। এখন আমি আইনবিদকে বলব তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে।'

আমার কাছে মনে হলো আমার এটর্নি রাগে দুঃখে ক্ষোভে ফোসফোস করছে।

উকিল তার মুচকি হাসিটা মুখে ধরে রাখল। তারপর সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'জাজ আপনাকে ধন্যবাদ। ভারনন গ্রেগোরি লিটল কেমন আছেন আপনি আজ?'

'আমি ভালো আছি। আমি শুধু বলতে যাচ্ছিলাম...'

BanglaBook.org

সে তার হাত উঠিয়ে আমার কথার মাঝে বাধা দিল।

'আপনি বলেছেন যে আপনি সর্বশেষ হতাহতের শিকার ষোলজনকে কখনোই দেখেননি। ঠিক আছে?'

'দেখুন আমি আপনাকে আসল কথাটা বলি...'

'হ্যাঁ অথবা না বলুন।'

আমি জাজের দিকে তাকালাম। সে মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ।' আমি বললাম।

'এবং স্কুলেও ঐ সমস্ত হতাহতের শিকারদের আপনি দেখেননি। তারা মারা গেছে বা মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি বলছেন যে ঐ সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি ঐ জায়গায় ছিলেন।'

'হ্যাঁ আসলেই তাই।'

'আপনি বাইবেল ধরে শপথবাক্য পাঠ করে বলেছেন যে আপনি সেই এগারোটা মৃত্যুর সময় ছিলেন। যদিও আপনি ঐসব মৃত্যুগুলো সংঘটিত হতে দেখেননি।'

'আহ! হ।' আমি হিসেব-নিকেশ করতে লাগলাম কি বলা যায়। কি বলা উচিৎ। সত্যটা কি।

'আপনি শপথ করে আরো বলেছেন যে সবশেষ ষোলটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও আপনি দেখেন নি। যদিও তারা সবাই হত্যার শিকার হয়েছিল।' উকিল তার মুখটার উপর দিয়ে একবার হাত বুলালো। তারপর সে বিচারকের দিকে তাকিয়ে হেসে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনার কি মনে হয় না আপনার দৃষ্টি শক্তি এই শহরে বেশ ভালো একটা সমস্যা তৈরি করেছে।'

কোর্টের ভেতর হাসির রোল পড়ে গেল।

'অবজেকশন।' ব্রিয়ান বলল।

'কাউন্সিল আপনি বসুন।' বিচারক ব্রিয়ানের অবজেকশনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন। আমাকে উত্তর দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

'সর্বশেষ যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল আমি আসলেই সেখানে ছিলাম না।' আমি বললাম।

'ছিলেন না? তাহলে কোথায় ছিলেন?'

'ম্যাক্সিকো।'

'ও। ম্যাক্সিকোতে যাওয়ার কি কোন কারণ ছিল?'

'আহ- আসলে আমি একটু পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।'

'আপনি তাহলে তখন পালাচ্ছিলেন।' আইনজীবী তার ঠোঁটটাকে একটু

BanglaBook.org

চেপে ধরল। সে পেছন ফিরে বিচারকদের দিকে তাকাল। তারপর আবার কথা বলা শুরু করল।

'এবার আপনি একটু সহজভাবে সব কিছু বলেন তো। আপনি বলেছেন যে কোন ধরনের অন্যায় থেকে আপনি নিরপরাধ। আর আপনি কখনোই ঐ সমস্ত হত্যাকাণ্ডের কোনটিই দেখেননি। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন যে প্রথম ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন। এবং ঐ দৃশ্য থেকে আপনি হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। আপনি কি এই কথাটা স্বীকার করবেন যে একত্রিশ জন সাক্ষি এই কোর্টরুমে আপনাকে চিহ্নিত করতে পেরেছে যে আপনি পরবর্তীতে হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানোর সময় ছিলেন।'

'অবজেকশন।' ব্রিয়ান বলল। 'এটা অনেক পুরনো খবর।'

'মাননীয় বিচারক।' উকিল বলল। 'আমি শুধু ঘটনার সাথে তার ধারণার বিষয় থেকে সত্যটা বের করে আনার চেষ্টা করছি।'

'অবজেকশন অগ্রাহ্য। প্রশ্নের উত্তর দেয়া হোক।' বিচারক বললেন।

'কিন্তু।'

'প্রশ্নের উত্তর দেয়া হোক। হ্যাঁ অথবা না। এই কোর্টরুমে আপনাকে কি একত্রিশ জন সাক্ষি ঐ ঘটনার সময় আপনার উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত করেছে?'

'আমি মনে করি...'

'হ্যাঁ অথবা না বলুন।'

'হ্যাঁ।'

আমি মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিলাম। আমি খুবই সতর্ক ছিলাম চোখে যেন কোন অস্থিরতা ফুটে না ওঠে।

আইনজীবী কিছুক্ষণ থেমে আবার প্রশ্ন করা শুরু করল।

'চৌত্রিশটি হত্যাকাণ্ড যখন ঘটল আপনি বলছেন যে আপনি তখন সেখানে ছিলেন। কিন্তু এর পরে আপনি কেন পালাচ্ছিলেন?'

'কারণ সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল।' আমি বললাম।

প্রশ্নকারী উকিল আমার কথা শুনে তার হাত দুটো একটু পেছনে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ হাসল। হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বলল, 'চৌত্রিশটি হত্যাকাণ্ডের পরও আমি আপনার কাজকর্মে বিস্মিত হয়নি। যাই হোক আপনি এই বছর মে মাসের বিশ তারিখ মেক্সিকোতে ছিলেন ঠিক?'

'আ হুম। দিনটা ছিল মঙ্গলবার। আর এই মঙ্গলবারই সে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছিল।' আমি বললাম।

BanglaBook.org

'কিন্তু আপনি তো কোর্টকে বলেছেন যে হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি মেক্সিকোতে ছিলেন?'

'আমি এই কিছু দিন আগে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে তার কথা বলেছিলাম।'

'ও আচ্ছা। আপনি তাহলে মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন ঐ সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য। এটাই আপনার গল্প?'

'না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম।'

'আচ্ছা দাঁড়ান। আমি আপনাকে সাহায্য করছি। আপনি এইমাত্র বললেন যে আপনি মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন যখন কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।'

'আ হ্যাঁ।'

'মেক্সিকোতে যাওয়ার আগে আপনি কোথায় ছিলেন?'

'বাড়িতে ছিলাম।'

'যেটা এমুছ কিটারের সম্পত্তি। ঠিক।'

'জ্বি সেরকমই।'

'বেরিগুরির লাশটা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?'

'অবজেকশন।' আমার এটর্নি বলল।

'ইওর অনার। আইনজীবী বলল। 'আমরা শুধু প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে সে পালানোর আগেই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছিল।'

'ঠিক আছে এগিয়ে যান।' বিচারক বললেন।

আইনজীবি ঘুরে আমার দিকে তাকালেন।

'আমি এখন যেটা বলতে যাচ্ছি তা হলো আপনি বন্দুকধারী জেসাস নাবারোর সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলেন। তাকে ভালোভাবে চিনতেন। ঐ সতেরটা হত্যাকাণ্ডের সময় আপনি ঐ দৃশ্যের কাছাকাছি ছিলেন। আপনি তাদের সকলকেই চিনতেন। প্রথমবার যখন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন আপনি শেরিফের অফিস থেকে পালিয়ে ছিলেন। তারপর আবার যখন আপনাকে ধরা হলো আর আপনি জামিনে মুক্তি পেলেন তখন আপনি মেক্সিকোতে পালিয়ে গেলেন। এখন আপনিই বলেন এই সবগুলো মানুষকে কি আপনিই হত্যা করেন নি?'

'না আমি কখনোই সেটা করিনি।'

'আমি বলছি আপনিই তাদের খুন করেছেন আর এই অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ভুলে গেছেন।'

'না।'

'আপনি কি আসল সংখ্যাটা ভুলে যাননি?'

'আমি তাদের হত্যা করিনি।'

আইনজীবি তার ঠোঁটটা চেপে ধরে ফোঁস ফোঁস নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়ল।

BanglaBook.org

'আপনার পুরো নামটা বলেন দয়া করে।'

'ভারনন গ্রিগরি লিটল।'

'আপনি মেক্সিকোর ঠিক কোন জায়গাটাতে ছিলেন।'

'গিউরিরোতে।'

'কেউ কি আপনার সাথে ছিল?'

'হ্যাঁ। আমার বন্ধু পিলাইউ।'

'ও সেই ট্রাকচালক। যে সমুদ্রের পারের কোন একটা গ্রামে থাকত।'

কথা শেষ করে আইনজীবি তার টেবিলের উপর ঝুঁকে কতগুলো কাগজ নিল। তারপর সেটা পড়ল।

'পিলাইউ নামের লোকটার আসল নাম হচ্ছে গারছিয়া মেকেরো।' এতটুকু পড়ে উকিল পুরো কোর্টরুমের সকলের দিকে বিস্তৃতভাবে তাকাল। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

তারপর বলল, 'মি. গারছিয়া মেকেরিও দাবি করেছেন যে তিনি তার জীবনে শুধুমাত্র একজন আমেরিকানের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে ছিল একজন রাখাল। উত্তর মেক্সিকোর একটা মদশালায় তার সাথে দেখা হয়েছিল। সে তার ট্রাকে করে ঐ আমেরিকানকে দক্ষিণ মেক্সিকোয় নিয়ে গিয়েছিল। সে বলেছে ঐ আমেরিকানের নাম হলো ডেনিয়েল নেইলর।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

একুশ

আজকের এই চৌদ্দ নভেম্বরে জীবন আমার কাছে দু সপ্তাহের মাছির জীবনের মত অদ্ভুতভাবে উপস্থিত হয়েছে। সর্বশেষ আমি যে খবরটা শুনলাম তা হলো মি. নাকলেসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পাঁচ দিনের মধ্যে প্রমাণ হিসেবে তাকে উপস্থিত করা হবে। পর্যবেক্ষকরা বলছে একমাত্র সেই আমাকে এখন রক্ষা করতে পারবে।

তাকে আমি সর্বশেষ কবে দেখেছিলাম সেটা মনে করার চেষ্টা করছি। সময়টা ছিল এই বছরের বাইশে মে।

'যদি না তুমি কোন কিছু ঘটতে দেখ তাহলে কিছুই ঘটবে না।' আমার বন্ধু ও সহপাঠি জিসাস আমাকে বলেছিল।

'যেমন একটা শব্দ হবে অথচ লোকে তোমাকে দেখে বুঝবেই না তুমি কিছু উচ্চারণ করছ।' আমি বললাম।

'ভারন বাদ দাও। এই সব কিছু ভুলে যাও।' জিসাস বলল। হাতে একটা ছুরি ধার দিতে দিতে তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে সে কথাগুলো বলেছিল। জীবনে অনেক বড় কিছু, সেটা যেমনই হোক না কেন জিসাসের করার ইচ্ছা ছিল। তাই ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ওর স্বভাব সুলভ একটা লোভ ছিল। সে যদিও কোন খেলুড়ে তারকা ছিল না। ওর বিষয়ে আমাকে ভুল বুঝো না। সে ব্যক্তিগতভাবে খুব চটপটে। আমি অনেক মানুষ দেখে অনেক কিছু পর্যালোচনা করে একটা বিষয় বুঝতে পেরেছিলাম জিসাস খুব নরম মনের মানুষ।

মঙ্গলবারের সেদিন সকালের ক্লাসটা ছিল পিজার চুলার মত গরম। সূর্যের আলো জানালা গলে ভিতরে ঢুকে ক্লাসটাকে আরো গরম করে দিচ্ছিল। জিসাস তার টেবিলে বসে একদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়েছিল। তার পিঠটা রোদে পুড়ছে। তার কাছে তখন চকচকে একটা ছুরি ছিল।

'জিসাস তোমার পাছাটা তো পুড়ে ভর্তা হয়ে যাচ্ছে।' মেক্স লেচুগা বলল। সে ক্লাসে মোটাসোটা গাট্টাগোট্টা একটা মাদারচোত। সত্যি করে বলছি ও অনেক মোটা।

BanglaBook.org

'গতকাল রাতে জিসাসের পাছার আগুন নেভাতে গিয়ে চারজন দমকল কর্মী মারা গিয়েছিল।' ও বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করল জিসাসকে বিরক্ত করতে। তারপর সে আমার কাছে আসল।

'কি ভারনন আজ সকালে কোন আকাম-কুকাম করেছ নাকি।'

'লেচুগা যাও বসে বসে কারো পাছা চাটো।' আমি বললাম।

'আসো তুমি আসো।'

'যা ভাগ। আমি কোন সমকামী না বেটা মোটা পাছা।'

স্কুল অবশ্য কখনোই তোমাকে এই জাতীয় নোংরা কথা শেখাবে না। বরং সব সময় তোমাকে শেখাতে থাকবে সুরিনামের রাজধানির নাম কি, এটা কি, সেটা কি এই সব।

'কে বিজ্ঞানকে ভালোবাস সে সামনে আসো।' আমাদের শিক্ষক মি. নাকলেস হাতে চক আর ডাস্টার নিয়ে ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। মি. নাকলেস একমাত্র ব্যক্তি যে সব সময় সুতির প্যান্ট পরে ক্লাসে আসে।

'কে মোম আনার কথা মনে করেছিল?' মি. নাকলেস বললেন। তখনই আমি আমার জুতোর দিকে তাকালাম। বুঝতে পারলাম সেটাকে বাঁধতে হবে। লেচুগা তার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ধারণা জিসাস তার মোমটা ব্যবহার করে শেষ করে ফেলেছে স্যার।'

ক্লাস জুড়ে একটা হাসির গুঞ্জন শোনা গেল। নাকলেশ একটু কঠোর হয়ে বলল, 'মেক্স তোমাকে কথাবার্তায় আরেকটু সর্তক হতে হবে।'

'আপনি তো জিসাসের মোমটা কখনোই ধরতে চান না।'

'এটা কোথায় আছে বলে তুমি মনে করো?'

'এটা আছে জিসাসের পাছার মধ্যে।'

মেক্স লিচুগার কথা শুনে ক্লাসে একটা বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

ডানা দাঁড়িয়ে বলল, 'মি. নাকলেস আমরা এখানে কিছু শিখতে এসেছি। কিন্তু যেসব কথাবার্তা হচ্ছে সেটাকে তো আর শিক্ষা বলে না।'

'জ্বি স্যার।' চারলোট ব্রিসটার বলল।

মেক্স লিচুগা তার চেহারাটাকে নিচু করে বলল, 'ধেত তোমরা কিছু বোঝো না। আমি তো শুধু মজা করছিলাম।'

'তুমি জিসাসকে জিজ্ঞাসা করো সে তোমার বিরক্তিকর কথায় কোন মজা পাচ্ছে কি না?'

'স্যার আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখছি আপনি জিসাসের পক্ষে কথা বলছেন।'

মি. নাকলেস কিছুটা বিরক্তি আর ক্রোধের চোখে মেক্স লিচুগার দিকে তাকাল।

এর মধ্যে জিসাস তার টেবিল থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ক্লাসরুম

BanglaBook.org

থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ক্লাস ক্যাপ্টেন লোরি ডোনারও তার পিছু পিছু ছুটল।

নাকলেস একবার শুধু ঘুরে বলল, 'লোরি, জিসাস!'

ক্লাসের ধারাবাহিক সুরটা নষ্ট হয়ে গেল। মেক্স লিচুগা জানালার পাশে তার টেবিলে বসে কম্পিউটারের স্কিন সেভার একের পর এক পাল্টাতে লাগল। ছবিগুলো ছিল জিসাসের নেংটা ছবি। সেগুলোই সে কম্পিউটারের স্ক্রিনে রাখতে থাকল।

মি. নাকলেস হল রুম থেকে বের হয়ে আসলেন। আমিও তার সাথে সাথে বের হয়ে আসলাম। তিনি কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখেননি সেখানে কি ঘটছে। আমি মি. নাকলেসকে বললাম, 'স্যার আমি জিসাসকে খুঁজে নিয়ে আসি?'

'না তার দরকার নেই। তুমি এই নোটগুলি নিয়ে ল্যাবে যাও। আর আমার জন্য একটা মোম খুঁজে নিয়ে এসো।'

আমি নোটগুলো তার টেবিল থেকে নিয়ে বাইরে চলে আসলাম। বের হয়ে দেখি বারান্দায় জিসাসের লকারটা খুলে আছে। তার খেলার ব্যাগটা ভেতরে নেই।

মি. নাকলেস আবার ক্লাসে ঢুকে গেলেন। তিনি লিচুগার সাথে খোশগল্পে মেতে উঠলেন।

আমি বাইরে বের হওয়ার পর লরি ডোনার সাথে দেখা হলো। সে আমাকে বলল, 'জিসাস তার বাইকটা নিয়ে চলে গেছে। আমি জানি না সে কোথায় গেছে।'

'আমি জানি।' আমি বললাম।

আমার মনে হলো লরি আমার কথায় একটু স্বস্তিবোধ করছে। জিসাসের প্রতি লরির একটু সমবেদনা আছে। আমি এখনো বুঝতে পারছি না অভিমানি এই জিসাসকে আমি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব। জিসাস প্রচুর টিভি মুভি দেখে। তাই সে বড় বেশি এগ্রেসিভ। অভিমানি। নাটকে।

'লরি জিসাসকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। তুমি আমার বিষয়টা দেখো। আমি যাচ্ছি।'

'আমি স্যারকে কি বলব?'

'কিছু একটা বলো। আর বলো যে আমি মাথা ক্লাসে ফিরে আসছি।'

সে আমার হাতের একটা আঙুল ধরে বলল, 'ভারনন, জিসাসকে বলো আমরা যদি একসাথে রুখে দাঁড়াই তাহলে যে কোন বিষয় পরিবর্তন করে ফেলতে পারব। তাকে বলো...' লরি কাঁদতে শুরু করল।

BanglaBook.org

আমি যখন দৌড়ে লরি থেকে পনের গজ দূরে চলে এসেছি তখন আমার মনে হলো যে আমার হাতে নাকলেসের নোটশিটগুলো আর একটা মোম রয়েছে! যেহেতু বের হয়ে এসেছি তাই আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না। আমি পেছনের পকেটে সেগুলো রেখে দৌড়াতে লাগলাম।

কিটারসের দিকে যখন রওনা দিচ্ছিলাম তখন প্রচণ্ড গরম। সত্যিকার অর্থেই চারপাশে গরমের উত্তাপে আন্ডারওয়ের একটা উষ্ণ ভাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। তোমরা আবার আমাকে ভুল বুঝ না। আমি বাইকে করে কিটারসের রাস্তা ধরে এগুচ্ছিলাম। ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত ছিলাম আমি। ময়লা জঞ্জাল আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমি ঠিকই রাস্তা খুঁজে বের করলাম। জিসাস নিশ্চয়ই কিটারসের ঝোপের ভেতর আমাদের আড্ডাখানায় আছে। সর্বশেষ ঝোপটা আমাকে চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরল আমি যখন হাঁটুগেড়ে আমাদের গোপন আড্ডাখানার গুহার ভেতর ঢুকছিলাম। আমি বেশ অবাক হলাম যখন দেখলাম জিসাস সেখানে নেই। এমনটা হবার কথা নয়। তার রাইফেলটা নিয়ে এখানেই থাকার কথা।

আমি গুহার আরো ভেতরে গোপন একটা কুঠুরিতে যেখানে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা থাকে সেটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। সেখানে আমার বাবার রাইফেলটা আছে। কিন্তু জিসাসেরটা নেই। আমি জঙ্গলের চারপাশে ভালভাবে তাকিয়ে জিসাসের চলে যাওয়ার চিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ করে পায়ের শব্দ শুনে একটু দূরে তাকিয়ে আমি জিসাসকে দেখতে পেলাম। চিৎকার করে তাকে ডাকলাম। কিন্তু জিসাস আমার ডাক শুনল না। সে তার স্পোর্টস ব্যাগটা নিয়ে স্কুলের দিকে রওনা দিল। আমার শরীরে আবার নতুন করে রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো। আমি কি মনে করে পকেটে হাত দিয়ে মি. নাকলেসের দেয়া হ্যান্ড নোটটা বের করলাম। সেটাকে আমার প্রয়োজনীয় মনে না হওয়ায় আমি নোটটা গুহার ভেতর রেখে বাইরে বের হয়ে আসলাম।

স্কুলে ফিরে যাবার জন্য যখন বাইকে চড়ে বসলাম তখন বুঝতে পারছিলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম দু পাশ দিয়ে দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, আর সামনে আসছে অন্ধকার রাত।

ম্যাথ ক্লাসটা আমার আর করা হলো না।

স্কুলে পা দিয়েই আমি বুঝে গেলাম কিছু একটা হয়েছে। এর পরিবেশটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। চারদিকের দৃশ্য দেখে আমার মাথাটা অসাড় হয়ে আসছিল। আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না।

কতগুলো ভাঁজ করা কাপড় আমি দেখতে পেলাম জিমনেশিয়ামের ছায়ার

BanglaBook.org

মধ্যে পড়ে আছে। সেখানে জিসাসের শর্টসটাও দেখতে পেলাম। কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে জিসাসের স্পোর্টেস ব্যাগটা। আমি ব্যগটাকে তুলে নিলাম। ব্যাগের ভেতরটা সম্পূর্ণ খালি। আমার চোখ দুটি নিচু করে ফেললাম। যা ঘটে গেছে আমি সেটা দেখতে চাইছিলাম না। বারান্দার দিকে আমি ভুলেও তাকানোর সাহস পাচ্ছিলাম না। সেখানে ষোলটা মৃতদেহ পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অবস্থায়।

'সে আমার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লরিকে...'। এক কর্ণারে কুঁজো হয়ে বসে নাকলেস অপ্রকৃতস্থের মত কথাগুলো বলছিল।

'সে বলেছিল তাকে যেন কেউ অনুসরণ না করে। কারণ আরেকটা বন্দুক কিটারসে লুকানো আছে...'।

জিসাসের ছয়টা আঙুলের কোন একটা বিশ্বা সহাতকতা করেছিল। তাই সে হত্যাকাণ্ডের সময় তার আরেক বন্ধু লরি ডোনারকেও গুলি করে বসেছিল। আমি ভালো করে লক্ষ্য করে স্কুলের মূল দরোজার দিকে তাকিয়ে দেখি জিসাস লরার ছিন্ন ভিন্ন দেহটার উপর ঝুঁকে আছে। তার চোখেমুখে কেমন কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি। আমি এই জিসাসকে আগে কখনো দেখিনি।

আমি নাকলেসের কাঁধে হাত রাখলাম। কিন্তু সে ক্রুদ্ধভাবে আমার হাতটা সরিয়ে দিল। আমি বুঝতে পারলাম না কেন সে এমনটা করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি সে একদৃষ্টিতে স্পোর্টস ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাগটার ভেতর গুলি আর জিসাসের বন্দুকটা ছিল। ব্যাগটা এখন আমি আঁকড়ে ধরে আছি আর মি. নাকলেস সেদিকে তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

বাইশ

নাকলেস যখন সিঁড়ি বেয়ে কোর্টের হলরুমে ঢুকছিল তখন তাকে খুব সাদা আর বিমর্ষ লাগছিল। তার মাথার গুচ্ছ চুলগুলো মনে হলো হাল্কা হয়ে গেছে। তাকে দেখলেই তুমি বলতে পারবে সে খুব নার্ভাস আর অস্বস্তিতে আছে।

'মেরিওন নাকলেস।' আইনজীবী বললেন। 'কোর্টরুমে আপনি ভারনন গ্রেগরি লিটলকে চিনতে পারছেন?'

নাকলেস তার চোখ দুটিকে কোর্টরুমের চারদিকে ঘোরাল। তারপর তার চোখ পড়ল আমার খাঁচার উপর। তখন সে ঝড়ের গতিতে তার আঙুলটা আমার দিকে তুলে ধরল।

'এখন প্রমাণিত হলো মি. নাকলেস অভিযুক্ত ছেলেটিকে চিনতে পেরেছে। মিস্টার নাকলেস এই বছরের বিশ মে মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে এগারোটার মাঝে যে ক্লাসটা হয়েছিল আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন যে সে ক্লাসে আপনিই ভারননের শিক্ষক ছিলেন?'

উদভ্রান্তের মত নাকলেসের চোখ চারদিকে ঘুরতে লাগল। তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। তারপর সে যে বক্সে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিল তার রেলিং এর উপর ঝুঁকে পড়ল।

'ইওর অনার। আমি অবশ্যই এর বিরোধিতা করছি। মি. নাকলেস স্বাক্ষী দেয়ার মত অবস্থায় নেই।' আমার এটর্নি ব্রিয়ান বলল।

'হুসস।' বিচারক বললেন। তিনি নাকলেসকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিলেন।

'আমি সেখানে ছিলাম।' নাকলেস বলল। তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। সে কাঁদতে শুরু করল।

বিচারক উকিলের দিকে আঙুল তুলে বলল, মূল কথায় চলে আসুন।

'মেরিওন নাকলেস আপনি কি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন যে ঐ সময় আপনার নিজের হাতের লেখা কিছু নোটস আপনি ভারননকে দিয়েছিলেন। আর তাকে এইগুলোসহ কোন কাজে ক্লাসের বাইরে পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' নাকলেস অস্বাভাবিকভাবে মাথা নেড়ে বলতে লাগল।

BanglaBook.org

'তারপর কি ঘটল?'

নাকলেস রেলিং এর উপর মুখ বিকৃত করে শব্দ করে বলতে লাগল, 'জিসাসের ভালোবাসাকে ঘৃণা করা হলো। পৃথিবী থেকে তার কাজ কে মুছে ফেলা হলো...

'ইওর অনার, অনুগ্রহপূর্বক সাক্ষীকে চাপাচাপি করবেন না। সে অসুস্থ।' ব্রিয়ান চিৎকার করে বলে উঠল।

'সব কিছুই রক্তের বুদবুদে ডুবে গেল।'

জেরাকারীর উকিলের মুখটা ঝুলে গেল এই কথা শুনে। সে চিৎকার করে বলল, 'কি ঘটেছিল, কি ঘটেছিল এরপর। ভরন লিটল আসলে সেই সময় কি করেছিল?'

'সে তাদের সবাইকে হত্যা করেছিল। সবাইকে...'

নাকলেশ প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর নেকড়ের মত চিৎকার করা শুরু করল। কোর্ট সেদিনের মত মূলতবি ঘোষণা করা হলো।

শুক্রবার নভেম্বরের একুশ তারিখ দিনটা খুব ধোঁয়াটে আর কুয়াশাচ্ছন্ন। মনে হচ্ছে বাতাসে সেদিন পরিষ্কার কিছু একটা বের হয়ে আসবে। আমি দেখলাম বিচারকের সহকারি তার চোখে চশমা দিয়ে কতগুলো কাগজ বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। মা আজ কোর্টে আসতে পারেনি। কিন্তু পেম ভেইন গুরি আর জর্জেট পোরকরনিকে সাথে নিয়ে কোর্টে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভেইন ভ্রু কুঁচকে রেখেছে। জর্জস তার ঠাণ্ডা চোখ দিয়ে কোর্টরুমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। সে অন্যমনস্কভাবে কিছু একটা ভাবছিল। কিছুটা কাপতে ছিল জর্জ। তার চোখের সাথে যখন আমার চোখাচোখি হলো তখন সে চোখ দিয়ে যেন বুঝিয়ে দিল খুব শিগগির আমরা অন্তরঙ্গ একটা ভোজে একত্রিত হবো।

'মি. ফোরমেন বিচারক কি কোন রায় পাঠিয়েছেন?'

'আমাদের কাছে সেটা আছে স্যার।'

কোর্ট কর্মকর্তা প্রথম চার্জটা বিচারককে পড়ে শুনালেন।

'অভিযুক্তকে আপনি দোষি পেয়েছেন নাকি নির্দোষ পেয়েছেন?'

'নির্দোষ।' ফোরমেন বলল।

'দ্বিতীয়ত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে যেটা টেক্সাসে ঘটেছে সেখানে আপনি কি তাকে দোষি পেয়েছেন না নির্দোষি?'

'নির্দোষি।'

আমার আত্মা কাঁপতে লাগল যখন শুনতে পেলাম পঞ্চম অভিযোগেও সে নির্দোষ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, এগারোতম...সতেরতম সে নির্দোষি। বিপক্ষের আইনজীবীর চেহারাটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার এটর্নি বেশ গর্বের

BanglaBook.org

সাথে তার চেয়ারে বসেছিল।

'আঠারোতম হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে যেটা বেরি ইনোচগুরির বিষয়ে যে হত্যাকাণ্ডটা টেক্সাসে সংঘটিত হয়েছিল সেখানে ভারনন কি দোষি না নির্দোষ?

'নির্দোষ।' সহকারি বলল।

তারপর অফিসার আমার স্কুলের বন্ধুদের দুর্ঘটনার বিষয়টা নিয়ে আসল। সমস্ত পৃথিবী যেন দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। সে রায়ের দিকে একবার তাকিয়ে সহকারির দিকে তাকাল।

সহকারি চোখ দুটি একবার উপরের দিকে উঠিয়ে আবার নিচে নামিয়ে আনল।

'দোষী।'

সে এই কথাটা বলার আগেই আমি বুঝতে পারছিলাম আমার শরীরের সব কিছু সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আসছে। আলোগুলো নিভে আসছে। আমি বুঝতে পারছিলাম খুব ছোট একটা মানুষ আমার আত্মার একেবারে নিচে বসে আছে। একটা খোলা বাতির নিচে ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে বসে প্লাস্টিকের বাটিতে করে মদ খাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারলাম সে অবশ্যই আমার দেহরক্ষি।

আমি বুঝতে পারলাম সে আর কেউ না। আমি নিজেই।

BanglaBook.org

পর্ব পাঁচ

বিরক্তিকর যাতনা

তেইশ

ডিসেম্বরের দুই তারিখ আমাকে লিথেল নামক বিষাক্ত ইনজেকশান দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় দেয়া হলো।

ক্রিস্টমাসের সময়ে আমি একজন মৃত্যুপথযাত্রী বালক। সত্যি করে বলছি ব্রিয়ান ডেনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন আমার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিভি মুভিতে আসল ব্রিয়ানকে দেখানো গেল না। কারণ ব্রিয়ান কখনোই তার কোন মামলায় হারেনি। আমি অবশ্য আপিল করলাম। আপিলের ভেতর দিয়েই আসল সত্যটা বের হয়ে আসবে। আর নতুন আপিলের নিয়ম অনুযায়ী আমি সম্ভবত মার্চে বের হয়ে আসব। কারণ নীতিনির্ধারকরা নিয়ম করেছে যে নিরপরাধ কেউ বছরের পর বছর বন্দি থাকতে পারবে না। আমার জন্য একমাত্র খবর হলো যখন আমার রায় দেয়া হয় সে সময় আমার ওজন বিশ পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল।

সময়ের আবর্তে আমার জীবনটা স্থির হয়ে ঝুলে আছে।

আমার বিচারকার্য থেকে শুরু করে রায় পর্যন্ত এবং রায়ের বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব কিছু টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল লেলি। তার সাথে সহায়তা করছে টেইলর ফিগারিও। টেইলরকে আজ টিভিতে সেই সূত্রধরে একটা অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে। তার মুখমণ্ডল চোখ সব কিছু চকচক করছিল। টিভি এই সমস্ত লোকগুলোকে বড় বেশি অদ্ভুত বানিয়ে দেয়। তার প্রসস্ত হাসিটুকু দেখে মনে হচ্ছে কোন পুতুল হাসছে। তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল সে কিছু একটা পড়ে মুখস্থ করে তারপর হড়বড়িয়ে সে সব কিছু বলছে। সে আমার বিষয়ে গুছিয়ে কিছু একটা লেখা পড়ে মুখস্থ করে টিভি পর্দার সামনে এসেছে।

'তারপর যখন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দিনটি চলে আসবে।' সে বলল। 'তখন দর্শনার্থিসহ সবাই ঠিক পাঁচটা পঞ্চান্নতে উপস্থিত হবে মূল করিডোরে। অভিযুক্তকে তার সবশেষ খাবার দেয়া হবে দুপুর তিনটা ত্রিশ থেকে চারটার মধ্যে। তারপর ছয়টার আগ পর্যন্ত কিছুটা সময় নিয়ে তাকে গোসল করার সুযোগ দেয়া হবে এবং নতুন কাপড় পরানো হবে।'

BanglaBook.org

টেইলরের কথা শুনতে শুনতে আমার মাথায় অদ্ভুত সব ভাবনার বুদবুদি উঠছিল। আমি ভাবছিলাম সবশেষ খাবারটা নিশ্চয়ই পেম আমাকে খাইয়ে দিবে।

'ঠিক ছয়টার পর তার সেল থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা হবে।' টেইলর বলল। 'তারপর তাকে রাখা হবে রায় যেখানে বাস্তবায়ন করা হবে সেই রুমে। সেখানে তাকে একটা বেঞ্চে বাঁধা হবে। একজন মেডিকেল অফিসার এসে সেলাইনের মাধ্যমে তার শিরায় যেন কিছু ঢুকানো যায় সে জন্য তার শিরা বের করে সেখানে নল ঢোকানোর ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা এই সব দেখতে পাবে। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে সর্বশেষ কথা বলার জন্য নির্দেশ দিবেন...'

তারপর আমার বেশ কিছু স্থির ছবি দেখানো হলো। আমার সেল যেখানে আমি আছি সেই রুমের একপাশ থেকে শুধুমাত্র আমার মুখটুকুর ছবি, আমার সেলের চেয়ার, তারপর ইলেক্ট্রিক চেয়ারসহ আরো অন্যান্য অনেক কিছুই দেখানো হলো। যেমন আমার টাওয়েলসহ ভেইনগুরি যে ছোট্ট টিভিটা আমাকে দিয়েছিল সেটাও বাদ পড়ল না।

আমি বসে বসে টিভিতে এই সব দেখছিলাম। তারপর চ্যানেল পাল্টে চলে গেলাম অন্য জায়গয়। সব জায়গায়ই আমার বিষয়ে আলোচিত হচ্ছিল। এখানে এসে দেখলাম টক শো হচ্ছে। সেখানে অংশগ্রহণ করছে আমার প্রাক্তন এটর্নি আবডিনি।

'আসলে আইনজীবীরা ঠিকমত বিষয়টাকে তদন্ত করতে পারেনি। আরো অনেক কিছু গোপন আছে যেটা তদন্তের মাধ্যমে কোর্টে বেরিয়ে আসবে।' আবডিনি আয়োজকদের একজনকে বলল।

'ভারনন লিটলের আপিল এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কথাটা কি ঠিক?' কেউ একজন আয়োজকদের প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ এটা চলছে। তবে অত সুষ্ঠভাবে না।' একজন মহিলা উত্তরে বলল।

'পুলিশ অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্রগুলো কখনোই খুঁজে পাবে না।' আবডিনি তার কথা চালিয়ে যেতে থাকল।

আমি লাফিয়ে অন্য আরেকটা চ্যানেলে চলে গেলাম।

অন্য আরেকটা শোতে একজন রিপোর্টার লেলির সাথে কথা বলছে।

লেলি বলছে, 'দেখুন সংবাদ প্রচার করা অর্থনৈতিকভাবে একটা অলাভজনক কাজ। যেখানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন নিম্নমুখি সেখানে কিছু করদাতার মোটা অংকের টাকায় অসম্ভব কিছু অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কথা হলো এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সৎ বিচারগুলো যে এর প্রেক্ষিতে সংঘটিত হচ্ছে সেটা দেখানো।'

BanglaBook.org

'তাহলে আপনারা কি মনে করছেন যে বন্দির রায় বাস্তবায়নের সংবাদটুকু সরাসরি রাষ্ট্রের উচিৎ আপনাদের কাছে বিক্রি করে দেয়া যাতে করে আপনারা সেটা সবার সামনে প্রচার করতে পারেন। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি বন্দির জীবনের শেষ ব্যক্তিগত সময়টুকুকেও আপনারা হরণ করতে চাচ্ছেন?'

'না ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। দেখুন সমস্ত কার্যক্রমই সম্প্রচার করা হয়। আমরা শুধুমাত্র আইনের সুষ্ঠধারাটিকে প্রচার করতে চাচ্ছি। এতে কি হয় অন্যায়ের অনুপাত কমে যায়। আইনের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা বাড়ে। সমাজের সুষ্ঠ অধিকারটুকু ফিরিয়ে দেয়া হয়।'

'এখানে কি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। সেটাও হচ্ছে। আমরা এখানে শুধু রায় বাস্তবায়ন নয়, আমরা আইনের আসল বাস্তবতাটুকু নিয়েও চিন্তাভাবনা করছি। যেখানে জনগণ একজন বন্দি অপরাধির পুরো জীবনটুকু দেখবে এমনকি তার মৃত্যুদণ্ড হলে সে রায় বাস্তবায়ন পর্যন্ত। দর্শক সরাসরি বন্দির সাথে কথা বলতে পারবে। ফলে একজন সাধারণ মানুষ অপরাধির বিষয়ে এবং তার চরম দণ্ডের বিষয়ে নিজেকে ঝালাই করে নিতে পারবে। শুধু তাই নয় সারা বিশ্ব থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লোকজন ভোট দিয়ে একজন অপরাধির রায়ের বিষয়ে মতামত দিতে পারবে। এর পরের ধাপেই আপনি সত্যিকারের গণতন্ত্রের একটা রূপ দেখতে পাবেন।'

আমি টিভি বন্ধ করে দিলাম। এই সব দেখে আমি ভাবছিলাম কীভাবে টাকা তৈরি হয়। টাকা আসলে বাতাসেই ভেসে বেড়ায়। এখন ইন্টারনেট দর্শনার্থীরা বন্দির সেলরুম পছন্দ করতে পারবে। কোন বন্দি কি অপরাধ করেছে তার ভিত্তিতে ভোট দিয়ে তার কি ধরনের শাস্তি হওয়া উচিৎ সেটা নির্ধারণ করতে পারবে। সাধারণ লোকজন ফোনে কিংবা ইন্টারনেটে ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত দেবে কার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে এরপর। তার মানে আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকব ততক্ষণ দর্শকরা একটা উত্তেজনায় থাকবে। ততক্ষণই দর্শকরা আনন্দ পেতে থাকবে। আমি শুনলাম একজন বন্দি বলছে এটা হবে জীবনের সত্যিকারের অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয়।

আমি সেলের ভেতর বসে বসে আমার কাছের মেটাল বল দিয়ে দেয়ালে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলতে লাগলাম। এই সময় জন নামের একজন গার্ড সেলের সামনে আসল। তার হাতে একটা ফোন। সেল ফোনটা লেলি যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তার জন্য উপযুক্ত একটা উপকরণ। আমি জনসের কাছ থেকে ফোনটা নিলাম।

'হ্যাঁলো?'

'হ্যাঁ কি খবর।' মা বলল। 'আমি বুঝতে পারছি না টিভিতে লেলির সাথে কে কথা বলছে...'

BanglaBook.org

'তার সাথে কে কথা বলছে না বলছে এটা আমার কাছে কোন বিষয় না।'

'শোন লোকজন এখন তোমার বাবার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। তারা কৌতুহল দেখাচ্ছে। তার বিষয়ে নানা ধরনের গুজবধরনের কথা বলছে।'

'বাবার বিষয়ে?'

'হ্যাঁ তোমার বাবার বিষয়ে। কারণ তুমি তো জানো তার মৃতদেহটা পাওয়া যায়নি।'

'মা আমি যখন বের হয়ে আসব তখন দেখবে সব কিছু পাল্টে গেছে।'

'ভারন আমি এখন রাখি। পেম এবং ভেইন চলে আসছে। পেমের প্যান্টের চেইনটা আমি এখনো লাগাতে পারিনি।'

মা ফোন রেখে দিলেন।

আমি মেটাল বলটা দিয়ে আবার খেলা শুরু করলাম। পাশের সেলের টিভি থেকে টেইলরের গলার স্বর ভেসে আসছে। কিন্তু আমি সেদিকে কান দিলাম না। টুক টুক শব্দ করে খেলতে লাগলাম।

'জিসাস লিটল। তুমি পুটকি মারা খাও। তোমার এই আচোদা শব্দটা কি বন্ধ করবে।'

আমি মন দিয়ে ওর কথা শুনলাম। এমনিতে ও খুব ভদ্র ছেলে। আসলে আশেপাশে যারা আছে তারা সবাই ভদ্র এবং শান্ত। তারা পরিকল্পনা করেছে যে তারা যখন স্বর্গে যাবে তখন এক সাথে মদ, মাংসসহ আরো অন্যান্য অনেক কিছুই খাবে। যাই হোক আমি ওদের দিকে খুব একটা মনোযোগ দিলাম না।

'ভারনন লিটল মাদারচোত তুই তো এখন পায়খানা চেটে চেটে খেতে যাচ্ছিস।' একজন বন্দি চিৎকার করে বলতে লাগল।

'এই তোমরা চুপ করো। একটু শান্ত হও।' গার্ড জন বলল।

'জন, আমি শপথ করে বলছি ভারন যদি ওর বল খেলাটা বন্ধ না করে তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

'ঠিক আছে তুমি চুপ করো। ছেলেটাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তোমরা হয়ত জানো ওর আপিলের আবেদনটা ঝুলে আছে। ভরন তোমার ক্ষমার দিন আসছে।'

জন হাসল। ওর সাথে সাথে আমিও হাসলাম।

'জন আমি তোমাকে হাসির কথা বলছি না।' বন্দি বলল। 'এই মাগিরপুত সারা দিন রাত বলটা দিয়ে টুক টুক করে দেয়ালের সাথে খেলছে। এই পিচ্চিটার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি ওকে পুরোহিত লেসেলার সাথে কিছুক্ষণ রাখো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ওর সেটা দরকার হবে না। কারণ ওর আপিলের সময় হয়ে গেছে।' জন বলল।

BanglaBook.org

'তোমার আপিলের আমি পুটকি মারি ভরন। তোমার পাছা দিয়ে যদি বাঁশ না ঢোকাচ্ছি।' পাশের সেলের বন্দি চিৎকার করে বলল।

'হেই।' জন চিৎকার করে উঠল। 'তোমাকে কি বললাম শুনতে পাওনি। এখন চুপ করো। একটু শান্ত হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করো। এই ছেলেটাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'জন খোদার দোহাই লেসেলার সাহায্য ওর খুব দরকার। ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের আগে প্রস্তুতি হিসেবে এই কাজটা করতেই হবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে। এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও।'

আমি সত্যিকার অর্থেই শান্ত ছিলাম।

পরদিন সকালের নাস্তা শেষ করার পর একজন গার্ড এসে আমাকে সেলের বাইরে নিয়ে গেল।

'হ, হ, তুই যা। জলদি যা।' একজন বন্দি চিৎকার করে আমাকে বলছিল যখন আমি করিডোর ধরে এগুচ্ছিলাম।

আমি যে টাওয়ারে ছিলাম তার সর্বশেষ তলারও অনেক নিচে বেশ কিছু সিঁড়ি বেয়ে আমি নামতে থাকলাম। নিচে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে করিডোর আর অন্ধকার। পাশাপাশি তিনটা সেল। সেলগুলোর কোন জানালা ছিল না।

'তুমি যা ছিলে যদি তাই থাকতে তাহলে তোমার এখানে আসা হতো না। তোমার মত বিখ্যাত খুনীরাই এখানে আসে।' আমার সাথে আসা গার্ড বলল।

'এত নিচে এটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'মনে করো এটাও একধরনের চার্চ। প্রার্থনার জায়গা।'

'এখানে কি পুরোহিতরাও আছে নাকি?'

'পুরোহিত লেসেলা নিচে আছে।' গার্ড একেবারে কর্ণারের সেলের দরোজাটা অনেকগুলো চাবি থেকে একটা চাবি বের করে খুলতে খুলতে বলল।

'তুমি কি এই সেলের ভেতর একজন পুরোহিতকে আটকে রেখেছ না কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'জি না। এখানে তোমাকে এখন আমি আটকে রেখে যাব।'

গার্ড সেলের ভেতর ঢুকে একটা সুইচ টিপে বাতি জ্বালালো। সবুজ বাতি। সেলের ভেতর পাতের একটা চেয়ার দেয়ালের সাথে ভাজ করে ঝালাই করে দেওয়া। সেখানে শুধু বসা যায়।

'তুমি চুপচাপ এখানে বসো। লেসেলা এখনই আসবে।'

সে হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার শেষ মাথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পর তার সাথে আরেকজন কালো লোক আসল। লোকটার মাথায় অদ্ভুত একটা টুপি।

BanglaBook.org

লোকটাকে সেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গার্ড দরোজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'আপনি যখন বের হতে চাইবেন তখন দরোজায় নক করলেই চলবে।'

কালো লোকটা সেলের পাশেই আরেকটা চেয়ারে বসল। তার মাথা থেকে টুপিটা খুলল। হাতদুটোকে ভাঁজ করল। শান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল। লোকটার চোখে আসলেই বেশ শান্ত একটা ভাব।

'তাহলে আপনিই সেই ধর্মযাজক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সে কোন উত্তর দিল না। আমার মনে হলো কিছুক্ষণের মাঝেই সে ঘুমিয়ে গেছে। তার নাক ডাকার শব্দও আমি শুনতে পেলাম।

কিছুক্ষণ পর আমি মেঝেতে পা ঘষ্টাতে লাগলাম। পা ঘষার শব্দ শুনে সে চোখ খুলে তাকাল। চোখের পাতা হলুদ হয়ে আছে। চোখ খুলেই সে উল্টা পাল্টা কথা বলা শুরু করল।

'এক্সকিউজ মি। কী ব্যাপার কি হইছে আপনার।' আমি তার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললাম। লোকটার ঠোঁট ঝুলে একেবারে নিচে তার চোয়ালের কাছে চলে এসেছে।

'তুমি কি জানো কেন তোমাকে এত নিচে আমার সাথে এনে রাখা হয়েছে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'তারা আমাকে এই বিষয়ে কিছু বলেনি।' আমি পুরোহিতের বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বললাম। অন্ধকারে লোকটার চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

'একমাত্র কারণ হলো ছেলে তুমি এখনো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও নাই।'

'আমি সেরকম মনে করি না।' আমি বললাম।

'আমি মনে করি। কারণ তুমি পুরো বছর একটা কিছু করার জন্য ছোটছুটি করেছ। আর অবশেষে সবকিছু জট পাঁকিয়ে ফেলেছ।'

'আপনি কীভাবে জানেন সেটা?'

'কারণ আমি একজন মানুষ।' পুরোহিত লোকটা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। লম্বা জামার পকেট থেকে এক জোড়া গ্লাস বের করে সামনে রাখল। 'মানুষদেরকে নিয়ে তুমি কি ভাব?'

'যাও। আমি এ বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। আমি দেখি প্রত্যেকেই একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে দেয়। তারপর বলে তোমাকে দেখে খুশি হলাম। এমনকি তারা যদি আপনাকে নদীর তীরে ছিন্ন কাপড় পরা অবস্থায়ও দেখে তাহলেও তারা এই কথা বলবে।'

'বালক এটাই কি সত্য নয়।' পুরোহিত ঘোৎ ঘোৎ করে হাসতে হাসতে বলল।

'শুধু কি তাই। মানুষেরা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অহেতুক শুধু মিথ্যা

BanglaBook.org

কথা বলে বেড়ায়। প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে।'

লেসেলা তার মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমেন। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এই লোকগুলোর সাথে কোনভাবেই সহায়তা করতে চাচ্ছ না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন পুরোহিত।'

'ঠিক আছে। তুমি কি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছ?'

আমি কিছু না বলে চুপচাপ বসে রইলাম।

'তোমার আর কি কি ইচ্ছা আছে সেটা আমি বলতে পারি। তুমি এই মুহূর্তে তোমার মাকে চুপ করিয়ে দিতে চাও। তুমি শান্ত নিরব একটা ঘর চাও।'

কথা শেষ করে সে একটু থামল। তারপর বলল, 'তোমাকে আমার অনেক ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু এটা তো কোন যুক্তির কথা না।'

'আহ তার মানে তুমি একজন যুক্তিবাদী ছেলে। তুমি সবার মিথ্যা বলার অভ্যাসকে, সকলের বাজে প্রকৃতিকে ঘৃণা করে যাচ্ছ। এইজন্য যে তুমি যুক্তিবাদী ছেলে। তারপরেও আমি তোমার সাথে বাজি ধরতে পারি তুমি একটা বিষয় আমাকে বলবে না। সেটা হলো তোমার ভালোবাসার কথা...'

'আহ...'

'সেটা এই জন্য বলবে না যে তুমি যাকে ভালোবাসো সে এমন একটা মেয়ে যে তোমাকে অপরাধী বানাচ্ছে। যে তোমার জন্মদিনে সুন্দর একটা বার্থ ডে কার্ড পাঠাচ্ছে আবার তার সাথে সাথে একটু কুকুরও পাঠাচ্ছে। যে তোমাকে ভালোবাসে তার পেছনে তীব্র ঘৃণাকে লুকিয়ে রেখে।'

'সেটা তার ব্যাপার।'

লেসেলা তার মাথাটাকে একটু ঝাঁকাল।

'শোন বালক ঐ মেয়েটা অবশ্যই একটা চুতিয়া মাগি। একটা বেশ্যা। একটা পুটকি মারানি।'

'হেই হেই তুমি কি আসলেই পুরোহিত নাকি। পুরোহিতরা এইভাবে কথা বলে!'

'শোন বালক মেয়েটা নিশ্চয়ই একটা স্বার্থপর আচোদা মাগি...'

'থামো। আমি বলছি থামো। যথেষ্ট হয়েছে।'

আমি বুঝতে পারলাম উত্তেজিত হয়ে আমি নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমি শান্ত হয়ে বসে আবার যখন লেসেলার দিকে তাকালাম তখন সে একটু মুচকি হেসে বলল, 'বালক কোন ভালোবাসা নেই, না?'

আমি আবারো বসে পড়লাম।

'আসো আমি তোমাকে খোলাখুলি কিছু কথা বলি। যে তোমাকে

BanglaBook.org

ভালোবাসে তুমি যদি তাকে ভালোবাসো তাহলে খুব মধুর একটা জীবন তুমি পাবে। দেখো তোমার মা কি তোমার জন্য কখনো কোন জন্মদিনের কার্ড পছন্দ করেছে?'

'না।'

সে হাসল। 'এটা এজন্য যে তুমি কখনো তাকে বোঝার চেষ্টা করোনি। তার ভেতরের আত্মার কথা পড়ার চেষ্টা করোনি। তুমি সব সময় কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করেছ। সব সময় নিজের থেকে পালিয়ে বেড়াতে চেষ্টা করেছ। এমনকি তুমি ভুলে থাকার চেষ্টা করেছ সেই দিনটির আলোর কথা যেদিন তুমি এই পৃথিবীতে এসেছিলে ভারনন গ্রেগরি?'

পুরোহিতের কথা শুনে আমার চোখ জ্বালা করতে লাগল।

'তুমি একটা জট পাকিয়ে ফেলেছ ছেলে। এখন এটার মুখোমুখি হও।'

'আমি মনে করি না তেমন কিছু ঘটেছে।'

লেসেলা উঠে দাঁড়িয়ে তার পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল চোখ মোছার জন্য। কিন্তু আমি সেটা না নিয়ে হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে ফেললাম। সে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'শোন ছেলে লেসেলা তোমাকে বলছে সব কিছু কীভাবে ঘটছে। লেসেলা তোমাকে মানব জীবনের গোপন রহস্যের কথাও বলতে যাচ্ছে। আমি যখন এটা বলে শেষ করব তখন তুমি ভেবে অবাক হবে যে কেন তুমি এটা আগে দেখোনি।'

সে যখন কথা বলছে তখন আমি বাইরে করিডোরে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

তারপরই লেলির গলার স্বর শোনা গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চব্বিশ

'প্রথম পাবলিক ভোটের জন্য পছন্দ অনেক দেয়া যাবে না।' লেলি বলল। 'আমাদের অল্প কয়েকজন বন্দির তালিকা দরকার। তারপর তাদের উপর বিজ্ঞাপন দেয়া হবে, তাদের বিষয়ে বলা হবে, ভোটের জন্য আহ্বান করা হবে। তারপরই দেখা যাবে কোন বন্দির কি অবস্থা।'

তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তার সাথে কমপক্ষে আরো তিনজন লোক আছে। গার্ড আমাদের দরোজায় বেশ জোরে নক করল। কিন্তু সেলের দরোজাটা খুলল না। বোঝা যাচ্ছে সে চায় আমরা যেন চুপ করি।

'আমাদের একশত চব্বিশ জন বন্দি প্রস্তুত আছে।' আরেকজন লোক বলল। 'তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন সেখান থেকে দুই কি তিন ডজন বন্দিকে নেয়া হবে প্রথম ভোটের জন্য?'

'এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তবে আমি এত বেশিও নেব না। আমি নির্বাচন করব দুই কি তিন জন। তারপর তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে, তাদের সাক্ষাৎকার দেখানো হবে, তাদের দিয়ে যে সমস্ত অন্যায়গুলো ঘটেছে তার একটা ডকুমেন্ট দেখানো হবে, ভুক্তভোগীর পরিবারের কান্নাকাটি, তাদের ভোগান্তি এগুলো দেখানো হবে। তারপর ক্যামেরায় সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা হবে।'

'কিন্তু তুমি কীভাবে প্রথম দুজনকে নির্বাচন করবে?' তৃতীয় আরেক ব্যক্তি বলল।

'শোন এটা তেমন কঠিন হবে না বলেই আমি মনে করি। কারণ ওদের যে অন্যায় আছে তাতে খুব সহজেই এটা ঠিক করা যাবে। অবশ্য আমার একটা পরিকল্পনা আছে। এটা আমি পেয়েছি একটা গেম শো থেকে। সেটা হলো সর্বশেষ যে বন্দি সে যাবে সবার আগে।'

তারপরই সেলের দরোজার ছোট্ট মুখটাতে একটা ছায়া দেখা গেল।

'দরোজাটা খোলো।' লেলি বলল।

চাবি দিয়ে দরোজাটা খোলা হলে লেলি ভেতরে তাকিয়ে বলল, 'আমরা

BanglaBook.org

এখানে কাদেরকে পাব।' সে গার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল।

'ভেতরে ছোট্ট একটা মাইন্ড থেরাপি চলছে। এই কথাবার্তার মাধ্যমে একজন বন্দির জন্য ঠিক এই সময়টাতে বেঁচে থাকাটা একটু সহজ হয়।'

লেলি ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'এই ছেলেটা একজন গণহত্যাকারী। ওর সাথে কাউন্সিল করার সময়টা অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক এই সেলে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা এখানে আমাদের সাউন্ড সিস্টেম সেটা করে ফেলব।'

'তোমার মা কেমন আছে মাদারচোত?' লেলিকে দেখে আমি থুতু ফেলার মত কথাগুলো বলে ফেললাম।

'চুপ করো তুমি।' গার্ড চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

লেলি আমার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল। আর আমি ওর দিকে মৃত্যুর শীতল চোখ দিয়ে তাকিয়ে বললাম, 'স্বর্গেও আমি সুযোগ পেলে তোমার হোগা মেরে ছাড়ব।'

লেলি একটু চিবিয়ে হেসে হেসে বলল, 'ওদের একটু শায়েস্তা করো।'

'জ্বি স্যার।' গার্ড বলল। তারপর সে আমার আর লেসেলির উপর বেধড়ক মার দেয়া শুরু করল। আমি হাত দিয়ে লেসেলির চোখ আর মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। মার খেতে খেতেই আমি লেসেলিকে বললাম, 'লেসেলি এই ঘটনার গোপন রহস্য কি?'

'পরে বলব বালক।'

আমাকে যখন সেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন লেলি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিল।

'চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি প্রথম ভোটাভোটি হবে।' লেলি বলল।

'তুমি বলতে চাচ্ছ ভালোবাসা দিবসে?' আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ সেরকমই।'

মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে কি যে অসম্ভব সব মেইল আমি পাচ্ছি। প্রথম ভোটের ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমি এক ঝাঁক চিঠি পেলাম। যেটা নিশ্চিত করছে যে আমি এক মিলিয়ন ডলার জিতে গেছি। ইনভেলাপে ভরা একটা চিঠিতে এই কথাটাই বলা আছে। আমি এর সাথে সাথে একটা বার বি কিউ বার্ণ-এর টোকেন পেয়েছি। যেটা দিয়ে প্রদেশের যে কোন বার বি কিউ-এর শাখা থেকে আমি খেতে পারি। আমি সেলের ভেতর বসে বসে আমার কাজ করছিলাম। তখনই শুনতে পেলাম গার্ড জোনস আসছে। তার হাতে একটা ফোন। জন ফোনটা নিয়ে আসার আগেই আমি ফোনে কি সংবাদ পেতে পারি সেটা

BanglaBook.org

জানতে পেরেছিলাম। আমার সামনে টিভি খোলা ছিল। আর টিভিতে সেটা সম্প্রচারিত হচ্ছিল।

'...আমেরিকানদের মৃতদেহগুলো আজ আনা হবে। বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রায় চল্লিশজন শরণার্থী মারা গিয়েছে।... সিরিয়াল কিলার ভরন গ্রিগরি লিটলের আপিল বাদ হয়ে গেছে। তার সময় শেষ।'

জন যখন ফোনটা আমার কাছে দিচ্ছিল তখন সে আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

'ভারনন আমি সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত।' আমার এটর্নির গলা ফোনে শোনা গেল। 'আমার এখন কেমন যে লাগছে সেটা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

আমি চুপ ছিলাম।

'আমাদের এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিল না।'

'সুপ্রিম কোর্টের কি খবর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি আসলে সত্যিকার অর্থেই দুঃখিত।'

ফোনটা রেখে দিলাম।

আজকে রাতে তারা আমার সেলে ক্যামেরা বসালো। সেলের সাড়িতে যতগুলো টিভি ছিল সবগুলো টিভি আর রেডিও সরিয়ে নেয়া হলো। ভোটিং প্রক্রিয়া কেমন হচ্ছে সেটা আমাদের জানতে দেওয়া হলো না। আমি সেলের কর্নারে বসে চুপচাপ ভাবছিলাম। আজকের রাতটায় আমার আশেপাশের সেলগুলোতে অনেক বেশি নিরবতা। আমার সাথে আশেপাশের সেলগুলোতে যারা থাকে তারা হয়ত কিছু একটা বুঝতে পেরেছে।

লেসেলার সাথে আমার আরেকবার বসার দরকার ছিল। সে যে কথাগুলো বলেছিল আজকে প্রথম ভোটিং-এর দিন আমি সেটা মিলিয়ে নিতে চাচ্ছিলাম। সেলের অন্যান্য বন্দিরা যদিও এই ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে এত দিন কথা বলছিল। তারা বাজি ধরছিল যে জনগণের ভোটে প্রথম কার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। কিন্তু তারা কেউ আমার বিষয়ে কথা বলছিল না। যদিও আমি বুঝতে পারছিলাম যে প্রথমজন হয়ত আমিই হবো। ভোটিং প্রক্রিয়ার মূল সমস্যাটা হলো ভোট শেষ না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন বন্দিই তার অবস্থানের কথা বলতে পারবে না। যার ফলে তোমাকে সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভোটাভুটির শেষ দিন আমি ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা বিশ্ব জানতে পারবে কোন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

BanglaBook.org

হতে যাচ্ছে। আমি জনসকে বারবার অনুরোধ করলাম লেসেলির সাথে কথা বলার একটু সুযোগ করে দিতে। কিন্তু সে আমার কথায় তেমন আগ্রহ দেখাল না। সে বরং অন্যান্য গার্ডদের সাথে তর্ক জুড়ে দিল যে কার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ গভর্নরের কাছ থেকে প্রথম আসবে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সে আমার সাথে কথা বলল।

'মি. লেডেসমা নির্দেশ দিয়েছেন তিনি আর কারো সাথে কথা বলবেন না।'

আমি কিছু করার না পেয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলাম। মেটাল বলগুলো নিয়ে টুকটুক করে খেলা শুরু করলাম। আমার সাথে সাথে অন্যান্য সেলের বন্দিরাও তাদের বলগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল।

'এটা খেলে কি তুমি মিলিয়নিয়ার হবে নাকি?' জন বলল।

আমি জনসের দিকে তাকিয়ে তার কাছে আমার ইনভেলাপটা দিলাম। যেখানে বলা আছে যে আমি এক মিলিয়ন ডলার জিতেছি।

'জনস তুমি এই খামটা নাও। এটা নিলে তুমি এক মিলিয়ন ডলার জিততে পারবে।' আমি বললাম।

'তোমার কি মনে হয় আমি গতকাল জন্মেছি।' জনস আমাকে রাগ করে বলল। 'আমি জানি এই সব আচোদা মেইলের কোন মূল্যই নেই। বুঝতে পেরেছ গাধা।'

'হেই লিটল।' পাশ থেকে একজন বন্দি বলল। 'তুমি বলছ যে তুমি সর্বশেষ বাজির চিঠি পেয়েছ"

'হ্যাঁ বিষয়টা সেরকমই।' আমি বললাম।

'আচ্ছা এটা কি লাল কালিতে লেখা না কালো কালিতে লেখা?' বন্দি বলল।

'লাল কালিতে লেখা।'

'গড। জিসাস কি সৌভাগ্য তোমার। তুমি তাহলে সত্যি সত্যিই পেয়েছ। আমি তোমাকে দুশ ডলার দেব এই চিঠিটার জন্য।' সে বলল।

'এই আমাকে এটা দেখতে দাও।' জন আমার সেলের গ্রিলের ভেতর দিয়ে ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিল। সে এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে চিঠি পড়ল। তারপর বলল, 'এখানে ভারন তোমার নাম লেখা আছে। তাহলে আমার লাভটা কি?'

'অফিসার জনস।' আমি একজন স্কুল টিচারের মত বললাম। 'যেহেতু মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে আমাকে শেষ কথা বলার সুযোগ দেয়া আছে। আমি তোমাকে সে হিসাবে এটা দিয়ে গেলাম।'

BanglaBook.org

'লিটল একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে এটার জন্য তিনশত ডলার দেব।' পাশের সেল থেকে আরেকজন বলল।

'আমি তোমাকে পাঁচ শ ডলার দেব।' আরেকজন বলল।

'শাটআপ সব মাদারচোত।' জনস চিৎকার দিয়ে উঠল। 'তোমরা শোননি ও আমাকে এটা দিয়েছে।'

জনস তার ঘড়িটা একবার দেখল। তারপর বলল, 'ভারনন রেডি থেকো।'

অফিসার জনস ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে করে আমাকে নিচের ধাপে লেসেলার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে দেখলাম ট্রলিতে করে টিভি রেডিওগুলো সেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার মানে ভোটাভুটি শেষ হয়ে গেছে। তার পাশেই কালো সুট পরা আরেকজন লোক হাতে করে রায় কার্যকর করার নির্দেশ নামা নিয়ে যাচ্ছিল। তার একমাত্র কাজ হলো নির্দেশনামা নিয়ে কারাধক্ষ্যের কাছে হস্তান্তর করা। আমি লক্ষ্য করলাম কালো সুট পরা লোকটা যখন আমাদের অতিক্রম করছিল তখন জনস লোকটার দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে খুব দুর্বোধ্য ইশারায় কিছু একটা বলল। লোকটাও তার মাথাটাকে নাড়িয়ে সামনে চলে গেল। তাদের দুর্বোধ্য চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারলাম না।

'আমার সেলের কেউ মারা যাবে না।' জনস বলল। আমি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি তাহলে আবার বেঁচে থাকব।

আমরা একেবারে নিচের ফ্লোরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জায়গায় নেমে আসলাম। একটা ঘরের পাশে এসে জনস দরোজা খুলে তার মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু একটা দেখল। কিন্তু ঘরের ভেতর তখন কেউ ছিল না। জনস বেশ চিৎকার দিয়ে গার্ডকে ডাকল।

'লেসেলা কোথায়?' সে বলল।

'নিচে গেছে হাগু করতে।'

জন আমাকে সাথে নিয়ে নিচে যেখানে গোসল আর বাথরুমের জায়গা সেখানে নিয়ে গেল।

'আমরা তো লেসেলার বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না হাতে সময় নেই। আজ রায় বাস্তবায়নের দিন। তোমার হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে।' জনস আমাকে এই নোংরা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। বাথরুমের কমোড থেকে পানি পড়ার টিপ টিপ

BanglaBook.org

শব্দ হচ্ছিল। মেঝেটা পুরো ভিজা আর শ্যাওলা পড়া। বাথরুমের মত দেখতে জায়গাগুলোর মধ্যে একটার কিছু অংশ পর্দা দিয়ে ঢাকা। আমি সেই পর্দা দিয়ে ঢাকা অংশটায় কেউ আছে কি না সেটা নিয়ে ধান্দায় ছিলাম। আস্তে আস্তে সেদিকে এগুলাম। পাশেই একজোড়া খোলা জুতা আর নীল রং এর খোলা প্যান্ট দেখা যাচ্ছে। আমি দরোজায় নক করলাম।

'লেসেলা। আমি ভরন।'

'আ যীশু। তুমি কি মনে করো। বন্দিদের এই নোংরা বাথরুম থেকে আমি তোমার জন্য কি উপকার করতে পারি?' লেসেলা বিরক্তির সুরে বলল।

'লেসেলা আমাকে ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে সাহায্য করো।' আমার মনে হলো আমি খুব দৃঢ় স্বরেই কথাগুলো বললাম।

'সিট'। মনে ব্যাথায় খুব তীব্র স্বরে লেসেলা কথাটা বলল।

সবাই আজকে খুব উত্তেজনার মধ্যে ছিল। উত্তেজনার সেই কাঁপন কারাগারের একেবারের নিচের কুঠুরির বাথরুমের দরোজায় এসেও লাগল।

'তুমি কি আসলেই ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছ?' লেসেলি বলল। 'তাহলে তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ো।'

'লেসেলা তুমি বের হয়ে আসো তো। আমি তোমাকে আসল কথাটা বলছি।'

কিছুক্ষণ পর আমি লেসেলার কাপড় পরার শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর ফ্লাস করার শব্দ হলো। বাথরুম থেকে বের হয়ে আসল সে।

'আচ্ছা, কি অবস্থা।' সে চারদিকে একবার তাকাল। 'কি ব্যাপার তোমার সাথে আর কেউ নেই। তুমি কি মুক্ত নাকি।'

লেসেলা তার টাইটাকে শক্ত করে বেঁধে হাত দিয়ে দরোজাটা খুলল।

'অফিসার জনস। এই ছেলেটার ক্ষমার বিষয়ে কিছু হলো?' লেসেলা বলল।

জনস তার কথা শুনে একটু হাসল। খুবই নোংরা হাসি। লেসেলা আমার দিকে তাকাল। 'তোমার অবস্থা আসলেই খারাপ।'

সে বলল। মাদারচোত শান্তাক্রুজের কাছে কিছু চেয়ে তাহলে লাভ নেই কি বলো?'

'তুমি তো একজন ধর্মযাজক, তারপরেও এত নোংরাভাবে কথা বলছ।' কথাগুলো বলে আমি দরোজার দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু লেসেলা আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করালো। থুতু ফেলল। তারপর বলল, 'তুমি যে ঈশ্বরের কথা বলো সে কোথায় থাকে? এই যে চারপাশে এত মানুষ দেখ, প্রয়োজনে তারা সন্তান উৎপাদন করছে, নানারকম কাজ করছে এখানে ঈশ্বর আছে? কখনোই না। এইগুলো হলো সব চুতিয়া মানুষ। তুমি আজ এই

BanglaBook.org

সব চুতিয়া মানুষের বিষাক্ত নির্মম প্রয়োজনে বিধ্বস্ত হয়ে এখানে এসেছ।'

'কিন্তু সবারই তো প্রয়োজন আছে।' আমি বিড়বিড় করে বললাম।

'তাহলে আমার কাছে এসে আর নাকি কান্নার কোন দরকার নেই। কারণ তুমি এখন মানুষের প্রয়োজনেই মরতে যাচ্ছ।'

'কিন্তু লেসেলা...'

'তুমি কোন ঈশ্বরকে খুঁজছ? যে মানুষের কোন কাজেই আসে না। মানুষকে তার নিজের প্রয়োজন নিজেকেই মেটাতে হয়। মানুষই তার ভেতর ঈশ্বরকে জাগিয়ে তোলে। অফুরন্ত ক্ষমতা নিয়ে মানুষ এসেছে। সে ক্ষমতাকে ব্যবহার করো।' কথাগুলো বলে লেসেলা কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুমিই হলে ঈশ্বর। দায়িত্ব নাও। মানুষের পাশে দাঁড়াও। নিজের ভেতর যে ক্ষমতা আছে তার ব্যবহার করার চেষ্টা করো।'

এই সময় চারজন লোক আসল। দুজন প্রহরি, একজন কারাকর্তৃপক্ষের ধর্মযাজক, আরেকজন কালো সুট পরা লোক।

'চূড়ান্ত মুহূর্ত এসে গেছে।' সুট পরা লোকটা বলল।

লোকটা কাকে কথাগুলো বলল সেটা বোঝার জন্য আমি অন্যান্য বাথরুমগুলোর দিকে তাকালাম যেখানে আরো বন্দিরা এসে থাকে। কিন্তু সেখানে কোন বন্দি ছিল না। কালো সুট পরা লোকটা আমাদের দিকে হেঁটে আসল তারপর লেসেলার কাঁধটা শক্ত করে ধরল। আমি চোখের কোণা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পেলাম দরোজার মাথায় জনস দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে চলে আসার জন্য ডাকছে।

'লেসেলা? তুমি কি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোন আসামী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিলাম না।' সে খুব নরম গলায় বলল।

'লিটল ভারনন জলদি আসো।' জনস আবার আমাকে দরোজার মুখ থেকে ডাকতে লাগল। 'লেসেলা জনগণের ভোটে প্রথম হয়েছে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।'

'কিন্তু লেসেলা এখানেই কি জীবনের গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।' আমি জনসের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে লেসেলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লেসেলা গার্ডদের হাত ধরে একটু দাঁড়াল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। তারপর বলল, 'ছোট্ট ছেলে চুতিয়া মানুষের প্রয়োজনগুলো বুঝতে চেষ্টা করো। যখন তুমি সেটা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবে তখনই দেখবে আচোদা মানুষগুলো তোমার চারদিকে ঘিরে নাচানাচি করছে।'

জনস আমার বাহু শক্ত করে ধরে করিডোরের দিকে নিয়ে গেল। আমি একটু চাপাচাপি করার চেষ্টা করতেই সে আমার হাতে হেন্ডকাফ পড়িয়ে দিল। আমার কাছে মনে হলো এটা তার প্রয়োজন। তাই আমি আর তাকে কিছু

BanglaBook.org

বললাম না। চুপ চাপ তার সাথে হাঁটতে থাকলাম। যাওয়ার সময় লেসেলার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লেসেলা তোমাকে ধন্যবাদ।'

'ভয়ের কোন কারণ নেই ভারনন।' করিডোরের শেষ মাথা থেকে একটা স্বর ভেসে এলো।

জনস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ভালোই খেইল দেখিয়েছ এই পাগলটার সাথে। ওর যত পায়খানা আছে এখন সব তোমার।'

'আমাকে কেউ একজন বলেছিল লেসেলা একজন ধর্মযাজক।'

'পুরোহিত! হাসালে। ও একটা সিরিয়াল কিলার। ঠাণ্ডা মাথায় অসংখ্য মানুষ সে খুন করেছে।'

আমি আজকের রাতটায় আমার সেলে নির্ঘুম শুয়েছিলাম। চুপচাপ টিভি সেটের দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে বিজবিজ করে লেসেলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার খবরটা দেখানো হচ্ছে। আমি আশা করছিলাম এই অনুষ্ঠানে টেইলরের গলার স্বর শুনতে পাব। কিন্তু আমার পাশের একজন বন্দি বলল যে টেইলর এই অনুষ্ঠান থেকে সরে গেছে। সে এখন ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টার হিসেবে কাজ করবে। যাই হোক আমি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষে চলে আসছিলাম। লেসেলা তার মৃত্যুর আগে কোন শেষ বিবৃতি দেয়নি। শুধু বিড়বিড় করে বলেছে, 'আমার ভেতরেই আমি তোমাকে পেয়েছি।' শালা মানুষ একটা।

তার মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়টা পুরো সপ্তাহ জুড়ে আমার মাথার ভেতর রয়ে গেল। আমি সবসময় তার কথা শুনছিলাম যেন মনে হচ্ছিল টিভি মুভির কোন শো আমার পাশে চলছে। আমার জীবনটা যদিও শেষ হতে চলেছে তার পরেও আমি তার শেষ কথাগুলো চিন্তা করতে করতে নিজের জীবন নিয়েই ভাবছিলাম। তবে নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হলো যে আমি হয়ত একজন আইনজীবী হতে পারতাম এই কোর্টের আইনজীবীদের মত, কিংবা আমার এটর্নি ব্রিয়ানের মত একজন এটর্নি হতে পারতাম। মানুষকে উপলব্ধি করার তাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে আমার বিশ্বাস এই বয়সে আমার তাদের চেয়ে কম নেই। বিশ্বাস করো আমি খুব ভালো ছাত্র, কিংবা খুব ভালো খেলোয়াড় বা ঐ জাতীয় কিছু ছিলাম না। কিন্তু আমি নিশ্চিত এই সবগুলো গুণই আমার আছে। আমি ইচ্ছে করলেই এই সবগুলোর প্রকাশ ঘটাতে পারি।

একটা প্রাণীকে দেখ। লেসেলা বলেছিল। তারা কি চায়, তাদের প্রয়োজনটা কি সেটা বুঝতে চেষ্টা করো। তারা যা চায় সেটা তাদেরকে দাও। আমি বুঝতে পারছিলাম অবোধ প্রাণীগুলোকে কি দিতে হবে। কি দেয়া উচিৎ।

BanglaBook.org

তারপরেও সারা দিন রাত আমি তাদেরকে নিয়েই ভাবতে থাকলাম।

পুরো মার্চ মাসটা আমি ভাগ্যক্রমে জনগণের সরাসরি ভোটে পরপর দুবার মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে গেলাম। শেষপর্যন্ত আমি বাতির আলোর চারপাশে উড়েবেড়ানো মাছিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওদের বিষয়ে ভাবতে চেষ্টা করতাম। আমি শুনেছি এই মাছিগুলোকে তৈরি করা হয়েছে শুধু আলোকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। এরা সোজা বরাবর চাঁদের আলোকে ধরার জন্য সেদিকে উড়ে বেড়ায়। এই ধরনের কাল্পনিক পোকা-মাকড়, পশু প্রাণীগুলো আমার স্বপ্নকে বাধাগ্রস্থ করছিল। আমার রাতগুলো কাটছিল নির্ঘুম। কিন্তু দিনের আলোতে আমি চেষ্টা করতাম লেসলির কথাগুলো নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে। লেসলির কথা চিন্তা করার সময় আমার একটাই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে এই পৃথিবীতে আমি একটা মাত্র প্রাণীকেই চিনতাম। সেটা হলো আমাদের পাশের বাড়ির মিস লেচুগার পাগলা কুকুরটা। যার নাম কার্ট। আ মহামান্য কার্ট বারবি কিউ-এর সুগন্ধ শুকে দরোজার পাশে দাঁড়াতে কে তোমাকে পাগল করেছিল। ঘুরে ঘুরে পুরো মহল্লা জুড়ে ঘেউ ঘেউ করার জন্য কে তোমাকে মহান দায়িত্ব দিয়েছিল।

আমি সেলে বসে রইলাম। আর মহামান্য কার্ট আমার পাশে বসে অনেক বড় কুকুরের আকৃতি নিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পঁচিশ

'ভারনন তুমি কি প্রতিদিন বাথরুম ঠিক মত করেছ?'

'ধেৎ মা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।'

'শোন এই সপ্তাহে জনগণের ভোটাভুটিতে তুমি ক্রিপলকে ছাড়িয়ে গেছ। ক্রিপল তার বাবা-মাকে খুন করেছিল। সে সারাক্ষণই কান্নাকাটি করছিল।'

'আমাকে কি আসলেই অপরাধী মনে হচ্ছিল?'

'তোমাকে যখনই ক্যামেরায় দেখাচ্ছিল তখনই তুমি শুয়ে শুয়ে সেলের ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে।'

'মা তুমি তো জানো আমি কোন অন্যায়ই করিনি। আমি কিছুই করিনি।'

'আবার সেই পাগলের মত প্রলাপ বকা শুরু করেছ। আমি কখনোই চাই না সেই বিশেষ দিনটি আসুক। ঠিক আছে। আগামীকাল মার্চের আটাশ তারিখ আরেকটা ভোটাভুটি হবে।'

আমার মা যখনই ফোন করে তখনই মৃত্যুর সীমানা কাছাকাছি এসে যেন থেমে যায়। এই যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের নিয়ে যে ভোটাভোটি হচ্ছে টিভিতে আমার মা এটা খুব উপভোগ করছে।

'মা আমি পেমকে ফ্রি *বার বি কিউ-এর চিকেন মিক্স* খাওয়ার যে টোকেনটা পাঠিয়েছিলাম সেটা কি পেয়েছ?' আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ আমরা সেটা পেয়েছি। আমাদের দুজনার পক্ষ থেকেই তোমাকে ধন্যবাদ।'

'মা আমার মনে হয় আমি থাকতে থাকতে মানে আমার সেইদিনটি আসার আগেই তোমাদের উচিৎ টোকেনটা ব্যবহার করা। নয়ত পরে সুযোগ পাবে না।'

'আচ্ছা শোন আমরা কি বলছিলাম তোমাকে নিয়ে...' আমার মনে হলো মা ফোনে নাক ঝাড়ছে। চোখের পানি মুছে। আমার চোখটাও ভিজে উঠছিল। মা নিজেকে ঠিক করার জন্য কিছুক্ষণ সময় নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলে আবার কথা বলা শুরু করলেন। 'আমরা শুধু ভাবার চেষ্টা করি তুমি আগের মতই আছো। সেই তোমার বাইকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমরা এর বেশি কিছু ভাবতে চাই না।'

'হ্যাঁ মা। সে জন্যই আমি টোকেনটা পাঠিয়েছি। যেন তোমরা যে কোন শাখা থেকে এই টোকেনটা ব্যবহার করে খেতে পার।'

'হ্যাঁ আমরা তোমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। তুমি তো জানো *বার বি কিউ এর চিকেন মিক্স* এখন কত দাম। আমি আর পেম টোকেন দিয়ে খাব আর ভেইন খাবে তার টাকা দিয়ে।'

'মা তুমি নানাকে এই বিষয়ে কিছু বলো না। তার এখানে আসার দরকার নেই।'

'শোন আমি তাকে এই বিষয়ে কিছু বলিনি। সে বুড়ো মানুষ। আর টিভিতে সে শুধু বসে বসে শপিং দেখে। এই সমস্ত ভোটাভুটি নিয়ে অনুষ্ঠানের দিকে তার আগ্রহ নেই। আমি মনে করি এটা তোমার আর আমার মাঝে গোপন রাখাই উচিৎ।'

'কিন্তু মা এই বসন্তের অনুষ্ঠানে যখন সে আমাকে দেখবে না তখন?'

'ওহ ! ভারন কেন এভাবে বলছ? শোন আমরা তোমার জন্য ভোটের ক্যানভাসিং করছি। সুতরাং ভয় নেই।'

আমি ফোন রেখে দিলাম। বাংকারে শুয়ে আমি ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। আমার ভাবার মত আর কিছুই ছিল না। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম মানুষের প্রয়োজনের কথা। মা একবার বলেছিল পেম সবসময় খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কারণ তার পৃথিবীতে একমাত্র খাবারটাকেই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। খাবার কখনো তার প্লেট থেকে দৌড়ে পালায় না বা তার প্লেট কখনো খাবার শূন্য থাকে না। আমি জানতাম বারবি কিউ-এর টোকেনটা পেমের জন্য খুব ভালো একটা উপহার হবে। কিন্তু আমি মার জন্য বিশেষ একটা কিছু ভাবছিলাম। যদিও জানি এই মুহূর্তে একটা পরিবারে নতুন একজন সদস্যের মৃত্যুর কারণে সব চেয়ে বেশি দরকার হবে সমবেদনা। সমবেদনাটাই আমার মার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। আমার নিজের উপর নিজেরই এখন খুব লজ্জা লাগছে। এখন আমি ভাবতে লাগলাম আর কি কি প্রয়োজন মানুষের থাকতে পারে। মানুষের কোন প্রয়োজনটা আমি পূরণ করতে পারি। এরপরই আমার টেইলরের কথা মনে পড়ে গেল। সে নিশ্চয়ই এখন এই সব চুতিয়া মিডিয়া নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার রিপোর্ট, হেলিকপ্টার নিয়ে ওড়াউড়ি, নানা ধরনের লোকজন, কাজকর্মের হৈ

BanglaBook.org

চৈ। এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই সে তার ক্যারিয়ারটাকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন কোন গল্প খুঁজছে। কিংবা কোন আচমকা ফোন কলের অপেক্ষা করছে যা তার ক্যারিয়ারটাকে মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে।

আমি মানুষের অভাব নিয়ে ভাবতে ভাবতে অভাবী মানুষদের তালিকাটা ক্রমশ বড় করছিলাম। শেষ পর্যন্ত এটা ঠেকল ভেইনগুরির কাছে। ভেইন গুরিকে কি দেয়া যেতে পারে। পেমের সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম ভেইন যে আমার জীবনটাকে নড়বড়ে করে দেয়ার পেছনে বেশ ভালো ভূমিকা রেখেছে তার জন্যও কিছু করা যায়, কিন্তু আমি সত্যি করে বলছি এই মুহূর্তে লেলির জন্য আমার মাথায় কোন ভাবনাই আসছে না। লেলির জন্য কিছু হয়ত ঈশ্বর করতে পারে কিন্তু আমি কীভাবে করি। তারপরেও খুব ছোট্ট একটা কিছু কি লেলির জন্য করা যায় না? যা সে চায়। যে বিষয়টা সে সব সময় আমার কাছে জানতে চেয়েছিল এমন কিছু।

রবিবার সকালে খুব চটপট করে যন্ত্রপাতি সব সেলের ভেতর চলে আসল।

মার্চ আটাশ। কোন না কোন বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় এসে গেছে। ইঞ্জিনিয়াররা টেলিভিশনের নানারকম যন্ত্রপাতি সেলের ভেতর বসানো শুরু করেছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দির বিষয়ে পাবলিকের ভোট এবং তার ফলাফল যেন বন্দি আগে থেকেই দেখতে না পারে সে জন্য সেলের ভেতর থেকে এতদিন ভোটাভুটি শুরু হওয়ার আগে টেলিভিশন সরিয়ে নেওয়া হতো। তবে এখন নতুন একটা পদ্ধতি করা হয়েছে। ভোটাভুটির অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সাথে সাথে সেলের টেলিভিশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আমার হাতে যখন কতগুলো কাগজ ধরিয়ে দেয়া হলো তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার ভেতরটা ঘোচড় দিয়ে উঠল। প্রথমত আমাকে একটা ব্রুশিয়ার দেয়া হলো। সেখানে লেখা আছে কীভাবে আমি ক্যামেরার সামনে থাকব। কি রকম আচার-আচরণ করব। কি কথা বলব আর কি বলব না। ব্রুশিয়ারের পেছনেই আছে বন্দির কার্টুন। সেখানে বন্দির সর্বশেষ কোন কথা থাকলে সেটা বলে দেয়া যাবে।

দ্বিতীয় আরেকটা ফর্মে আছে সর্বশেষ মুহূর্তের আগে আমি কোন মিউজিকটা শুনতে চাই তার একটা তালিকা। আমি তালিকাটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম এদের আসলেই রুচি আছে। এই সব কিছু দেখে আমি মনে মনে

BanglaBook.org

প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম চূড়ান্ত মুহূর্তটার জন্য। শেষ ঢেউটা আসার আগে আমাকে অনেক সাহসী হতে হবে।

আমি রবিবারের শেষ বেলায় যখন এই সব কিছু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম তখন পাশের সেল থেকে একজন বন্দি খুব নরম গলায় বলল, 'ভারনন, আমার ভারনন তুমি কি ঠিক আছো?'

আমি সর্বশেষ কাগজটার দিকে ফিরে তাকালাম। এখানে আমার মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে লেখা আছে। সেটা হবে আজ রাত ছয়টায়।

আমি একটা নোংরা কাগজ বা ন্যাপকিনের দিকে যেভাবে ঘৃণার চোখে তাকাই সেভাবে এটার দিকে তাকালাম। তারপর হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। মেঘের গর্জনের মত চিৎকার করে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছাব্বিশ

যেদিন আমার মৃতুদণ্ড কার্যকর করার কথা সেদিন দুপুর পর্যন্ত সবাই আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করল। আমার পাশের সেলের বন্দিরাও আমাকে কোন খারাপ কথা বা কটুক্তি করে বিরক্ত করল না। বিশেষ করে ঐ একজন যাকে আমি আমার খেলার বলটা দিয়েছিলাম। সবাই আমার বিষয়টা নিয়ে খুব চুপ ছিল। সারাটাদিন খুব ব্যস্ত অনুভূতির ভেতর দিয়ে গেল। বিষয়টা এমন যে তোমাদের কারো মা কোথাও তাড়াহুড়া করে চলে যাচ্ছে আর সেজন্য ভুলে কিছু একটা ফেলে যাচ্ছে। তবে চিন্তার কিছু নেই। সে আবার ফিরে আসবে।

মৃতুদণ্ড কার্যকর করার চারজন লোক যখন আমার সেলের ভেতর এসে আমার টেবিলের সব কিছু গুছিয়ে ফেলল তখন আমার পাশের সেলের বন্দিরা গ্রিলের ভেতর দিয়ে তাদের হাতগুলো বের করে আমাকে লক্ষ্য করে আঙুলগুলো নাড়তে লাগল। আমি যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন একজন আমার জন্য খুব ভালো একটা উইশ করল।

'আমার ভারনন তুমি এই লোকগুলোকে চুদে দিও। পিশাব করে দিও ওদের মুখে।'

ওদের উপর আশির্বাদ হোক। লেসলি যেভাবে সবগুলো স্তর পার হয়ে গিয়েছিল আমিও সেভাবে হেঁটে হেঁটে সবগুলো স্তর পার হয়ে যাচ্ছিলাম।

পেলমেয়ার তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমার জীবনের শেষ খাবারটা সেই প্রস্তুত করে দিয়েছিল। *চিকেন মিক্স, ফ্রাইস, রিব রিংস, সজি।* খেতে খাবারের বিষয়ে খুব চটপটে।

ঠিক সাড়ে চারটার সময় একটা ব্যক্তিগত রুমে আমার বাথরুমটা সারলাম। তারা আমাকে পড়ার জন্য একটা *নিউজ উইক* দিল। মারলবোরো সিগারেট দিল খাওয়ার জন্য। নেশাগ্রস্ত লোকের মত আমি হেলেদুলে সব কিছু করছিলাম। একেবারেই চুপ ছিলাম আমি। তবে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে আমি করে যাচ্ছিলাম। নিউজ উইকে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম।

নিউজ উইকটায় লেখা আছে মারটিরিও বিশ্বের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

BanglaBook.org

ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। এ ক্ষেত্রে সে কেলেফোর্নিয়াকেও ছাড়িয়ে গেছে।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঠিক এক ঘণ্টা আগে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত ফোন করার সুযোগ দেয়া হলো।

প্রথমে আমি বাড়িতে ফোন করলাম। তারপর পেমকে ফোন দিলাম। কিন্তু তাদের কাউকেই পেলাম না। তারা যন্ত্রের ডাকাডাকিতে কোন সাড়া দিল না। ফলে আমিও আর বলতে পারলাম না, 'আমি তোমাদের ভালোবাসি' কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন কথা। মা আর পেমকে না পেয়ে আমি অন্য কাউকে ফোন করতে চাইলাম।

প্রথমেই আমি লেলিকে ফোন দিলাম। তার সেক্রেটারি আমি কেন ফোন করেছি এটা পরিষ্কার করে না বলার আগ পর্যন্ত ফোনটা নিয়ে বসে রইল। সে লেলিকে ফোনটা দিতে গাইগুই করছিল। মারটিরিওর নতুন একটা মলে লেলি মিটিং করছিল। সেক্রেটারি লেলির নাম্বারে আমার ফোনের সংযোগ দিয়ে দিল।

প্রথমেই সে বলল, 'বিগ ম্যান কি খবর।' সে এতদিন আমার কাছ থেকে গোপন যে খবরটা জানতে চেয়েছিল আমি তাকে সেই খবরটা দিয়ে দিলাম। আমার বন্দুকটা আমি কোথায় রেখেছিলাম এটা আমি তাকে জানিয়ে দিলাম। সে মনে হলো খুব কৃতজ্ঞতা আর আনন্দ চিত্তেই তথ্যটা গ্রহণ করল।

তারপর আমি ফোন দিলাম মিসেস লিচুগাকে। প্রথমে সে আমার ফোনের কথা শুনে তার গলার স্বরটা পাল্টে চেষ্টা করল বোঝাতে যে আমি ভুল নাম্বারে ফোন করেছি। তারপর যখন সেটা পারল না তখন এত অবাক হলো যে আর বলার মত না। আমি তার জন্য খুব ভালো ভালো কিছু প্রার্থনা করলাম।

এরপর আমি ফোন দিলাম ভেইনগুরিকে। তারকাছে সকলের প্রতি আমার ভালোবাসার কথা জানালাম।

তারপরই আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বশেষ ফোনটা দিলাম টেইলর ফিগারিওকে।

সে ব্যক্তিগতভাবেই তার ফোনে উত্তর দিল। ওর গলার স্বর শোনার সাথে সাথে আমার চারদিকের পৃথিবীটা যেন বদলে গেল। সুবাতাসে ভরে গেল চারপাশ। সে আমার শুভকামনা করল। তার গলার স্বর শুনে অন্তত আমার কাছে তাই মনে হলো।

ফোনটা ধরে যখন আমি বসে আছি তখন দুজন গার্ড এসে আমাকে মেকআপ রুমে নিয়ে গেল।

'ডার্লিং ভয়ের কিছু নেই।' একজন মেকাপ লেডি বলল।

আরেকটা মেয়ে আমার সর্বশেষ বিবৃতি নেয়ার জন্য একটা বোর্ড হাতে নিয়ে আসল। আমি লেসেলির মতই খুব শান্তভাবে বের হয়ে আসলাম।

BanglaBook.org

মেয়েটা ধর্মযাজক সহ আরো অন্যান্য অফিসারদের সাথে করে নিয়ে আসছিল। আমার হাঁটুটা দুর্বল হয়ে প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল। নিচের একটা হলরুমে যখন একটা গান হচ্ছিল তখন গানের সেই সুর শুনে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম। পুরোহিত আমার হাত ধরে ফেললেন।

'গালভেসটোন ও গালভেসটোন - মৃত্যুকে আমি খুব ভয় পাই...'

আমরা সংবাদ প্রচারের ঘরটা অতিক্রম করছিলাম। এরপরই আমরা সাদা একটা ছোট্ট হলরুমে ঢুকলাম। ঘরটার দেয়ালে একটা মাত্র ছোট্ট জানালা। ঘরের ভেতর চেয়ারগুলো বসানো হয়েছে থিয়েটার রুমের মত করে।

'আমার চোখের পানি শুকাইনি তখনো সে কাঁদছিল...'

আমার শার্টটা আমি খুলে ফেললাম। আমার শরীরের চামড়াগুলো হয়ত এখন পরিশুদ্ধ করা হবে। কারণ আমি সারা শরীরে বিভিন্ন ধরনের ট্যাটু এঁকে ভরে ফেলেছিলাম। আমার বুকের মধ্যে লিখে রেখেছি, *'তোমরা আমাকে দেখো আর দুঃখ পেতে থাকো।'*

একজন মেডিকেল কর্মকর্তা আমাকে মানব আকৃতির একটা আসনে উঠে বসতে সহায়তা করল। আমি ঘরের এক কর্নারে জনসিকে দেখতে পেলাম। সে নিশ্চয়ই গভর্নরের ফোনের অপেক্ষা করছে। গভর্নরই এখন একমাত্র লোক যে এটাকে বন্ধ করতে পারে। জনসি যখন আমাকে দেখল তখন সে ঘুরে সরে গেল অন্য দিকে। সে ফোনের কাছাকাছি দাঁড়াল না।

রক্ষিরা আমাকে সুতির ঘন বুননের একটা জামা মুখে শরীরে পরিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল। একজন নির্দেশ দিয়ে আমার হাতের একটা শিরা বের করল। আমার মনে হলো সেখান দিয়ে অচেতন করার কিছু একটা প্রবেশ করানো হবে। পাশের ডাক্তার একটা লম্বা সুই পাশের রুম থেকে শিরা উপশিরার মত ঘুরে ঘুরে আসা একটা টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে দিল।

যে কাঁচের পর্দাটা দিয়ে আমাকে দর্শকদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হলো তার পাশেই দ্বাররক্ষিরা এসে দাঁড়াল। লোকজন একে একে তাদের আসনে এসে বসতে লাগল। আমি ফ্রাগাইল মিসেস পেপ্লজ ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলাম না। দর্শকদের সারিতে তাকে দেখতে পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগল। এরপরই আমি দেখতে পেলাম খুব সুন্দরী এক তরুণীকে যে নীল রং-এর স্কার্ট পরে এখানে এসেছে। তার ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। সে সবশেষের সারিতে গিয়ে বসল। তার চালচলনে এতটাই প্রভাব ছিল যে রক্ষিরা

BanglaBook.org

পর্যন্ত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে নিল। তারপরই সে ভরাট চোখে আমার দিকে তাকাল।

যাত্রা তাহলে শুরু হয়ে গেল। আমি সব কিছুই সহজভাবে গলধঃকরণ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমার মুখ যেন ছিপি দিয়ে কেউ আটকে দিয়েছে। ফলে কোন কিছুই সহজভাবে গিলে ফেলাটা আমার জন্য সম্ভব হচ্ছিল না।

আমি বুঝতে পারছিলাম মৃত্যু আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমাকে গ্রাস করছে।

আমার যেখানে সুঁই ফোটানো হয়েছিল সেখানে আমি হঠাৎ করে একটু চুলকানি অনুভব করলাম। আমার চারপাশের কথাবার্তা কেমন যেন কমে আসছিল। আমার মনে হলো আমি ঘুমিয়ে যাচ্ছি। আমার ভেতরেই আমি ডুবে যাচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ করেই কি হলো আমি বুঝতে পারলাম না। কোন রকমের অস্থিরতা কিংবা আচমকা মৃত্যুর পরিবর্তে আমি টের পেলাম আমার সামনে থেকে সব কিছু সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি কোন সেলের ভেতর কিংবা মৃত্যুকূপে নেই।

আমি বরং চলে এসেছি আমার বাড়ির সামনে। ঐ তো আমার ঘরের উঠোন। একটু দূরে মিসেস পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে।

মাম আজকের এই সন্ধ্যায় ঘরে নেই। তিনি হয়ত তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবি পেলমেয়ারের সাথে কোথাও খেতে গিয়েছেন।

আমি লেলিকে দেখলাম সে বাড়ির পাশেই গাড়ি পার্কিং করে বের হয়ে এসেছে। এই মাদারচোতটা কখন জাহান্নামে যাবে আমি জানি না। ওর রক্ত মাংস চোখ সব একাকার হয়ে যদি একটা পিণ্ড হয়ে যেত আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর এই অবস্থা দেখতে পেতাম আর হাসতে পারতাম তাহলে খুব মজা হতো।

লেলিকে আজ খুব উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে দ্বিতীয় বন্দুকটা কোথায় রেখেছিলাম সেটা ফোনে বলেছি। এখন সে আমারই নির্দেশনা অনুযায়ী আমার ঘরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। আমার বেডরুমের কাছে উঁকিঝুঁকি মারল। তারপর রান্নাঘরে চলে গেল। যেভাবে আমি তাকে বলেছিলাম। রান্না ঘর থেকে আবার আমার ঘরে এসে সে খাটের নিচে একটা বক্স পেল। সেটা খুলে সেখানে কিছু এলএসডি স্ট্রাগ পেয়ে সে বেশ খুশি হলো।

মা আর পেম চিকেন ফ্রাই নিয়ে ব্যাস্ত এখন। তারা খেতে খেতে গান শুনতে শুনতে তাদের চোখের পানি মুছছিল। খাবার বিষয়ে পেম মার সাথে

BanglaBook.org

বিভিন্ন রকম তর্ক জুড়ে দিল। তারা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে খাবার আর খাবার দোকানের সমালোচনায় ডুবে থাকল। ওদিকে আমি ঝড়ের মত চলে গেলাম *ক্রোকেট পার্ক কিটারের* দিকে। শহরের প্রান্তে কিটারের কাছে বেশ কিছু ঝোপঝাড় আর বন বাদাড় আছে। যেখানে আমার বন্ধু বান্ধবরা এসে মিলিত হতো। বিভিন্ন রকম পানীয় খেত। আমি দেখলাম লেলি কিটারস কর্নারে চলে এসেছে। সে হাসতে হাসতেই তার ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে আসল। আমি তাকে যেভাবে বলেছিলাম সেভাবে সে হাতে চাবি নিয়ে সে নির্দিষ্ট একটা ঝোপের ভেতর ট্রাংক খুলে আমার বাবার রাইফেলটা বের করে নিয়ে আসল। এটাকে আমিই রেখেছিলাম।

বন্দুকটা হাতে নিয়ে সে উঁচিয়ে ধরতেই উপর থেকে একটা হেলিকপ্টার তার মাথার উপর এসে স্থির হলো। লেলিকে বন্দুক হাতে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। তাকে পাগলে ধরেছে। ভেইনগুরি তার সোয়াট টিম নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। কঠোর গলায় নির্দেশ দিল বন্দুকটা নামিয়ে রাখার জন্য। সেই মুহূর্তে টেইলর হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসল। তার সাথে ক্যামেরাম্যান। টেইলরকে দেখে লেলি হঠাৎ করে পাগলের মত আচরণ করে বন্দুকটা তার দিকে উঁচিয়ে ধরল।

'টেইলর সাবধান। ও মাই গড।' ভেইন চিৎকার করে উঠল।

'ওপেন ফায়ার।' ভেইন হুংকার দিয়ে তার সোয়াট টিমকে নির্দেশ দিল।

মুহূর্তেই লেলির দেহটা কয়েকটা নাচন দিয়ে বাতাসের উপর ভেসে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল।

এই সমস্ত নানারকম দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই আবার আমি দেখলাম যে আমি ঠিক আগের জায়গাতেই চলে এসেছি। সমস্ত দৃশ্য আমার সামনে থেকে মুছে গেছে। আমি দেখলাম আমি এখনো বেঁচে আছি। মরে যাইনি। এটা হতে পারে নেশা জাতীয় যে ঔষুধটা আমার শরীরে ঢোকানো হয়েছে তার ফল।

আমি চারদিকে তাকিয়ে প্রহরীদের দেখতে পেলাম তারা একে অপরে কথা বলছে। দিনের প্রথম বজ্রপাতের শব্দটা আমি বাইরে শুনতে পেলাম। তারপর আবার আমি চোখটা বুজে ফেললাম। আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম সেই গভীর মুহূর্তটার জন্য।

পালতুলে
আমাকে নিয়ে যাও
সেখানে যেখানে আমি সব সময় শুনতে পাবো
এটা শুধু একটা স্বপ্নই ছিল আর কিছু না

BanglaBook.org

আর বাতাস আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে

এবং এরপরই আমি মুক্ত হয়ে যাব।

হঠাৎ করেই বিচিত্র এক ধরনের হৈ চৈ কোলাহল আমি জানালার ওপাশ থেকে শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে বহু লোকজনের হৈ চৈ ভেসে আসতে থাকল। আমি বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে যেন স্বয়ং স্রষ্টাকে দেখার চেষ্টা করতে থাকলাম অথবা কোন দানবকে যে মুহূর্তেই আমার আত্মাটা নিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু এই সবের পরিবর্তে আমি দেখতে পেলাম আমার পুরাতন এটর্নি আবডিনিকে। দর্শক সারিতে সে গলা ফাঁটিয়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। তার পিছু পিছু ক্যামেরাম্যানরা ছুটাছুটি করছে। লাইভ এই অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সবাই এইসব কিছু দেখছে। আবডিনির হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ। সে কাগজটা হাতে নিয়ে নাচানাচি করছে, হৈ চৈ করছে। তার হাতে নাকলেসের নোট। দলিলপত্র। নাকলেস যাকে আমি আমার জীবন থেকে মুছে ফেলে ছিলাম।

আবডিনি চিৎকার করে বলছে, 'এটা দেখুন। চেক করুন, প্রমাণ করে দেখুন এই ছেলেটা নির্দোষ।'

বাইরে একটা ফোন বেজে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পর আমি দেখলাম জনসি আমাকে কাঁচে ঘেরা যে চেম্বারে রাখা হয়েছিল সেখানে তার মাথাটাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এসে ঢুকল। সে আমার চেয়ারটার উপর ঝুঁকে আমার মুখের কাছে তার মুখটা নিয়ে আসল কিছু বলার জন্য।

'লিটল-তোমার ক্ষমার নির্দেশ চলে এসেছে।'

BanglaBook.org

সাতাশ

বাড়ির সব মহিলারা এমনভাবে ইনভেলাপটাকে পড়ছিল যেন ইনভেলাপটা কোন মৃত শিশুর দেহ।

'নিশ্চিতভাবে এটা কোন ইটালিয়ান গাড়ি হবে। কিংবা রোমিও জুলিয়েট অথবা অন্য কিছু।' জর্জ বলল।

'আমি জানি। কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারছি না এই ব্রুশিয়ারটা কেন ডরিসের কাছে পাঠানো হলো।' বেট্টি বলল।

'হানি, দেখো এটা ডরিসের কাছে পাঠানো হয়নি। শুধু ঠিকানাটা ব্যবহার করা হয়েছে। চিঠিটা এসেছে লিওনার কাছে।'

'কিন্তু কেন?'

জর্জ তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার ধারণা লিওনা আমাদের জানাতে চাচ্ছে যে সে ঐ স্পার্টেসকারটা পেয়েছে।'

বেট্টি তার ঠোঁট দুটোকে কামড়ে ধরে বলল, 'আমি জানি। কিন্তু সে এখানে কেন আসল না অথবা অন্য সময় যেভাবে ফোন করে সেভাবে কল করে আমাদের কেন বিষয়টা জানালো না বুঝতে পারছি না।'

জর্জ তার মুখের সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে একটা রিং বানিয়ে উপরের দিকে ছাড়ল। তারপর বেট্টির দিকে তাকিয়ে তার এক্সহাসবেন্ডকে নিয়ে একটা রসিকতা করল। এরপরই সবাই মেতে উঠল যার যার পারিবারিক একান্ত গোপন কথায়। তাদের প্রাক্তন স্বামীরা কেমন ছিল। আমি হলওয়ে শুনতে পেলাম ব্রেড হলরুমের দিকে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে। ওর সাথে আমার দেখা করার ইচ্ছে নেই তাই উঠে দাঁড়িয়ে আমি ঢুকে গেলাম রান্নাঘরে। সেখানে একটা বেঞ্চের উপর কতগুলো মিডিয়া পেপারওয়ার্কের স্তুপ জমে আছে। এর মধ্যে আগামী সপ্তাহের *টাইম ম্যাগাজিনের* একটা ফেক্স কভারও রয়েছে। কভারের শিরোনাম হলো, 'থলের গু বের হয়েছে।' কভারের ছবিতে দেখানো হচ্ছে মি. নাকলেস তার সাইন্টেফিক ল্যাবরেটরিতে ক্লাস পেপার দিয়ে আমার শুকনা পায়খানা মুরিয়ে ধরে বসে আছে। এই ছবির

BanglaBook.org

পাশেই আমার প্রথম এটর্নি মি. আবডিনি খুব গর্বের সাথে একটা নোট কাগজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই নোটটা সে জিসাসের কাছ থেকে পেয়েছিল আমরা যেই ঝোপে আড্ডা মারতাম সেখান থেকে। পাশেই ছোট্ট একটা লেখা, 'তোমরা এটাকে ভালবাসা বলেছিলে হারামজাদারা।'

আরেকটা বেঞ্চের উপর আজকের পত্রিকার একটা কপি দেখা যাচ্ছে। শিরোনামটা হলো, 'পুরাতন পরিচিত মুখগুলো।' পাশেই একটা ছবি দেখা যাচ্ছে লিওনার। সে কিটারসের ঝোপ থেকে বের হয়ে আসছে হাতে একটা পোটলা নিয়ে। আরো নিচে টেইলর ফিগারিওকে নিয়ে একটা আর্টিকেল আছে। সেখানে তার বর্তমান অবস্থা কেমন আছে এই সব বিষয়ে লেখা হয়েছে। সে ভালো আছে। এর মধ্যেই হাসপাতালের মর্গ থেকে আরেকজন লোক এসে মার সাথে দেখা করে গেল। লোকটা চলে যাওয়ার পর মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে গাড়ি রাখার বারান্দায় একটা নতুন ফ্রিজ আসছে। মা তার ভ্রুটা কুঁচকে ফেলল। যদিও অনেক কষ্টে সে তার ভেতরের হাসিখুশি ভাবটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কারণ লিওনা তাকে শিক্ষা দিয়েছে যে কখনো নতুন আসবাব দেখে খুশিতে আটখানা হয়ে যাবে না। মা এখন সেই চেষ্টাটাই করছে।

বেট্টি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভারনন ব্রেড তার জন্মদিনের উপহারটা তোমাকে দেখানোর জন্য এটা পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আমি খুব নরমভাবে মাথাটাকে একটু দোলালাম। তারপরই চোখের কোনা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এলা তার সুটকেসটা সাথে নিয়ে চলে এসেছে। সে যখন দেখল যে আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি তখন সে দাঁত বের করে একটা মুক্তো ঝরানো হাসি দিল। আমি এলাকে দেখে গাড়ির বারান্দা পার হয়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। আমাদের পাশে বেট্টি দাঁড়িয়ে একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি বেট্টিকে পাত্তা না দিয়ে এলাকে কাছে টেনে নিলাম। তারপর আমরা দুজনেই তাকিয়ে দেখি মিসেস পোর্টার রাস্তার পাশে তার খেলনা সামগ্রীগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা দোকান দিয়েছে।

আমি রাস্তার ওপারে মিসেস পোর্টারকে ডাক দিলাম।

'ম্যাম, মিসেস পোর্টার।'

সে তার মাথাটাকে শুধু নরমভাবে একটু ঝাঁকাল।

'সবাই চলে গেছে মিসেস পোর্টার। সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG